Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ আগস্ট ২০০৭ ইং ১১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বন্যায় ভাসছে দেশঃ দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান!

বন্যায় ভাসছে দেশ। দেশের এক তৃতীয়াংশ এখন পানির নীচে। টানা বর্ষণ, অতিরিক্ত জোয়ার, ভারতের আসাম, কুচবিহার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে ভয়াবহ বন্যা এবং ভারতের ফারাক্কা ও গজলডোবা ব্যারেজের সবগুলো গেট খুলে দেওয়ায় বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। উজান থেকে ধেয়ে আসছে পানি, প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। বিধ্বস্ত হচ্ছে ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্বলহীন হচ্ছে মানুষ। ভেসে গেছে পুকুরের মাছ। ডুবছে ক্ষেতের ফসল, সবজির বাগান, গবাদি পশু ইত্যাদি। নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা সহ প্রধান প্রধান ১৫টি নদীর পানি একযোগে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করবে বলে আশংকা প্রকাশ করছেন আবহাওয়াবিদগণ। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ৯টি ভয়াবহ বন্যার তথ্য বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, ফ্লাড বা আঞ্চলিক বন্যা স্বাভাবিক, তবে একযোগে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া উদ্বেগের কারণ। এতে বন্যার ভয়াল রূপ ধারণ করার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের ৪৩টি যেলা প্লাবিত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে সিরাজগঞ্জ যেলায়। সিরাজগঞ্জ শহর এখন ৪-৫ ফুট পানির নীচে। যে শহরের রাস্তাঘাট রিক্সা-ট্যাম্পু, কার-মাইক্রো ইত্যাদি যান্ত্রিক যানবাহনের ভীড়ে ব্যস্ত থাকত, সে শহরে এখন একমাত্র বাহন হচ্ছে নৌকা। মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে। সরকারী হিসাব মতে সারা দেশে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ তে। পানিবন্দী হয়েছে প্রায় ৩ কোটি মানুষ। ৫ লাখ হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে পানির নীচে। খুলনায় বাঁধ ভেঙ্গে দু'হাযার চিংড়ি ঘের ভেসে গেছে। এ পর্যন্ত ১৮ হাযার ৯৪০ টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ও ২ লাখ ৩২ হাযার ৬৭০টি বাড়ী আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩ হাযার ৩৭০ কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ এবং ৮ হাযার ১৪৪ কিলোমিটার রাস্তা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৪৫ কিলোমিটার বাঁধ সম্পূর্ণ এবং ৩৬৩ কিলোমিটার আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পরিসংখ্যান ২ আগস্টের সরকারী হিসাব মতে। ক্ষয়ক্ষতির এই মাত্রা প্রতিনিয়ত যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আশঙ্কাজনক। অপরদিকে আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে খাদ্যাভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। নিরন্ন মানুষের আহাজারিতে ক্রমশ ভারি হচ্ছে বাতাস। বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের অভাবও তীব্র। সরকার অবশ্য পর্যাপ্ত খাদ্যমজুদের বাণী শুনাচ্ছেন। কিন্তু অসংখ্য বনী আদম এখনো

Contents

অন্নহীন দিন যাপন করছে। কেউ কেউ এই অনাহারী অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে বরং মৃত্যু কামনা করছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বন্যা কোন নতুন বিষয় নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের অদূরদর্শিতা এবং অবহেলার কারণে দেশের মানুষকে অতিরিক্ত ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হ'তে হয় ফী বছর। প্রতিবেশী ভারত সরকারের নদী শাসন ও ফারাক্কা সহ উজানের ৫৪টি অভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের নদীগুলো প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়। পর্যাপ্ত পানিপ্রবাহ না থাকায় নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে সামান্য বর্ষণেই নদীগুলো পানি ধারণ করতে না পেরে উগরে দেয় এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে। সেই সাথে উজানের দেশ ভারতে বন্যা হ'লে ভারত ৫৪টি নদীর সকল বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কিউসেক পানি ঠেলে দেয়। ফলে স্বাভাবিক বর্ষা রূপ নেয় প্রলয়ংকরী বন্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাপক জানমালের। কিন্তু এর বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের তৎপরতা হতাশাজনকই বটে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বন্যানিয়ন্ত্রণের অনেক প্রকল্পই জনগণের কোন কাজে আসেনি। শত শত কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ এবং বরাদ্দ-ব্যয় করে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টর ও আমলা নিজেদের আখের গুছিয়েছেন মাত্র। গত ২৪ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকের লিড নিউজের শিরোনাম ছিল *'ক্ষুদ্রায়তন বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজের কাজ কিছুই হয়নি, ১৩৯ কোটি টাকাই গচ্চা'*। এ রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিগত জোট সরকারের আমলে এ প্রকল্পে কাজের নামে বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের যথেচ্ছ লুটপাট হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে স্লুইস গেট, বাঁধ, খাল খনন, ক্রস বাঁধ নির্মাণ সহ আরো নানান অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা ছিল। কিন্তু দুর্নীতির রাহুগ্রাসে বন্দী এ দেশে যা হবার তাই হয়েছে।

বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু টানা দু'চারদিন বৃষ্টি হ'লেই আমাদের নদীগুলো ভরে গিয়ে 'ওভার ফ্লো' হয়ে ভাসিয়ে দিবে বিস্তীর্ণ জনপদ, এমনটিতো হবার কথা নয়। এদেশটি তো নদীপ্রধান দেশ। নদ-নদীগুলি জালের মত বিছিয়ে আছে গোটা দেশে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে তো এসব নদীর তৃষ্ণা মেটার কথা নয়। তাহ'লে প্রতিবছর কেন এমন হয়? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পলি জমে নদীগুলোর ভরাট হয়ে যাওয়া। তাছাড়া মরণ বাঁধ ফারাক্কা সহ ভারতের অন্যান্য বাঁধগুলি আমাদের নদীগুলির টুটি চেঁপে ধরেছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সেই সাথে পর্যাপ্ত ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় তা আরও বাধাগ্রস্ত হয়।

এক্ষণে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি? এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা নিম্নোক্ত উপায় সমূহ চিহ্নিত করতে পারি। **প্রথমতঃ** ভারতের নিকট থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ** ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে দেশের নদীসমূহের পলি অপসারণ করে নদীর গভীরতা ও পানিপ্রবাহ ঠিক রাখতে হবে। **তৃতীয়তঃ** যেসমস্ত নদীর উজানে ভারত বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং বর্ষা মৌসুমে বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে মারছে, সেসব নদীর বাংলাদেশ সীমান্তে ক্রস বাঁধ দিয়ে বর্ষা মৌসুমে অন্যায়ভাবে ভারতের ঠেলে দেওয়া পানি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। **চতুর্থতঃ** দেশের অভ্যন্তরে নদী সমূহের দু'পাড় উঁচু ও মযবূত করে বাঁধতে হবে। উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র নৌ পথের নাব্যতা সংকট নিরসনেই যেখানে প্রতি বছর দেড় থেকে দুই কোটি ঘনমিটার ড্রেজিংয়ের চাহিদা রয়েছে, সেখানে 'বিআইডব্লিউটিএ'-এর মান্ধাতার আমলের ৭টি ড্রেজার দিয়ে বছরে মাত্র ৩০ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং করা সম্ভব। আর পুরোপুরি নাব্যতা নিরসনে বা পলি অপসারণের চাহিদা যে এর কত গুণ বেশী তার পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। প্রতিবছর ড্রেজিংয়ের এই ব্যাপক ঘাটতি এবং নদী ভরাটের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে আগামী এক-দুই দশকের মধ্যে নদীবহুল বাংলাদেশ যে মরুভূমির দেশে পরিণত হবে না তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সেকারণ সরকারকে এ বিষয়ে গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রয়োজনে বহুসংখ্যক অত্যাধুনিক ড্রেজার আমদানী করতে হবে। নিয়োগ করতে হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিষ্ঠাবান দক্ষ জনশক্তি। যেকোন মূল্যেই হোক আমাদের নদী সমূহকে বাঁচাতেই হবে। ইনশাআল্লাহ তবেই বাঁচবে এ দেশবাসী। বাঁচবে দরিদ্র মানবতা। রক্ষিত হবে দেশের সম্পদ।

পরিশেষে আমরা মনে করি বর্তমানের ভয়াবহ বন্যা আমাদের অন্যায় কর্মেরই বিষময় ফল হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত গযব স্বরূপ। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সংখ্যক লোকের চরম বিলাসিতা ও পাপাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতি ও সর্বগ্রাসী দুস্কৃতির ফলে ভাল-মন্দ সকল পর্যায়ের মানুষ, পশু-পক্ষী ও প্রাণীকুল এই গযবের শিকার। এমতাবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্যাদুর্গত সকল বনী আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের মুখে তুলে দেওয়া এবং বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। অতএব আসুন! আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাইবোনদের সাহায্য করি ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

প্র ব ন্ধ

সূরা ফাতেহার তাফসীর

*মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ-

অর্থঃ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক (২) যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু (৩) যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক (৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই (৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর (৬) তাদের পথে, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ (৭) তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট *(ফাতিহা ১-৭)*।

ব্যাখ্যাঃ

{ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } 'আল-হাম্‌দু' বলতে যাবতীয় প্রশংসা বুঝানো হয়েছে। لِلّٰهِ -এর ل নির্দিষ্টসূচক। অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। رَبٌّ মানে সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সবকিছুর প্রতিপালক। اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عالم -এর বহুবচন, যার অর্থ এমন সৃষ্টি, যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা যায়। অতএব عالين মানে সমস্ত সৃষ্টি।

{اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ} এ দু'টি গুণবাচক ও আধিক্যবোধক বিশেষ্য। যার অর্থ পরম করুণাময় ও দয়ালু। اَلرَّحْمٰنُ - এর মধ্যে اَلرَّحِيْمُ থেকে একটি অক্ষর বেশী হওয়ায় كثرة المبانى تدل علي كثرة المعانى অর্থাৎ 'বেশী অক্ষর বেশী অর্থের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে'-এর উপর ভিত্তি করে الرحيم এ الرحمن থেকে বেশী দয়ার গুণ পাওয়া যায়। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন, اَلرَّحْمٰنُ -এর সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মুমিন-কাফির সকলের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করছেন। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা اَلرَّحِيْمُ সেখানে তিনি শুধু মুমিনদের উপর রহম করবেন। আর কাফেরদের সাথে ইনছাফভিত্তিক ব্যবহার করবেন। তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। তাদের উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করবেন না। আল্লাহ বলেন, وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আর তোমার রব বান্দাদের উপর বিন্দুমাত্র যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪৬)*।

আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ جُزْءً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا فَمِنْ ذَالِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرْسَ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشِيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ-

'আল্লাহ তা'আলা রহমত বা দয়াকে ১০০ ভাগ করেছেন। এর মধ্য থেকে ৯৯ ভাগ তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র ১ ভাগ পৃথিবীতে দিয়েছেন। ঐ এক ভাগ থেকেই সমস্ত সৃষ্টি একে অপরের সাথে দয়ার ব্যবহার করে থাকে। এমনকি ঘোড়া তার নিজ পায়ের খুর তার সন্তান থেকে উপরে তোলে রাখে, যেন পায়ের আঘাত তার উপর না লাগে'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَي وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'আল্লাহ্‌র ১০০টি রহমত বা দয়া আছে, যেগুলির মধ্য হ'তে ১টি রহমত তিনি মানুষ, জ্বিন ও পশু-পাখির মধ্যে বন্টন করেছেন। যার ফলে তারা একে অপরের সাথে ভালবাসা ও দয়ার সাথে চলাফেরা করে, এমনকি বন্যপ্রাণীও তার সন্তানকে ভালবাসে। আর আল্লাহ তা'আলা ৯৯টি রহমত গচ্ছিত রেখেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর নেক বান্দাদের উপর রহম করবেন'।[২]

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ} এর مالك শব্দে প্রসিদ্ধ দু'টি ক্বিরা'আত রয়েছে। একটি মীম-এর সাথে আলিফ সংযুক্ত করে, অন্যটি আলিফ ছাড়া। মীম-এর সাথে আলিফ সংযুক্ত হ'লে অর্থ হবে 'মালিক' অধিকারী। আর আলিফ ছাড়া হ'লে অর্থ হবে রাজা বা বাদশা'। يَوْمٌ অর্থ দিন। دِيْنٌ অর্থ প্রতিফল,

* *উনাইযা ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছিম, সৌদী আরব।*

১. *বুখারী হা/৬০০০।*
২. *মুসলিম হা/২৭৫২।*

Contents

পথ ও বিধান। এখানে প্রতিফলই উদ্দেশ্য। অতএব مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ হচ্ছে প্রতিফল দিবসের মালিক বা বাদশা।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তো দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুরই মালিক। কিন্তু এখানে আখেরাতের দিনের মালিক বলে বুঝানো হচ্ছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ মানুষকে যেমন রাজত্ব দিয়ে থাকেন, সে রকম রাজত্ব আখেরাতে আর কারো থাকবে না। সেখানে সকল রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই থাকবে। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর আসমানগুলিকে ডান হাত দিয়ে ভাজ করে বলবেন, আমিই বাদশা, পৃথিবীর বাদশারা কোথায়'?[৩]

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ} এ আয়াতে কর্মকে কর্তার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবীতে এ রকম হ'লে অর্থাৎ পরের পদকে আগে আনলে এর দ্বারা নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আয়াতে إِيَّاكَ হচ্ছে কর্ম نَعْبُدُ হচ্ছে ক্রিয়া ও কর্তা। অনুরূপ وَإِيَّاكَ হচ্ছে কর্ম نَسْتَعِيْنُ হচ্ছে ক্রিয়া ও কর্তা। এ আয়াতে ইবাদত ও সাহায্য চাওয়াকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে 'আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'। উল্লেখ্য যে, কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদিত করা শিরক। কেননা ইবাদতের উপযোগী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি জিন ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*।

সুতরাং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যেহেতু আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, সেকারণ ইবাদতকে অন্যের জন্য নিবেদিত করলে তা শিরক হয়ে যাবে। আর শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী নাযিল হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে' *(যুমার ৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রিত করেনি, তাদেরই জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা। আর তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*। আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াত যখন নাযিল হ'ল তখন ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে যুলুম করেনি? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম' *(লোক্বমান ১৩; বুখারী হা/৪৬২৯)*। সুতরাং সর্বপ্রকার ইবাদত যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দো'আ, কুরবানী, নযর মানা, উদ্ধার প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদিত করা কিংবা তাঁর সাথে অন্য কাউকে মিলিয়ে দেয়া শিরক। সর্বপ্রকার ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট করা ফরয। অন্যথায় শিরক মিশ্রিত আমল করে কোন ফায়দা হবে না; বরং এর দ্বারা মুশরিকদের কাতারেই শামিল হ'তে হবে।

{اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ} اِهْدِنَا শব্দটি هِدَايَةٌ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ পথ দেখানো। اَلصِّرَاطُ অর্থ পথ اَلْمُسْتَقِيْمُ অর্থ সঠিক ও সরল। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় 'তুমি আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর'।

{صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ} 'তাদের পথে, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء والصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا–

'যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন তাদের সাথে থাকবে অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও নেক লোকদের সাথে। আর তারা হ'ল সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৬৯)*। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলতে এ চার দল লোককে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য তাঁদের স্তরে পার্থক্য রয়েছে। ছিরাতে মুস্তাক্বীম সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

{غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ} 'তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত এবং তাদের পথে নয়, যারা পথভ্রষ্ট'। اَلْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ বা অভিশপ্ত বলতে ইহুদীদের বুঝানো হয়েছে, যারা জেনে বুঝে হক্ব মান্য করে না ও প্রচার করে না। اَلضَّالِّيْنَ বা পথভ্রষ্ট বলতে নাছারাদের বুঝানো

৩. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৮১২; মুসলিম হা/২৭৮৭।*

হয়েছে, যারা না জেনেই অসৎ পথে চলে। সুতরাং যারা হক্ব জেনে বুঝে হক্বের উপর আমল করে না, তাদের সম্পর্ক ইহুদীদের সাথে। আর যারা হক্ব জানে না এবং হক্ব জানার চেষ্টাও করে না তাদের সম্পর্ক নাছারাদের সাথে।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, (হে উবাই!) তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিই, যার অনুরূপ কোন সূরা তাওরাত, যবূর, ইঞ্জীল ও কুরআনে নাযিল হয়নি? উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, আমি আশা করি আমি এ দরজা দিয়ে বের হওয়ার পূর্বেই তুমি এ সূরাটি জানতে পারবে। তিনি (উবাই) বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমার হাত ধরে কথা বলতে লাগলেন, আমি আস্তে আস্তে চলছিলাম এ আশংকায় যে, তিনি হয়ত কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। যখন আমরা দরজার নিকটে পৌঁছলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে যে সূরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সূরা কোন্‌টি? তিনি বললেন, ছালাতে তুমি কোন সূরা পাঠ কর? আমি তাঁকে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে শুনালাম। তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আল্লাহ তাওরাত, যুবূর, ইঞ্জীল ও কুরআনে এর মত কোন সূরা নাযিল করেননি। এটিই আস-সাবউল মাছানী। অর্থাৎ সাতটি আয়াত, যা বার বার পাঠ করা হয়'।[৪] ইমাম তিরমিযীও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছটিকে হাসান, ছহীহ বলেছেন।[৫]

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ–

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি তাঁর মাথা উপর দিকে উঠিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা, যেটি আজকেই খুলা হয়েছে। এর পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। অতঃপর সেখান থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। জিবরীল (আঃ) বললেন, ইনি হচ্ছেন একজন ফেরেশতা, যিনি আজকেই প্রথম যমীনে অবতরণ করলেন, এর পূর্বে আর কখনও অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিয়ে বললেন, আপনি দু'টি আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যে দু'টি শুধু আপনাকেই দান করা হয়েছে, আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দান করা হয়নি। সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারাহ্‌র শেষ আয়াতগুলো। আপনি এগুলো হ'তে যে কোন অক্ষর পাঠ করবেন, আপনাকে তা দান করা হবে'।[৬]

অপর এক হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنَ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِقْرَأْبِهَا فِي نَفسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وإِذَا قَالَ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ اللهُ مَجَّدَنِى عَبْدِى أو قَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ، قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اللهُ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَاسَأَلَ–

'আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত পরিপূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণ। আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, আমরা ইমামের পিছনে থাকি, (সে অবস্থায় আমরা কি করব?)। তিনি বললেন, তুমি মনে মনে পড়ে নিবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি ছালাতকে (অর্থাৎ

---

৪. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৭৫।*
৫. *জামে' তিরমিযী হা/২৮৭৫, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়।*
৬. *মুসলিম হা/৮০৬।*

কুরআন পাঠ তথা সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক ভাগে ভাগ করেছি। অন্য বর্ণনায় আছে, তার অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, 'আর-রাহমানির রহীম' আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। অতঃপর যখন সে বলে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ও বড়ত্ব বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন', তিনি বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে। যখন সে বলে, ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুছতাক্বীম, ছিরাত্বাল্লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন' তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে'।[৭]

সূরা ফাতিহার অন্যান্য নামসমূহঃ

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) সূরা ফাতিহার ১৩টি নাম উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নরূপঃ

১মঃ ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের শুরু। কুরআনের প্রথমেই এ সূরা উল্লিখিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ছালাতে কুরআন পাঠ শুরু হয়।

২য়ঃ 'উম্মুল কিতাব' অর্থাৎ কিতাবের মা বা মূল।

৩য়ঃ 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ কুরআনের মূল। কেননা সম্পূর্ণ কুরআনের অর্থ এ সূরায় শামিল রয়েছে।

৪র্থঃ 'আস-সাবউল মাছানী' অর্থাৎ বারবার পঠিত ৭টি আয়াত।

৫মঃ 'আল-কুরআনুল আযীম' অর্থাৎ মহা কুরআন। তিরমিযীতে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ– 'আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন' হচ্ছে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, আস-সাবউল মাছানী ও আল-কুরআনুল আযীম'।[৮]

৬ষ্ঠঃ আল-হাম্‌দ।

৭মঃ আছ-ছালাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। যখন বান্দা বলে الحمد لله رب العالمين। অর্থাৎ 'সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা' তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করেছে'...।[৯] সেকারণ সূরা ফাতিহার একটি নাম হচ্ছে ছালাত। সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছালাতের একটি শর্ত।

৮মঃ আশ-শিফা। দারিমী মারফূ' সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'সূরা ফাতিহা প্রতি দংশন ও রোগের চিকিৎসা'।[১০]

৯মঃ আর-রুক্বইয়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি সাঁপে কাটা ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে দম করেছিল। তাকে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা রুক্বইয়া বা ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র'?[১১]

১০মঃ আসাসুল কুরআন বা কুরআনের মূল। ইমাম শা'বী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরা ফাতিহার নাম উল্লেখ করেছেন 'আসাসুল কুরআন' বা কুরআনের মূল। তিনি আরো বলেন, আর এর মূল হচ্ছে بسم الله الرحمن الرحيم ।

১১শঃ আল-ওয়া-ক্বিয়াহ। সুফইয়ান বিন উয়াইনা এর নাম উল্লেখ করেছেন الواقية। 'আল-ওয়া-ক্বিয়াহ'।

১২শঃ আল-কাফিয়া। ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর এর নাম উল্লেখ করেছেন, الكافية। 'আল-কাফিয়াহ'। কারণ কোন কোন মুরসাল রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها অর্থাৎ 'উম্মুল কুরআন অন্য সূরার স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে বটে; কিন্তু অন্য কোন সূরা তার স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে না।[১২]

১৩শঃ কানয। এ সূরার আরেকটি নাম হচ্ছে 'কানয' অর্থাৎ গুপ্তধন। আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) তার কাশ্‌শাফ নামক গ্রন্থে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।

সূরা ফাতিহা সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েলঃ

ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমাম, মুক্তাদী অথবা একাকী ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি সকলের জন্য আবশ্যক। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে আলেমদের

৭. *মুসলিম হা/৩৯৫।*
৮. *তিরমিযী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৩১৮৪।*
৯. *মুসলিম হা/৩৯৫।*
১০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/২৩৬৮, ২৩৭০; ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১/১৫১-১৫২ পৃঃ।*
১১. *বুখারী, হা/৫০০৭; মুসলিম, হা/২২০১।*
১২. *সুনানু দারাকুতনী, ১/৩২২ পৃঃ; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/২৩৮ পৃঃ; তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/১৫২ পৃঃ।*

মধ্যে প্রসিদ্ধ তিনটি মত রয়েছে। যেমন-

(১) ইমামের পিছনে জেহরী *(যেসব ছালাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করেন)* বা সিররী *(যে সব ছালাতে ইমাম নিম্নস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করেন)* কোন ছালাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না।

(২) ইমামের পিছনে শুধু সিররী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

(৩) ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে চাই জেহরী ছালাত হোক কিংবা সিররী ছালাত হোক, সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

দলীল ও পর্যালোচনাঃ

প্রথমতঃ যারা বলেন, ইমামের পিছনে কিছুই পড়তে হবে না, তারা বিশেষভাবে নিম্নোক্ত দলীল সমূহ পেশ করে থাকেন।

(১) আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ– 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে, যেন তোমাদের উপর রহম করা হয়' *(আ'রাফ ২০৪)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীঃ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ– 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআতই তার ক্বিরাআত'।[১৩] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই দোষযুক্ত। সেকারণ 'হাদীছটি সকল বিদ্বানের নিকটে সর্বসম্মতভাবে যঈফ'।[১৪]

দ্বিতীয়তঃ যারা বলেন, ইমামের পিছনে শুধু সিররী ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, জেহরী ছালাতে পড়তে হবে না তাঁদের দলীল হ'ল-

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا– 'ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। তাই ইমাম যখন তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর ইমাম যখন ক্বিরাআত পাঠ করবে তখন তোমরা চুপ থাকবে'।[১৫]

তৃতীয়তঃ যারা বলেন, 'ইমামের পিছনে জেহরী কিংবা সিররী সকল ছালাতেই মুক্তাদীকে ক্বিরাআত অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে' তাঁদের দলীল হ'ল-

(এক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার ছালাত হবে না'।[১৬]

(দুই) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত পরিপূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ নয়, পরিপূর্ণ নয়, তা অসম্পূর্ণ'।[১৭]

(তিন) একবার ফজরের ছালাত আদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত পাঠে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। ছালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি দেখছি তোমরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ কর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَاتَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا، 'তোমরা এ রকম করবে না, তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ছালাত হয় না'।[১৮]

প্রথম অভিমত ও সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাতঃ

উল্লিখিত ৩টি মতের মধ্যে প্রথম মতটি অর্থাৎ জেহরী কিংবা সিররী কোন ছালাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না' এটিই সর্বাধিক দুর্বল। কারণ এ মতের স্বপক্ষে তারা যে দু'টি দলীল পেশ করে থাকেন, তাতে কুরআন পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। যা আম বা সাধারণ। যেটি ছালাত কিংবা অন্য অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু ছালাতের নির্দেশটি হ'ল খাছ বা বিশিষ্ট। আর আম নির্দেশের উপর খাছ নির্দেশ অগ্রগণ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠকে খাছ করেছেন। সুতরাং সূরা ফাতিহা পাঠ অত্যাবশ্যক।

এছাড়া তারা যে হাদীছটি পেশ করেছেন, সেটি অধিকাংশ মুহাদ্দিছের নিকটে যঈফ বা দুর্বল। তাই যে হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, সে হাদীছ কিভাবে ছহীহ হাদীছগুলির বিরোধিতা করতে পারে? সুতরাং সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হাদীছগুলিই যে এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে যে হাদীছটি তাঁরা পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআতই ইমামের ক্বিরাআত'। যদি অত্র হাদীছের অর্থ 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট' বলে ধরা হয়,

১৩. *মুসনাদ আহমাদ, হা/১৪৬৮৫, সনদ যঈফ দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১৬৬ টীকা নং ৪৭।*
১৪. *ফাৎহুল বারী ২/৬৮৩ পৃঃ।*
১৫. *মুসলিম হা/৪০৪; আবুদাঊদ হা/৯৭২।*
১৬. *বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪।*
১৭. *মুসলিম হা/৩৯৫।*
১৮. *আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/৩১১।*

তবে হাদীছটি কেবল ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হবে না, বরং কুরআনী নির্দেশেরও বিরোধী হবে। কেননা কুরআনে *(মুযযাম্মিল ২০)* ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী সকল মুছল্লীর জন্য কুরআন থেকে যা সহজ মনে করা হয়, তা পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উপরোক্ত যঈফ হাদীছ মানতে গেলে ইমামের পিছনে কুরআনের কিছুই পড়া চলে না। তাছাড়া উক্ত হাদীছে ইমামের ক্বিরাআত ইমামের জন্য হবে বলা হয়েছে। মুক্তাদীর জন্য হবে, এমন কথা নেই। কেননা 'তার জন্য' (لَـهُ) সর্বনামটির ইঙ্গিত নিকটতম বিশেষ্য 'ইমাম' (الإمام)-এর দিকে হওয়াই ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত। অতএব ইমাম সূরায়ে ফাতিহা পড়লে তা কেবল ইমামের জন্যই হবে, মুক্তাদীর জন্য নয়।

২য় মতামত ও কিছু আলোকপাতঃ

যারা বলেন, জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না, তারাও প্রথম উক্তির স্বপক্ষের দলীল সমূহ পেশ করে থাকেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে তারা আরেকটি দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَـرَأَ الْإِمَـامُ فَأَنْـصِتُوْا 'ইমাম যখন পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে'। এই নির্দেশটিও 'আম'। যা অন্যান্য ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠের দলীলটি হচ্ছে 'খাছ'। সেকারণ সূরা ফাতিহার দলীলটি যে অগ্রগণ্য হবে এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট।

উক্ত আলোচনা দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ (একাকী ছালাত আদায়কারী) সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে মুক্তাদী ইমামের পিছনে নিম্নস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন, উচ্চৈঃস্বরে নয়। কারণ উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করলে ইমামের ক্বিরাআতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। যেভাবে অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা যোহর কিংবা আছরের ছালাত আদায় করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সূরা আ'লা পাঠ করছিলে? এক ব্যক্তি বলল, আমি, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আর আমি তো এর দ্বারা ভালই ইচ্ছা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার ক্বিরাআত পাঠ আমাকে বাধার সৃষ্টি করছিল'।[১৯] আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সূরা ফাতিহা নিম্নস্বরে পড়লে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এতে বাধার সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আবার এ হাদীছে যে সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আসেনি, বরং সূরা আ'লার ক্ষেত্রে এসেছে সেটিও লক্ষণীয়। একারণেই এ হাদীছের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে 'ইমামের পিছনে মুক্তাদীর জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ।

১৯. ছহীহ মুসলিম হা/৩৯৮।

একটি আবেদন

ইমামের পিছনে মুক্তাদী ক্বিরাআত পাঠ করবে কি-না এ ব্যাপারে পূর্ব থেকেই আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে আসছে। তাই আলেমদের মতবিরোধকৃত ব্যাপারে হিংসা পোষণ করা ঠিক নয়। আমার নিকটে সর্বাধিক সুস্পষ্ট বিষয়টিই আমি উল্লেখ করলাম। তবে সকলের নিকটে আমার এ আবেদন থাকবে যে, আমরা সকলেই যেন বিষয়টি খোলা মনে যাচাই করি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেই। নিঃশর্তভাবে তাদের নির্দেশ মেনে চলি। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَـدَى اللهِ وَرَسُـولِهِ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে কোন কিছুকে অগ্রগণ্য করো না' *(হুজুরাত ১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِـى الْـأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْل إِنْ كُنْـتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়ীত্বশীলদের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হও, তাহ'লে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রেখে থাক। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*।

যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করার এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ত্বরীকা মোতাবেক চলার ইচ্ছা থাকে, তবুও ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ ভুল মাফ করবেন এবং এই প্রচেষ্টার বদলে নেকী দান করবেন। কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র অহমিকা থাকলে নেকী পাওয়ার পরিবর্তে গুনাহ হবে। ইমামগণ চেষ্টা করে আমাদের পর্যন্ত আল্লাহ্র দ্বীন পেশ করে গেছেন। এর বদলে তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তম বদলা পাবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁদের থেকে ভুল হয়ে গেলেও আমরা তাঁদের ভুলের অনুসরণ করব? এজন্যই ইমামগণ বলে গেছেন হাদীছ ছহীহ হ'লে, এটাই আমাদের মাযহাব বা পথ। যেমন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[২০] এরকমই সকল ইমামগণ বলেছেন। অতএব প্রত্যেকেরই হক্ব যাচাই করে হক্বের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

[চলবে]

২০. ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯খৃঃ) ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ) ১/৩০ পৃঃ।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

[৩য় কিস্তি]

তৃতীয়ঃ কুরআন তেলাওয়াত করাঃ

কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করার পর এর আর একটি হক হ'ল, তা নিয়মিত তেলাওয়াত করা। হাদীছে কুরআন তেলাওয়াতের নানাবিধ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতি হরফে দশ নেকী পাওয়া যায়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকী দশ নেকীর সমান হবে। আমি 'আলিফ লাম মীম'কে একটি অক্ষর বলছি না; বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর'। (সুতরাং তেলাওয়াতের নিয়তে 'আলিফ লাম মীম' বললে ত্রিশটি নেকী পাওয়া যাবে)।[১]

কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করা একটি উট দান করার সমানঃ

ওক্বা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হ'লেন। আমরা তখন ছুফফায় অবস্থান করছিলাম। (ছুফফা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরের পার্শ্বে বাস্তুহারা গরীব ছাহাবীসহ নও-মুসলিমদের থাকার স্থান)। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, প্রত্যেক দিন সকালে 'বাতহান' অথবা 'আক্বীক্ব' উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উচুঁ কুজঁ বিশিষ্ট দু'টো উট নিয়ে আসতে ভালবাসে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তা করতে ভালবাসি। তিনি বললেন, 'তোমরা কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব হ'তে দু'টি আয়াত শিক্ষা দিবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দু'টি উট হ'তে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট হ'তে উত্তম হবে এবং চারটি আয়াত চারটি উট হ'তে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হ'তে উত্তম হবে'।[২]

কুরআন তেলাওয়াতে আসমানে শান্তিঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাকে অছিয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কারণ এটি সকল বস্তুর বুনিয়াদ। আর জিহাদ কর। কারণ এটি ইসলামের বৈরাগ্যতা। আর আল্লাহ্‌র যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত কর। এটি তোমার জন্য আসমানে শান্তি এবং পৃথিবীতে প্রসিদ্ধির কারণ'।[৩]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় রহমত ও প্রশান্তি অবতরণঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র কোন ঘরে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ এবং পরস্পর আলোচনা করার জন্য সমবেত হয়, তখন আল্লাহ তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে'।[৪]

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করছিল। আর দু'গাছি পাকানো দড়ি দিয়ে একটি ঘোড়া তার কাছে বাঁধা ছিল। সেসময় এক খণ্ড মেঘ এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং তা চক্কর দিতে লাগল ও নিকটবর্তী হ'তে লাগল। তার ঘোড়াটি সেকারণে ভয় পাচ্ছিল। ভোর হ'লে লোকটি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বিষয়টি জানালেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটা হ'ল 'সাকীনা' বা প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল'।[৫]

কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রেমের নিদর্শনঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালবাসতে চায়, সে যেন কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করে'।[৬]

কুরআন তেলাওয়াত শুনার জন্য ফেরেশতাদের উপস্থিতিঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসায়েদ ইবনু হুযায়র (রাঃ) যখন তাঁর আস্তাবলে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর ঘোড়াটি অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে ঘোড়া আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি আবার তেলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারো অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। উসায়েদ (রাঃ) বলেন, আমার এমন আশংকা হ'ল যে, ঘোড়া আমার পুত্র ইয়াহ্‌ইয়াকে (ওখানে কাছে শুয়ে থাকা) পদদলিত করতে পারে। তাই আমি উঠে ঘোড়ার নিকটে

---

* খতীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. ছহীহ তিরমিযী ৩/১৬৪ পৃঃ, হা/২৯১০; মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৭৫৪ পৃঃ, হা/২০৯২; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৬৪৬৯।

২. মুসলিম নববী সহ ৬/৩৩০ পৃঃ, হা/১৮৭০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৯৪২।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ৩/৮২ পৃঃ, হা/১১৭৯৬; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৫৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫।

৪. মুসলিম 'যিকর ও দো'আ' অধ্যায়, হা/২৬৯৯; আবুদাউদ ১/৫৪১ পৃঃ, হা/১৪৫৫।

৫. বুখারী হা/৪৮৩৯; মুসলিম, হা/১৭২৬।

৬. আবু নু'আইম, ইবনু আদী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ ৫/৪৫২ পৃঃ, হা/২৩৪২; ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/৬২৮৯।

গেলাম। তখন আমি আমার মাথার উপরে চাঁদোয়ার মত কিছু দেখলাম, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূণ্যে ঝুলে আছে। একটু পরে আমি আর তা দেখলাম না। উসায়েদ বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! গতকাল মধ্য রাতে আমি আমার অশ্বশালায় কুরআন থেকে তেলাওয়াত করছিলাম। হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে। তিনি বলেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে। তিনি বলেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারও অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইবনু হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে। ইবনু হুযায়র বললেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম। (আমার ছেলে) ইয়াহ্ইয়া ছিল ঘোড়াটির নিকটবর্তী। তাই আমার আশংকা হ'ল যে, ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করতে পারে। (উযায়ের বলেন) তখন আমি চাঁদোয়ার মত কিছু দেখলাম, তার নীচে যেন অনেক প্রদীপ ঝুলে আছে। একটু পরে আর তা দেখতে পেলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এরা ছিল ফেরেশতা। তাঁরা তোমার তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তুমি যদি তেলাওয়াত করতে থাকতে, তবে তাঁরা সকাল পর্যন্ত থাকত এবং লোকেরা তা দেখতে পেত, তাঁরা তাদের নিকট হ'তে অদৃশ্য হ'ত না'।[৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'আর ফজরে কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কেননা ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয়' *(বনী ইসরাঈল ৭৮)*। এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'রাতের ফেরেশতারা ও দিনের ফেরেশতারা এ সময় উপস্থিত থাকে'।[৮]

কুরআন তেলাওয়াতকারী বার্ধক্যের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাবেঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে তাকে বার্ধক্যের লাঞ্ছনার দিকে ফিরানো হবে না। তাহ'লো যেমন আল্লাহপাক বলেছেন, 'অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে নীচ থেকে নীচে কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ যারা কুরআন পড়েছে।[৯]

রাত্রে একশত আয়াত পাঠ করার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাত্রে একশত আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য সারা রাত্রি ছালাতের ছওয়াব লেখা হবে'।[১০]

কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মর্যাদাঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি আখেরাতে সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন'।[১১]

থেমে থেমে ও আটকে আটকে কুরআন পাঠের ফযীলতঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে অথচ তা তার জন্য কঠিন অনুভূত হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব'।[১২]

ঘরে কুরআন পাঠের ফযীলতঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত কর না। যে ঘরে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে'।[১৩]

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল হয়। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, শয়তান সে ঘরের কাছে আসতে পারে না'।[১৪]

ছালাতে কুরআন পাঠের ফযীলতঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটি পসন্দ করে যে, যখন সে তার বাড়ীতে ফিরবে, তখন সেখানে তিনটি গর্ভবতী তাজা উট পেয়ে যাবে? আমরা বললাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তিনটি আয়াত, যা তোমাদের কেউ তার ছালাতে পাঠ করে তা তার জন্য তিনটি গর্ভবতী মোটা-তাজা উটের চাইতে উত্তম হবে'।[১৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে গাফেলদের মধ্যে গণ্য করা হবে না, যে ব্যক্তি ছালাতে একশত আয়াত পাঠ করবে তাকে সারা রাত্রি নফল আদায়কারীদের মধ্যে লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতে এক হাযার আয়াত পাঠ করবে, তাকে অধিক ছওয়াব অর্জনকারীদের মধ্যে লেখা হবে।[১৬]

---

৭. *মুসলিম, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় হা/১৮৫৬।*
৮. *ছহীহ তিরমিযী ৩/২৬৮ পৃঃ, হা/৩১৩৫।*
৯. *মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৬২২ পৃঃ, হা/৪০১০; ছহীহুত তারগীব ২/১৬৯ পৃঃ, হা/১৪৩৫।*

১০. *সুনানুদ দারিমী ২/৪৬৪ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৩ পৃঃ, হা/১৭০৮৩, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৪।*
১১. *মুসলিম, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৭৯৮।*
১২. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৯৩৭; মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৭৯৮।*
১৩. *মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৭৮০।*
১৪. *ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩ পৃঃ, হা/২৮৮২।*
১৫. *মুসলিম 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় হা/১৮৬৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮২।*
১৬. *ছহীহ আবুদাউদ, ১/৩৮৭ পৃঃ, হা/১৩৯৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা ২/১৮১ পৃঃ, হা/১১৪৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৩৪৯ পৃঃ, হা/২৫৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ ২/২৪১ পৃঃ, হা/৬৪২।*

Contents

বিভিন্ন সূরা পাঠের বিশেষ ফযীলতঃ

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে সাধারণভাবে কুরআন-এর যে কোন স্থান থেকে পাঠের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৃথকভাবে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠের বিশেষ ফযীলতও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সেসবের কিছু এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হ'ল-

সূরা ফাতিহার ফযীলতঃ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনের মধ্যে উত্তম হ'ল সূরা ফাতিহা'।[১৭]

আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁর ডাকের কোন জবাব দিলাম না। ছালাত শেষে আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (আপনি আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা শুনে তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও'। তারপর আমাকে বললেন, এ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিব, যা গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচাইতে বড়। তারপর তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'লেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে, কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা আমাকে শিখিয়ে দিবেন? তিনি বললেন, সেই সূরাটি হ'ল 'আলহামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামীন'। আমাকে সাবউল মাছানী বা বার বার পঠিত এ সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন দান করা হয়েছে'।[১৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন, হে উবাই! উবাই (রাঃ) তখন ছালাতরত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। তবে সংক্ষেপে ছালাত শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আস্সালা-মু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিল? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তো ছালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ আমার কাছে যে অহি পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ হুকুম পাওনি 'রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে' *(আনফাল ২৪)*? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর কোন দিন এরূপ করব না ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দেই যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর এমনকি কুরআনেও নাযিল হয়নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ছালাতে কি পড়? উবাই তখন উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! এই সূরার মত (মর্যাদাসম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর এমনকি কুরআনেও নাযিল করা হয়নি। আর এই বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান কুরআন আমাকে দেয়া হয়েছে'।[১৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে উপরের দিকে তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে স্বীয় মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজই খুলে দেয়া হ'ল। আজকের দিন ব্যতীত কখনও তা খোলা হয়নি। তখন সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। তিনি বললেন, ইনি একজন ফেরেশতা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ব্যতীত আর কখনো তিনি অবতরণ করেননি। এরপর উক্ত ফেরেশতা সালাম করে বললেন, দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার আগে অন্য কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। তা হ'ল সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষাংশ। এ দু'টির যেকোন হরফ আপনি পাঠ করবেন, তা আপনাকে দান করা হবে।[২০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) হচ্ছে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং আস-সাবউল মাছানী'।[২১]

ওয়াছেলা ইবনু আছকা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে 'সাবয়ে' (অর্থাৎ সাতটি বৃহৎ সূরা 'বাক্বারাহ' থেকে 'তাওবা' পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছে, যবূরের স্থানে শতওয়ালা (অর্থাৎ একশত বা ততোধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরা সমূহ) দেওয়া হয়েছে, ইঞ্জীলের পরিবর্তে 'মাছানী' (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) এবং 'মুফাছছাল' (অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত) দেওয়া হয়েছে।[২২]

---

১৭. *ছহীহ ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকেম, ছহীহুত তারগীব ২/১৮০ পৃঃ, হা/১৪৫৪।*

১৮. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৪৭৪; নাসাঈ হা/৯১২; আবুদাঊদ হা/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫।*

১৯. *তিরমিযী, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, হাকেম; ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫১ পৃঃ, হা/২৮৭৫।*

২০. *মুসলিম, 'ফাযায়েলুল কুরআন' হা/৮০৬।*

২১. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, ত্বাহাবী, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/৩১৮৪।*

২২. *মুসনাদু আহমাদ ৪/১০৭ পৃঃ, হা/১৭১০৭; ছহীহুত তারগীব ২/১৮১ পৃঃ, হা/১৪৫৭।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি ছালাতকে (অর্থাৎ কুরআন পাঠ তথা সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক ভাগে ভাগ করেছি। অন্য বর্ণনায় আছে, তার অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন সে বলে, 'আর-রাহমানির রহীম' আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে। অতঃপর যখন সে বলে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ও বড়ত্ব বর্ণনা করেছে। আর কখনো বলেছেন, আমার বান্দা (তার সব কাজ) আমার উপর সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন', তিনি বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে। যখন সে বলে, ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুছতাক্বীম, ছিরাত্বাল্লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন' তখন তিনি বলেন, এটা কেবল আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, তা সে পাবে'।[২৩]

উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার ছালাত (পরিপূর্ণ) হবে না'।[২৪]

সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরানের ফযীলতঃ

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন ওয়ালাদের (যারা তদনুসারে আমল করেছে) উপস্থিত করে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার সামনে পেশ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দু'টির জন্য তিনটি উপমা উল্লেখ করেছেন যেগুলো আমি এখনো ভুলিনি। তিনি বলেছেন, সে দু'টি যেন দু'টি মেঘ, বাদল কিংবা দু'টি কাল সামিয়ানা (চাঁদোয়া)। যার মাঝে রয়েছে দ্যুতি, কিংবা সে দু'টি যেন পাখা বিস্তারকারী দু'টি পাখির ঝাঁক, যারা তেলাওয়াতকারীদের জন্য সাহায্যকারী হবে'।[২৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজের ঘর সমূহকে গোরস্থানে পরিণত কর না। যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না'।[২৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের উচুঁ চূড়া হ'ল সূরা বাক্বারাহ। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াত সমূহের প্রধান। তাহ'ল আয়াতুল কুরসী'।[২৭]

উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে আমি সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার পিছনে একটি শব্দ শুনি, আমি মনে করি হয়ত আমার ঘোড়া ছুটে গেছে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবু আতীক! পাঠ করতে থাকো। আমি তখন দেখলাম একটি চাঁদোয়ার মত কিছু আসমান-যমীনের মধ্যখানে লটকে আছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছিলেন, আবু আতীক! পাঠ করতে থাকো। তারপর উসাইদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এরা ছিল ফেরেশতা, সূরা বাক্বারার তেলাওয়াত শুনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তুমি যদি পাঠ অবিরত রাখতে, তাহ'লে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেতে'।[২৮]

সূরা কাহ্ফ পাঠের ফযীলতঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পড়বে তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যখানে আলো বিচ্ছুরিত হবে'।[২৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন তার এবং কা'বা শরীফের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত (দীর্ঘ) আলো প্রজ্জ্বলিত হবে'।[৩০]

সূরা ফাতহ-এর ফযীলতঃ

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে খাত্ত্বাবের ছেলে (ওমর)! আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যার পরিবর্তে সারা জগতের সকল কিছু আমাকে দেয়া হ'লেও আমি তা পসন্দ করব না। সেই সূরাটি হ'ল 'ইন্না ফাতাহনা লাকা' অর্থাৎ সূরা ফাত্হ'।[৩১]

[চলবে]

---

২৩. *মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায় হা/৩৯৫।*
২৪. *মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায় হা/৩৯৪।*
২৫. *মুসলিম 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়।*
২৬. *মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৭৮০; তিরমিযী, ৫/১০৫ পৃঃ, হা/২৮১২; হাকেম ২/৩১২ পৃঃ, হা/৩০৮৮, 'তাফসীর' অধ্যায়।*
২৭. *তিরমিযী, ৫/১৪৫ পৃঃ, হা/৭৭৭; মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৩১২ পৃঃ, হা/৩০৮৬; ছহীহুত তারগীব ২/১৮৩ পৃঃ, হা/১৪৬১-৬২।*
২৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান ২/৫৯ পৃঃ, হা/৭৭৬; ছহীহুত তারগীব ২/১৮৪ পৃঃ, হা/১৪৬৪।*
২৯. *হাকেম ২/৪৩৪ পৃঃ, হা/৩৪৫০; বায়হাক্বী, ৩/২৪৯ পৃঃ, হা/৫৯৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭০।*
৩০. *হাকেম ১/৭৬৬ পৃঃ, হা/২১২৫; দারেমী, ২/৪৫৪ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭১।*
৩১. *বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৪৮৩৩।*

মাহে শা'বান ও শবেবরাত

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

মাহে শাবানের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

মাহে শা'বান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মাসের প্রায় অধিকাংশ দিনই ছিয়াম পালন করতেন। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,

يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَاتَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ-

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি শা'বান মাসে যেভাবে (অধিকহারে নফল) ছিয়াম পালন করেন ঐ রকম অন্যান্য মাসে তো আপনাকে আমি ছিয়াম পালন করতে দেখি না! তিনি বললেন, এটা রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যা থেকে মানুষ উদাসীন। এটা এমন একটি মাস যে মাসে (বান্দাদের) আমল সমূহ সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট পেশ করা হয়। অতএব আমি পসন্দ করি, যেন আমার আমল ছিয়াম পালনকারী অবস্থায় পেশ করা হয়'।[১]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَيَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন (নফল) ছিয়াম পালন করা আরম্ভ করতেন, তখন তা ধারাবাহিকভাবে পালন করেই যেতেন। এমনকি আমরা বলতাম, (হয়তো) তিনি আর তা ভঙ্গ করবেন না। আবার যখন তিনি ছিয়াম ভঙ্গ করতেন, তখন ধারাবাহিকভাবে ভঙ্গ করেই যেতেন। এমনকি আমরা বলতাম, (হয়তো) তিনি আর ছিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে সারা মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। আমি তাকে শা'বান মাসেই অধিক (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখেছি'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট শা'বান মাসেই (নফল) ছিয়াম রাখা বেশী প্রিয় ছিল'।[৩] অতএব এ মাসে বেশী বেশী ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে অর্ধ শা'বানের পর ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[৪] তবে যাদের চিরাচরিত অভ্যাস রয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। যেমন কারো যদি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বা প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়াম রাখার অভ্যাস থাকে, তাহ'লে তারা শা'বানের অর্ধেক হয়ে গেলেও ছিয়াম পালন করতে পারেন।[৫]

প্রচলিত শবেবরাতঃ

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতকে আমাদের দেশীয় পরিভাষায় শবেবরাত বলা হয়। 'শব' আরবী শব্দ নয়; বরং এটি ফারসী শব্দ। যার অর্থ হ'ল রাত। 'বরাত' শব্দটি মূলে ছিল 'বারাআত'। আরবী এ শব্দটির অর্থ মুক্তি। সুতরাং দু'টি শব্দ মিলে শবেবরাত অর্থ হ'ল 'মুক্তির রাত'। এ রাতে আল্লাহ মানুষের গুনাহ সমূহ মাফ করে থাকেন, পাপী-তাপীদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করে থাকেন, এসব ধারণা থেকেই এ রাতের নাম 'শবেবরাত' রাখা হয়েছে।

শবেবরাতকে ঘিরে কতিপয় বিশ্বাস ও পর্যালোচনাঃ

(১) **প্রথম বিশ্বাসঃ** এ রাতে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।

পর্যালোচনাঃ

উক্ত বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয় إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ 'আমি কুরআনকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি' *(দুখান ৩)*।

তাদের মতে এই বরকতপূর্ণ রাতই হ'ল শবেবরাতের রাত। কতিপয় বিদ্বান অত্র আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। অথচ এ ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণীয় নয়। কেননা হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হ'ল 'লায়লাতুল ক্বদর' বা ক্বদরের রাত। যেমন সূরা ক্বদরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রাতে' *(ক্বদর ১)*।

** দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *নাসাঈ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/২৩১৭, হাদীছটিকে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুত তারগীব ও তারহীব, হা/১০২২।*

২. *বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৮৩৩।*

৩. *আহমাদ, তাবারানী, হাদীছ হাসান, দ্রঃ ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১০২৩।*

৪. *আহমাদ, হা/৯৩৩০; আবুদাঊদ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৯৯০; তিরমিযী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/৬৬৯; ইবনু মাজাহ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৬৪১; ইবনু হিব্বান, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৩৯৭।*

৫. *আবুদাঊদ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৯৮২; নাসাঈ 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/২১৪৫।*

আর লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরের রাত হ'ল রামাযান মাসে, অন্য মাসে নয়। যেমন সূরা বাক্বারায় মহান আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ أُنْـزِلَ فِیْـهِ الْقُـرْآنُ 'রামাযান সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। এরপর হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যারা উক্ত বরকতময় রাত বলতে অর্ধ শা'বানের রাত বলেন, তারা সঠিকতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন। কারণ কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সে রাতটি রামাযানেই বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন, 'এক শা'বান থেকে আরেক শা'বান পর্যন্ত মানুষের আয়ুষ্কাল চূড়ান্ত করা হয়। এমনকি সে ব্যক্তি বিয়ে-শাদী করে, তার সন্তানও জন্ম লাভ করে, অথচ তার নাম মৃতদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে' মর্মের হাদীছটি মুরসাল। আর এ ধরনের মুরসাল হাদীছ দ্বারা কুরআন হাদীছের দ্ব্যর্থহীন বাণীর বিরোধিতা করা যায় না।[৬]

(২) **দ্বিতীয় বিশ্বাসঃ** এ রাতের শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন বান্দাদেরকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, রিযিক... প্রভৃতি তলব করার প্রতি আহ্বান জানান এবং কলব গোত্রের ছাগলের লোম সংখ্যা অপেক্ষা অধিক লোককে ক্ষমা করে থাকেন।

পর্যালোচনাঃ

এ মর্মে বর্ণিত সব ক'টি বর্ণনাই যঈফ বা জাল। এ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং সকল বান্দাহকে ক্ষমা, রিযিক প্রভৃতি চাওয়ার প্রতি আহ্বান করার হাদীছটি সুনানু ইবনে মাজায় জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصَفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوا لَيْلَهَا وَصُوْمُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِى فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ–

আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমিয়েছেন, 'যখন অর্ধ শা'বানের রাত হয়, তখন তোমরা সেই রাতে ক্বিয়াম করবে এবং দিনে ছিয়াম পালন করবে। কারণ মহান আল্লাহ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর সেই রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করতঃ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন, আছে কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আছে কি কেউ রিযিক তলবকারী, আমি তাকে রিযিক দান করব। আছে কি কোন অসুস্থ (বা বিপদগ্রস্ত) ব্যক্তি, আমি তাকে সুস্থ (বা বিপদমুক্ত) করে দিব। আছে কি কেউ এ রকম ব্যক্তি? আছে কি কেউ এরকম ব্যক্তি'?[৭]

হাদীছটির সনদ পর্যালোচনাঃ

উল্লিখিত হাদীছের সনদে ইবনু আবী সাবরাহ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে। সে হাদীছ জাল করত (দ্রঃ আহকামু রজব ওয়া শা'বান) হাফেয ইবনু হাজার তাকে যঈফ বলেছেন (তাক্বরীব)।

এ হাদীছের সনদে মু'আবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর নামক আরেকজন রাবী রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, সে একজন মাকবুল রাবী। তিনি এই পরিভাষা যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তার হাদীছ অন্যের দ্বারা বর্ণিত না হ'লে তা গ্রহণ করা যায় না (তাক্বরীব)।

এতদসত্ত্বেও হাদীছটি ছহীহ হাদীছ বিরোধী। ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এসে অনুরূপভাবে বান্দাহদেরকে আহ্বান করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ, مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَلَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহান প্রতিপালক (আল্লাহ) রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করতঃ বলতে থাকেন, কে আমার নিকট দো'আ করবে, আমি তার দো'আ কবুল করব। কে আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব'।[৮]

কলব গোত্রের ছাগল সমূহের লোক সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে এই রাতে ক্ষমা করে দেওয়া হয় মর্মে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

৬. *দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর (দারু ত্বাইয়েবাহ), তাহক্বীক্বঃ সামী ঈসা, ৭/২৪৫-২৪৬ পৃঃ।*

৭. *ইবনু মাজাহ, 'ছালাত প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়, হা/১৩৭৮।*

৮. *বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/১০৭৭; মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১২৬১; আহমাদ, হা/৭১৯৬; আবুদাঊদ, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/১১২০; তিরমিযী 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৩৪২০; 'সুন্নাহ' অধ্যায়, হা/৪১০৮; ইবনু মাজাহ 'সুন্নাহ' অধ্যায়, হা/১৩৫৬।*

Contents

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ–

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অর্ধ শা'বানের রাতে অবতরণ করতঃ কলব গোত্রের ছাগলের লোক সংখ্যার অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন'।[৯]

সনদ পর্যালোচনাঃ

হাদীছটির সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন,

حَدِيْثُ عَائِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ وسَمِعْت مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ–

'আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছটি হাজ্জাজের সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কথা আমরা জানি না। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে এই হাদীছটি যঈফ বলতে শুনেছি। তিনি (তিরমিযী) বলেন, হাদীছের অন্যতম রাবী ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর উরওয়াহ থেকে (হাদীছটি) শুনেননি। আর হাজ্জাজ বিন আরত্বাতও ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর থেকে শ্রবণ করেননি'।[১০]

(৩) **তৃতীয় বিশ্বাসঃ** এ রাতে মৃত আত্মীয়-স্বজনের রূহগুলি ছাড়া পেয়ে দুনিয়ায় নেমে এসে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে।

জওয়াবঃ এটি একটি অবাস্তব ধারণা, যা কুরআনের সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা মৃতদেহ সম্পর্কে বলেন, وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ، 'তাদের (মৃতদের) পিছনে পর্দা রয়েছে। পুনরুত্থান অবধি তারা সেখানেই থাকবে' *(মুমিনূন ১০০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ، 'যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের (দুনিয়ায়) ফিরে না আসা অবধারিত' *(আম্বিয়া ৯৫)*।

(৪) **চতুর্থ বিশ্বাসঃ** এ রাত্রে মানুষের ভাল-মন্দ ভাগ্য রেজিস্ট্রার লিখা হয়।

জওয়াবঃ একথার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং এ কথাটিও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী বক্তব্য। আল্লাহ বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ–

'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়। আছে ছোট বড় সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫২-৫৩)*।

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনিল আছ-এর সূত্রে বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ–

'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম, 'তাক্বদীর' অধ্যায়, হা/৪৭৯৭; মিশকাত হা/৭৯)*।

তাছাড়া যে আয়াতের উপর ভিত্তি করে অর্ধ শা'বানের রাতে ভাগ্যের ভাল-মন্দ রেজিষ্ট্রার লিখার কথা বলা হয়, সে আয়াতটি লাইলাতুল ক্বদরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আয়াতটি হচ্ছে, فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ 'উহার মাঝে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বস্তু বন্টন করা হয়'। এ আয়াতটি শবে ক্বদরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শবেবরাতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এর ব্যাখ্যা হ'ল- লাওহে মাহফূযে যা সংরক্ষিত রয়েছে, তা থেকে সংশ্লিষ্ট বছরের বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে শবে ক্বদরে বা কদরের রাতে চূড়ান্ত করা হয় কিংবা দায়িত্বশীল বিভিন্ন ফিরিশতা মণ্ডলীকে অবহিত করা হয়।

(৫) **পঞ্চম বিশ্বাসঃ** শবেবরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল। এজন্য তিনি শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা স্বরূপ হালুয়া-রুটি খেতে হবে।

জওয়াবঃ এ যুক্তিটি হাস্যকর। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গেছিল ওহুদ যুদ্ধে। আর এ যুদ্ধ শা'বান মাসে হয়নি; বরং তা হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়।[১১] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গল শাওয়াল মাসে। আর আমরা শাওয়াল মাস আসার কয়েক মাস আগেই সেই দাঁত ভাঙ্গার ব্যথা অনুভব করে হালুওয়া-রুটি খাচ্ছি! একেই উর্দূতে বলে 'নাখুন

৯. *তিরমিযী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/৬৭০; ইবনু মাজাহ, 'ছালাত' অধ্যায়, হা/১৩৭৯; আহমাদ, হা/২৪৮২৫।*
১০. *তিরমিযী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/৬৭০-এর আলোচনা দ্রঃ।*

১১. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরুতঃ ১৯৮৫), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০১-২০২ এর বরাতে শবেবরাত, পৃঃ ৫।*

কাটকে শহীদ হোনা’। অর্থ- নখ কেটে শহীদ হওয়া বা শহীদ হওয়ার দাবী করা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত যুদ্ধে ভেঙ্গেছিল। এটা তাঁর অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই ঐ কারণে কারো ইচ্ছাপূর্বক নিজ দাঁত ভাঙ্গা বা সেজন্য হালুয়া-রুটি খাওয়া একেবারেই অযৌক্তিক।

(৬) **ষষ্ঠ বিশ্বাসঃ** এ রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘বাকী’ কবরস্থান যিয়ারত করেছিলেন। এজন্য আমাদেরকেও কবর যিয়ারত করতে যেতে হবে।

জওয়াবঃ এ মর্মে ইবনু মাজাহ (হা/১৩৮৮) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। তাছাড়াও ছহীহ মুসলিমে উল্লিখিত একটি হাদীছ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু অর্ধ শা‘বানের রাতে বা শবেবরাতে নয়; বরং বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রাতে ঐভাবে মাঝে মধ্যে ‘বাকী’ কবরস্থান যিয়ারত করতে যেতেন।-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ–

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার রাত যাপনের পালা আসত, তখনই তিনি শেষ রাতের দিকে ‘বাক্বী’ কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বের হ’তেন এবং সেখানে গিয়ে বলতেন, *‘আসসালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমিম মুমিনীন, ওয়া আতাকুম মা তু‘আদূনা, গাদান মুওয়াজ্জালূন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন, আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাক্বী‘ইল গারক্বাদি’।* অর্থঃ ‘হে কবরবাসী মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, তা তোমাদের নিকট এসে গেছে। আর আমরা আগামী দিনের জন্য বিলম্বিত। আল্লাহ চাইলে অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব। হে আল্লাহ! আপনি গারক্বাদ (কবর) বাসীদেরকে ক্ষমা করুন’।[১২]

উক্ত ছহীহ হাদীছ থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধুমাত্র শা‘বানের রাত্রে খাছভাবে কবর যিয়ারতে বের হ’তেন না; বরং বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রাতে তিনি ঐরূপ করতেন। অতএব ইবনু মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ হওয়ার পাশাপাশি তা ছহীহ

১২. *মুসলিম, ‘জানাযা’ অধ্যায়, হা/১৬১৮।*

হাদীছেরও বিরোধী। সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা কবর যিয়ারত প্রমাণ করা জঘণ্যতম মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারত সহ যেকোন ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকানুযায়ী হ’তে হবে। নতুবা শ্রম বিফলে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা পরিপন্থী কোন কাজ করার অর্থই হ’ল বিদ‘আত করা, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সমস্ত বিদ‘আতই হ’ল ভ্রষ্টতা, আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[১৩]

সপ্তম বিশ্বাসঃ গুনাহ মাফের জন্য এ রাতে একশ রাক‘আত ছালাত পড়তে হয় এবং তার পরের দিন ছিয়াম পালন করতে হয়।

মন্তব্যঃ একশত রাক‘আত ছালাত পড়া সংক্রান্ত সমস্ত হাদীছই জাল বা বানাওয়াট। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কিছুই প্রমাণিত নেই।[১৪]

একশ রাক‘আত ছালাত পড়ার বিদ‘আতটি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং তাদের উপর সর্দারী করা ও পেটপূর্তি করার একটি ফন্দি এঁটেছিলেন মাত্র। এই বিদ‘আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার, পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।[১৫]

উল্লেখ্য যে, উক্ত রাত্রে নির্দিষ্ট করে একশত রাক‘আত ছালাত পড়ার শারঈ কোন ভিত্তি না থাকলেও তাতে ছালাত পড়ার হিড়িক পড়ে যায়। এমনকি যারা ফরয ছালাতের মোটেই ধার ধারে না, তারাও এই রাতে ওযূ-গোসল করে একশত রাক‘আত ছালাত পড়ার জন্য মসজিদে এসে ভীড় জমায়। মূলতঃ যেটা সুন্নাত নয়, নফলও নয়, অথচ ফরয বাদ দিয়ে সেটিকেই আকড়ে ধরা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ হ’তে পারে?

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণনা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين–

‘যে ব্যক্তি এমন হাদীছ বর্ণনা করে, যে সম্পর্কে তার ধারণা যে তা মিথ্যা হ’তে পারে, তবে সে মিথ্যুকদের দলভুক্ত বা দুই মিথ্যুকের এক মিথ্যুক’।[১৬]

১৩. *নাসাঈ হা/১৫৭৮।*
১৪. *আল্লাআলিল মাসনূ‘আহ, আহকাম রজব ও শা‘বান, পৃঃ ৪৩।*
১৫. *মিরক্বাত (দিল্লীঃ তাবি) ‘ক্বিয়ামু শাহরে রামাযান’ অধ্যায়, টীকা সংক্ষেপায়িত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-১৯৮; গৃহীতঃ ডঃ গালিব প্রণীত শবেবরাত, পৃঃ ১০।*
১৬. *মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ ১/৬২পৃঃ; তিরমিযী, হা/২৬৬২; ইবনু মাজাহ, মুক্বাদ্দামা, হা/৪১; ইবনু হিব্বান, হা/২৯।*

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِى يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِى النَّارِ– ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, তার জন্য জাহান্নামে বিশেষ একটি ঘর নির্মাণ করা হবে’।[১৭]

তিনি আরো বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارَ। ‘যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার বসার স্থান নির্ধারণ করে নিল’।[১৮]

আলী (রাঃ) বলেন, হে জনগণ! আপনারা লক্ষ্য করুন, কার থেকে এই ইলম গ্রহণ করছেন? কারণ এটা দ্বীনের বিষয়।[১৯] একথাটি ছাহাবীদের মধ্য হ’তে আবু হুরায়রা ও আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। অনুরূপ কথা বহু তাবেঈ থেকেও বর্ণিত আছে। এছাড়া একাধিক ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ইবনু আদী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শ্রুত বিষয়ে কম-বেশী করে ফেলার ভয়ে তাঁর কতিপয় ছাহাবী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হ’তে বিরত থাকতেন ও অসুবিধা বোধ করতেন। আর তাঁরা এটা এজন্যই করতেন যাতে করে তাঁরা নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণী (من كذب على...) -এর অন্তর্ভুক্ত না হন।

শবেবরাতের দিনে ছিয়াম রাখার প্রমাণঃ

এক্ষেত্রে প্রধানতঃ দু’টি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। যথা-

প্রথম হাদীছঃ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوا لَيْلَهَا وَصُوْمُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِّى فَأَغْفِرُ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيْهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ–

‘মধ্য শা‘বানের রাত এলে তোমরা রাতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর...’।[২০]

জওয়াবঃ এ হাদীছের সনদে ইবনু আবী সাবরাহ নামক বর্ণনাকারী রয়েছে, সে হাদীছ জাল করত *(দ্রঃ আহকামু রজব ওয়া শা‘বান)*। ইতিপূর্বে হাদীছটির সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হাদীছঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ–

ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সুরারে শা‘বানের ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু’টির কাযা আদায় করতে বললেন’।[২১]

জওয়াবঃ জমহূর বিদ্বানগণের মতে সুরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা‘বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা‘বানের ছিয়াম দু’টি বাদ দেন। সে কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের কাযা আদায় করতে বলেন।[২২] সুতরাং এ হাদীছের সাথেও প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রিয় পাঠক! যে শবেবরাতের পিছনে এত কিছুর আয়োজন, যার জন্য সরকারী ছুটি পর্যন্ত দেয়া হয়। যার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। পটকাবাজী, আতশবাজী করা হয়। বিদ‘আতী তরীকার যিকিরের ফলে মসজিদগুলি গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। অথচ এ রাতের ভিত্তি কতটুকু মযবূত? সুতরাং আসুন, প্রচলিত এই বিদ‘আত থেকে নিজে সতর্ক হই এবং অপরকেও সতর্ক করি। নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযামের কেউই শবেবরাতের উক্ত অনুষ্ঠান উদযাপন করেননি। এটা কোন কল্যাণ বা নেকীর কাজ হ’লে অবশ্যই তাঁরা আমাদের বহু আগে তা উদযাপন করতেন।

অতএব আসুন, সর্বপ্রকার শির্ক, বিদ‘আত, কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সালাফে ছালেহীনের পথ ধরে একমাত্র আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ করি। গ্রহণ করি

---

১৭. *মুসনাদু আহমাদ, হা/৪৫১২, ৫৫৩৬, ৬০২৭।*

১৮. *বুখারী, ‘জানাযা’ অধ্যায়, হা/১২০৯; ‘আদব’ অধ্যায়, হা/৫৭২৯, ‘নবীদের ঘটনা’ অধ্যায়, হা/৩২০২; মুসলিম, ভূমিকা, হা/৪, ৫, হাদীছটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। দ্রঃ ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫১৯।*

১৯. *দ্রঃ ইবনু আদী, কামেল ১/১৫৬ পৃঃ; আল-খত্বীব ফিল কেফায়াহ পৃঃ ১৪৯।*

২০. *ইবনু মাজাহ, ‘ছালাত প্রতিষ্ঠা’ অধ্যায়, হা/১৩৭৮।*

২১. *ছহীহ মুসলিম, ইমাম নবাবীর ব্যাখ্যা সহ ১/৩পৃঃ।*

২২. *ছহীহ মুসলিম, ইমাম নবাবীর ব্যাখ্যা সহ১/৩৬৮, দ্রঃ শবেবরাত পৃঃ ১০।*

মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আমাদের একমাত্র আদর্শ হিসাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শই হ'ল উত্তম আদর্শ। তাঁর আদর্শই আমাদের জন্য ইহ ও পরকালে যথেষ্ট হবে, যদি আমরা প্রকৃত অর্থে সুন্নাতপন্থী হই।

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا–

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের আশাবাদী' *(আহযাব ২১)*।

তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا–

'আর যে কেউ আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ নে'মত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হ'লেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হ'ল উত্তম' *(নিসা ৬৯)*।

তিনি আরো বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

(হে নবী!) 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহা ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়' *(আলে ইমরান ৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى، 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করল'।[২৩]

অপরদিকে সুন্নাত পরিপন্থী আমলকারীর পরিণতি ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِىْ النَّارِ– 'সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম'।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেননি, করতেও বলেননি, করার প্রতি মৌন সমর্থনও দেননি, ছওয়াব মনে করে এমন কাজ করাই হ'ল বিদ'আত। এর পরিণাম ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতকারীর তওবা কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিদ'আত পরিত্যাগ না করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিদ'আতকারী থেকে তওবা পর্দা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত সে বিদ'আত পরিত্যাগ না করবে'।[২৫] বিদ'আত চর্চা করা ঘোরতর অপরাধ। কারণ এতে করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মাতব্বরী করা হয়। রেসালাতের দায়িত্ব পালন ঠিকভাবে করেননি, এই জঘন্য অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত তৈরী করে তাকে উত্তম মনে করল, সে এই ধারণাই করল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রেসালতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করে গেছেন।[২৬] যদি সে এ ধারণাই না করে, তবে বিদ'আত সৃষ্টি করতে যাবে কেন? তার জন্য তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকাই যথেষ্ট। জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, হিলবাসী কোথা থেকে (হজ্জ্ব ও উমরার) ইহরাম বাঁধবে? ইমাম মালিক বললেন, যুল হুলায়ফা থেকে ইহরাম বাঁধবে, যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহরাম বাঁধতেন। লোকটি বলল, আমি তো ইচ্ছা করেছি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বরের নিকট থেকে ইহরাম বাঁধব? ইমাম মালক বললেন, এমনটি কর না, কারণ আমি তোমার উপর ফিৎনার আশঙ্কা করছি। লোকটি বলল, আমি মীক্বাত থেকে আরো দূর তথা মসজিদে নববী হ'তে ইহরাম বেঁধে ছওয়াব বেশী পাব, এতে আবার ফেৎনার কি রয়েছে? ইমাম মালেক বললেন, এর চেয়ে আর বড় ফেৎনা কি হ'তে পারে যে, তুমি মনে করছ এমন একটি কল্যাণময় কাজের সন্ধান পেয়েছ, যার সন্ধান স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও পাননি?[২৭]

উল্লেখ্য যে, অনেকে বলে থাকে, শবেবরাত উদযাপন করা বিদ'আত, কিন্তু বিদ'আত তো দুই প্রকার (১) বিদ'আতে হাসানাহ বা উত্তম বিদ'আত (২) বিদ'আতে সাইয়্যেআহ বা

---

২৩. *বুখারী, 'কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, হা/৬৭৩৭।*

২৪. *নাসাঈ, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়, হা/১৫৭৮; ইবনু খুযায়মা, 'জুম'আহ' অধ্যায়, হা/১৭৮৫।*

২৫. *ত্বাবারানী, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫১, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৬২০।*

২৬. *ইমাম শাতেবী আল ই'তিছাম, আর রাদ্দু আলা মুহাসসিনিল বিদা' প্রভৃতি।*

২৭. *ইমাম শাতেবী, আল ইতিছাম আল ওয়াজীয ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয।*

Contents

মন্দ বিদ‘আত। অতএব এটা বিদ‘আত হ’লেও মন্দ বিদ‘আত নয়; বরং উত্তম বিদ‘আত বা বিদ‘আতে হাসানাহ। তারা আরো বলে, শবেবরাতের উক্ত অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায়, ছাহাবীদের যামানায় তাদের মাধ্যমে উদযাপিত না হওয়ার জন্য যদি বিদ‘আত হয়, তবে কেন আমরা বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ প্রভৃতিতে চড়ি? এগুলোও বিদ‘আত! এগুলো কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল?

বিদ‘আতকে উক্ত দুই ভাগে ভাগ করাও একটি বিদ‘আত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এ ধরনের বিভাজন আদৌ প্রমাণিত নেই। বরং তিনি সমস্ত বিদ‘আতকেই ভ্রষ্টতা বলেছেন। তিনি বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِىْ النَّارِ، ‘সমস্ত বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম’।[২৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ‘সমস্ত বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে ধারণা করে’।[২৯]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসানাহ বা উত্তম (ছালাত, ছিয়াম) গুলিকেও উম্মত থেকে বহির্ভূত হওয়ার কারণ বলেছেন, যদি তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত না হয়। স্মরণ করুন, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত তিন ছাহাবীর কথা, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদতের পদ্ধতি ও ত্বরীক্বাহ সহ বিস্তারিত বিরবণী শুনতে এসেছিলেন। অতঃপর একজন বলেছিলেন, আমি জীবনে যতদিন বেঁচে থাকব (ততদিন ঘুম পরিত্যাগ করে) সারা রাত নফল ছালাত আদায় করে কাটাব। দ্বিতীয় জন বলেছিলেন, সারা জীবন ছাওম পালন করব। তৃতীয় জন বলেছিলেন, আমি স্ত্রী গ্রহণ করব না। যার অর্থ এই ছিল যে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র জন্য করবে। এদের আমলের চেয়ে আর কার আমল উত্তম হ’তে পারে!? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে এই আমলগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, এই আমলগুলো আমার সুন্নাত বিরোধী। আর যে ব্যক্তি আমার ত্বরীক্বা বিরোধী আমল করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়’।[৩০]

রাসূল (ছাঃ) করতেন এমন আমলগুলোও যদি উম্মাত থেকে বহিষ্কারকারী হয়, শুধু পরিমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক হওয়ার কারণে। তাহ’লে যে আমলগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন দিনই করেননি, তা কি করে শরী‘আত সমর্থিত ও হাসানাহ হ’তে পারে? নিঃসন্দেহে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী‘আতের দৃষ্টিতে জঘণ্যতম পথভ্রষ্টকারী বিদ‘আত বটে।

২৮. *নাসাঈ, হা/১৫৭৮; ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৭৮৫।*
২৯. *ইমাম আলবানী, ‘ছালাতুত তারাবীহ’ পৃঃ ৮১ সনদ হাসান।*
৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫।*

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল তথাকথিত কিছু আলেম বিবেকের নিকট হাসান (উত্তম) কাজগুলোকে শরী‘আতের দৃষ্টিতেও হাসানাহ ধরে নিয়ে ধর্মের ভিতরে বিদ‘আতের পাহাড় রচনা করে যাচ্ছে। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত সতর্কবাণী ভুলে গেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ،

‘যে ব্যক্তি কোন আমল করবে, যে আমলের ব্যাপারে আমাদের (কুরআন ও ছহীহ হাদীছে) নির্দেশ নেই, সে আমল পরিত্যাজ্য’।[৩১]

বাস, ট্রেন, উড়োজাহায প্রভৃতি শরী‘আতের পরিভাষায় বিদ‘আত নয়। কেননা এগুলোতে কেউ ছওয়াবের আশায় চড়ে না। এগুলোকে দ্বীনের কোন অংশও মনে করা হয় না। কাজেই এগুলো বিদ‘আত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধুমাত্র দ্বীনের ক্ষেত্রে নবোদ্ভাবিত বিষয়গুলিকেই বিদ‘আত বলেছেন। তিনি বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، ‘যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৩২]

প্রকাশ থাকে যে, শবেবরাতের এ আয়োজন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সহ অনারব দেশগুলিতেই বেশী দেখা যায়। আরব জাহানে এর কোন প্রচলন নেই বললেই চলে। বিশেষ করে সঊদী আরবে (যেখান থেকে সর্বপ্রথম ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে) এই শবেবরাতের অস্তিত্বই দেখা যায় না। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার ইমামগণ একদিনও শবেবরাত উদযাপনের প্রতি জনগণকে দাওয়াত দেন না। কারণ তাঁরা ভাল করেই জানেন, এটা দ্বীনে নবাবিষ্কৃত একটি অনুষ্ঠান, যা স্পষ্ট বিদ‘আত।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটি ভালভাবেই পরিস্ফূট হয়েছে যে, শবেবরাতের নামে প্রচলিত অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, মহামতি ইমাম চতুষ্টয়সহ গবেষক বিদ্বান, কারো থেকেই প্রমাণিত নেই। সুতরাং এটা নিছক বিদ‘আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অতএব আসুন! এই সমস্ত বিদ‘আত বর্জন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মুতাবেক আমল করি। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দিন এবং যাবতীয় বিদ‘আত হ’তে নিরাপদে রাখুন- আমীন!!

৩১. *বুখারী, সনদ বিহীনভাবে, মুসলিম সনদ সহকারে হা/১৭১৮।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও বাংলার মুসলমান ঃ একটি পর্যালোচনা

*এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজকের দিনেও যে ঐ ধারণা একেবারে নির্মূল হয়েছে তা হলফ করে বলা যাবে না। কেননা এখন পর্যন্ত কোন কোন মুসলিম সমাজে জুম'আর দিনে আযানের পর ইমাম ছাহেব মিম্বরে উঠে খুৎবায় দাঁড়িয়ে আরবী ছাড়া বাংলায় কথা বলেন না। অথচ খুৎবার অর্থই হ'ল নছীহত বা উপদেশ। আর নছীহত যাদের উদ্দেশ্যে করা হবে, তাদের বোধগম্য ভাষাতে তা হওয়াটাই শরী'আত সম্মত।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের প্রেক্ষাপটের এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদেশের মুসলমানরা ধর্মের নামে নানামুখী লোকাচারে বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত; যা আগেও ছিল, এখনও আছে। যেগুলো আদৌ ইসলাম সমর্থন করে না। আর মুসলিম সমাজে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবই এর অন্যতম কারণ। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের নামে যে সকল রসম-রেওয়াজ চলে আসছে, তার মধ্যে বহু ভুল তথা ইসলামের প্রকৃত বিধানের সাথে বৈপরীত্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

অপরদিকে এই আধুনিক যুগে এসেও আমরা দেখতে পাই, এদেশে শতকরা ৪০ জনের বেশী লোক শিক্ষিত হ'লেও তার মধ্যে মাদরাসা শিক্ষিতের হার অতি নগণ্য। আর ঐ নগণ্যসংখ্যক মাদরাসা শিক্ষিত লোকের মধ্যে কুরআন ও হাদীছের ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন আলেমের সংখ্যা আরো নগণ্য। হয়তবা সমগ্র জনগোষ্ঠীর শতকরা একভাগও হবে কি-না সন্দেহ। তাহ'লে বৃটিশ বা মোগল আমলে এই সংখ্যা কেমন ছিল, সেটা সহজেই অনুমেয়? আর তাদের বেশিরভাগ ছিলেন হয় উর্দু, না হয় ফার্সী অথবা অন্য ভাষাভাষী। কুরআন হাদীছের ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন যে মুষ্টিমেয় কতিপয় বাঙালী আলেম ছিলেন, তাদের বাংলা ভাষাজ্ঞান তেমন না থাকায় তারা নিজেরা কুরআন-হাদীছ যা বুঝতেন, তা যথাযথভাবে জনগণকে বুঝাতে পারতেন না। অথচ দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সমস্যা তো আর থেমে ছিল না, আজও নেই। ফলে এলাকার লোককে বিভিন্ন সমস্যায় স্থানীয় মক্তব বা মসজিদের ইমাম ছাহেবের নিকটে সমাধানের জন্য ছুটে যেতে হ'ত। তখন ঐ অল্প শিক্ষিত ইমাম ছাহেব উদ্ভূত সমস্যার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত যে সমাধান দিতেন, তাই ইসলামের ফায়ছালা মনে করে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে তা পালন করত। অনেকে আজো করে চলেছে। এদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আজকের বাঙালী মুসলিম সমাজে এই অবস্থা একেবারে নির্মূল না হ'লেও অনেক উন্নতি যে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন পবিত্র কুরআন ও কুতুবুস সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছের কিতাব ও প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থগুলোর মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ বের হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে এদেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অতি সহজে নিজের ধর্মীয় বিষয়বস্তু আপন মাতৃভাষায় ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। ইতিপূর্বে যেখানে কোন সাধারণ মাসআলা বা দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় ইসলামের যেসব বিধান আছে, তা জানার প্রয়োজনে কোন না কোন আলেমের শরণাপন্ন হ'তে হ'ত। সেক্ষেত্রে ঐ আলেম যদি কোন ভুলও বলতেন, তবুও সে ভুল সিদ্ধান্তকেই ইসলাম মনে করে মেনে চলা ছাড়া তাদের বিকল্প কোন উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু কুরআন ও হাদীছ বাংলায় অনূদিত হয়েছে; সেহেতু যেকোন শিক্ষিত ব্যক্তিও ইচ্ছা করলে কোন আলেমের শরণাপন্ন না হয়েও ব্যক্তি বা পারিবারিক জীবনের প্রায় সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীছ থেকে সমাধান বের করতে পারেন। এমনকি সমাজে ইসলামের নামে আগে থেকে প্রচলিত কার্যাবলীর সবগুলোই ইসলাম কি-না তাও যাচাই-বাছাই করা তাদের পক্ষে সম্ভব। সাথে সাথে ইসলামকে নিয়ে আগের তুলনায় বর্তমান সমাজের আলেমদের মধ্যেও ব্যাপক এবং বহুমুখী গবেষণা শুরু হয়েছে। যে কারণে বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিনির্ভর প্রগতিবাদী ব্যক্তিরাও ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। সাথে সাথে ধর্মানুরাগী সাধারণ মানুষেরাও কুরআন-হাদীছের অনুবাদ সংগ্রহ করে মুসলমানের দৈনন্দিন আমল তথা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য নিজের গৃহে বসে অধ্যয়ন শুরু করে দিয়েছে। কুরআন-হাদীছ বঙ্গানুবাদ হওয়ায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা তাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের আমল ও আক্বীদার মধ্যে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ছিল বা আছে, তা সহজেই তারা নিজেরাই সংশোধন করে নিতে পারছে।

তবে এক্ষেত্রে একটা সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মাঝে-মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করছে। তাহ'ল সমাজের সাধারণ শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো যখন নিজেদের মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করে দেখছেন যে, বর্তমান সমাজে ধর্মের নামে যেসকল আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তার

** পি-এইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

অধিকাংশের সাথে কুরআন ও হাদীছ তথা ইসলামের কোনরূপ দূরতম সম্পর্কও নেই। এমনকি ছালাত-ছিয়ামের মত অবশ্য পালনীয় দৈনন্দিন ইবাদতের ক্ষেত্রেও এটা অনেকাংশে প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় যখন একশ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ অজ্ঞতাবশতঃ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভুল-ত্রুটিগুলো কুরআন ও হাদীছ তথা অহি-র আলোকে সংশোধনের জন্য এগিয়ে আসছে, ঠিক তখনই ঐ সমাজের মানুষগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এক শ্রেণীতে থাকছে সমাজের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অতিমাত্রায় ধর্মাবেগী অন্ধ অনুসারীরা। যারা বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে এ ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার কাজকে বাধা প্রদান করে থাকে, যা একেবারে জাহেলী যুগের ইহুদী-নাছারাদের আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজের ঐ সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সামনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল পেশ করার পরও তারা বলতে চায়, আমাদের বাপ-দাদারা কি কম বুঝতেন? আমরা তাদেরকে এরকম করতে দেখেছি। সুতরাং আমরাও তার ব্যতিক্রম করতে চাই না। আমাদের এলাকায় অমুক বড় আলেম ছিলেন, দশ গ্রামের লোক যাকে এক নামে চিনত, তিনিও এটা করে গেছেন। তাহ'লে কি তিনি ভুল করে গেছেন? অথচ এই কথাগুলো হুবহু আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে তৎকালীন কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আচরণকে ইহুদী-নাছারাদের আচরণের সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ–

'যখন তাদেরকে (ইহুদী-নাছারাদেরকে) আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখন তারা বলে আমরাতো সেটারই অনুসরণ করব যাতে আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না এবং তারা হেদায়তপ্রাপ্তও ছিল না' *(বাক্বারা ১৭০)*।

সমাজে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে, আমাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও অনুসরণের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং আমার বাপ-দাদা কি করে গেছেন, আমি দীর্ঘ জীবনে কি করে এসেছি সেটা বড় কথা নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইসলাম সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, সেটাই আমাদের নিকটে বড় কথা। যদিও তা তাদের বাপ-দাদা, সমাজ বা নিজ অভ্যাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থীও হয়।

এমতাবস্থায় আপনি একজন মুসলমান হয়ে কোন্ দলভুক্ত হবেন, সেটা একান্তভাবে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা ধর্মীয় বিষয়ের সাথে দুনিয়াবী যিন্দেগীর যে সম্পর্ক আছে, তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক আছে পরকালীন যিন্দেগীর। প্রত্যেক মুমিনের জন্য পরকালীন যিন্দেগীটাই হ'ল আসল। আর পরকালীন জীবনের সব সফলতার মূল কথা হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কোন ব্যক্তি যদি ইহকালীন জীবনের কৃতকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন, তাহ'লে তার জীবনে এর চেয়ে বড় অর্জন আর কি হ'তে পারে? আর পরকালীন জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যেকোন মানুষের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে। তা হ'ল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহী' নির্দ্বিধায় ও বিনা শর্তে মেনে নেওয়া এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শেখান পদ্ধতি অনুসারে আমল করা। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ– 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের প্রতি অনুগামী হবে'।[১] সুতরাং মুমিন হওয়া বা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটাই পথ, সেটা হ'ল অহী-র কাছে আত্মসমর্পণ করা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, যে অবস্থার উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটেছে এবং মোগল শাসকদের ধর্মীয় অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও অপব্যবহার এবং হিন্দু ও ইংরেজ শাসকদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যেভাবে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, তাতে মুসলিম জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা আদম সন্তান। সেই আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে ভুলের মধ্য দিয়ে। সুতরাং মানুষের জীনবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। নবী করীম (ছাঃ) এক হাদীছে বলেছেন,

---

১. *মিশকাত হা/১৬৭।*

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْتُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُلَهُمْ– 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম! যদি মানুষেরা ভুল না করত, তবে আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিতেন। অতঃপর এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা ভুল করত, আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইত। ফলে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন'।[২] সুতরাং মানুষের জীবনে ভুল না থাকলে তাদেরকে এই পৃথিবীতেই রাখা হ'ত না। তবে যখন কোন মানুষের জীবনে কোন প্রকার ভুল ধরা পড়বে বিশেষ করে শরী'আত সংক্রান্ত কোন বিষয়, তখন পরকালীন মুক্তির স্বার্থে অবশ্যই সে ভুলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংশোধন করে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অথবা হঠকারী আচরণ বা গোঁড়ামী করা চলবে না। আর এটাই নবী-রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ভুলের উপর অটল থাকা বা গোঁড়ামী করা ইহুদী-খৃষ্টান ও শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

এক্ষণে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করব, যার মাধ্যমে অতি সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, একজন জান্নাত পিয়াসী মুসলমানের জীবনে কখনো কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে তার উচিত হবে সাথে সাথে ভুলকে পরিহার করে সঠিক বিষয়ের দিকে ফিরে আসা। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তা সংশোধন করে নেওয়া। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর কথা। মা হাওয়াসহ তাঁকে যখন জান্নাতে বসবাস করার জন্য পাঠানো হ'ল, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বলা হ'ল,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْظَّالِمِينَ–

'এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহ'লে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে' *(বাক্বারা ৩৫)*। কিন্তু দেখা গেল শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে এক পর্যায়ে তাঁরা উভয়েই জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকার আশায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করলেন। আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। আদম (আঃ) ভুল বুঝতে পেরে অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আল্লাহর নিকট থেকে কিছু কালিমা শিখে তাঁর কাছে তওবা করলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ বলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 'তিনি স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন' *(বাক্বারা ৩৭)*। এটিই হ'ল আদম এবং তাঁর সন্তানের বৈশিষ্ট্য।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়ে সেগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদেরকে এগুলোর নাম বলতে বলা হ'লে তারা সকলে অপারগতা প্রকাশ করল। আল্লাহ এবার আদম (আঃ)-কে ঐ জিনিসগুলোর নাম বলতে আদেশ করলে তিনি তা বলে দিলেন। তখন আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ– وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ–

'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? আর সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। অতঃপর যখন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে (নির্দেশ পালন করতে) অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রকাশ করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারা ৩৩-৩৪)*।

এ দু'টি ঘটনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে যখন ভুল ধরিয়ে দিলেন, তখন তিনি সাথে সাথে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। পক্ষান্তরে ইবলীসকে যখন বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, আদম (আঃ) তোমার চেয়ে এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করা তোমার উচিৎ, তখন ইবলীস সেটা মেনে নিল না; বরং সে অহংকার প্রকাশ করল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেসও করলেন مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ 'আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে তোমাকে বারণ করল'? *(আ'রাফ ১২)*। সে বলল, أَنَاْ خَيْرٌ

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮।*

مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ مِـن طِـيْنٍ 'আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। (কেননা) আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা' *(আ'রাফ ১২)*। অর্থাৎ সে সৃষ্টিগত উপাদানের উপর ভিত্তি করে নিজেকে উত্তম দাবী করে অহংকার প্রকাশ করল। অথচ ইতিপূর্বে জ্ঞানগত দিক বিচার-বিবেচনা করে অর্থাৎ জিনিসের নাম বলতে পারা না পারার উপর ভিত্তি করে কে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তা'আলা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তারপরও নিতান্ত অহমিকা ও গোঁড়ামীর বশে ইবলীস ভুল স্বীকার না করে তার উপর অটল থাকল। সে কারণে সে বিতাড়িত শয়তান এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে গেল। উপরোক্ত ঘটনাকে সামনে রেখে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, আমরা আদম সন্তান, না ইবলীসের বংশধর? যদি আদম সন্তান হয়ে থাকি, তাহ'লে আমাদের বৈশিষ্ট্য হ'তে হবে আদম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের মত। আর যদি ইবলীসের বংশধর হই, তাহ'লে আমাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে ইবলীসের স্বভাবের মিল হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে আমরা আদম সন্তান। কেননা আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّـن نَّفْس وَّاحِـدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَّنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيْ تَـسَاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللّـهَ كَـانَ عَلَـيْكُمْ رَقِيْبًا–

> 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন' *(নিসা ১)*। সুতরাং এই আয়াত প্রমাণ করে আমরা অবশ্যই আদম সন্তান। তাই আমাদের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আদম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের মত হ'তে হবে। কোন অবস্থাতেই ইবলীসের বৈশিষ্ট্যের মত হ'তে পারে না।

ভুল স্বীকারের ক্ষেত্রে শুধু আদম (আঃ) নয়, অন্যান্য নবী-রাসূলগণের জীবনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন মারিয়ামের খালু ও তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ যখন মারিয়ামের গর্ভে তাঁর বিশেষ কুদরতে সন্তান দিলেন, তখন সমাজের লোকেরা না বুঝে এর জন্য যাকারিয়া (আঃ)-কেই দায়ী করল। এক পর্যায়ে সমাজপতিরা এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যাকারিয়া (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যাকারিয়া (আঃ) এই সংবাদ জানতে পেরে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যাচ্ছেন। কেননা তিনি তো নির্দোষ, অথচ সমাজের লোককে বোঝানোর মত কোন প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। এদিকে তাঁর পলায়নের কথা জানতে পেরে সমাজের লোকেরা তাঁকে ধরার জন্য পিছু নিল। সামনে যাকারিয়া (আঃ) প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন, পিছনে তাঁকে ধরার জন্য সমাজের লোকজন সদলবলে দৌড়াচ্ছে। যাকারিয়া (আঃ) বুঝতে পারলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে ধরে ফেলবে এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আমাকে হত্যা করবে। এমতাবস্থায় কোন উপায়ান্তর না পেয়ে শূন্য মরুভূমির মধ্যে একটি গাছ দেখে জীবন বাঁচানোর জন্য যাকারিয়া (আঃ) তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যাকারিয়া (আঃ)-এর কথা শুনে গাছটি মাঝখান থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। তিনি তখন ঐ গাছের মধ্যে প্রবেশ করলেন। গাছটি সাথে সাথে জোড়া লেগে গেল। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যাকারিয়া (আঃ)-এর কাপড়ের একটি অংশ গাছের বেষ্টনির বাইরে রয়ে গেল। শত্রুবাহিনী দূর থেকে দেখল যাকারিয়া ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছে। কিন্তু তারা গাছের নিকটে এসে যাকারিয়া (আঃ)-কে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে তারা ঐ গাছের ফাঁকে যাকারিয়া (আঃ)-এর কাপড় দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হ'ল যে, যাকারিয়া এই গাছের মধ্যেই প্রবেশ করেছে। তখন তারা ঐ গাছটি উপর থেকে করাত দিয়ে চিরতে শুরু করে দিল। তারা চিরতে চিরতে যখন প্রায় যাকারিয়া (আঃ)-এর মাথা পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে শত্রুর হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তখন তাকে বললেন, হে যাকারিয়া! তুমি যে এ ব্যাপারে নির্দোষ সেটাতো আমি জানি। তবে ইতিপূর্বে তুমি জীবন বাঁচানোর জন্য ঐ গাছের কাছে সাহায্য চেয়ে আমার সঙ্গে গাছকে শরীক করেছ। এই অপরাধের জন্য তোমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। গ্রামবাসীর অন্যায় বিচারে নয়; বরং এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ওদের হাতেই তোমাকে নিহত হ'তে হবে। যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর এই ফায়ছালাকে হাসি মুখে বরণ করলেন। যে ব্যক্তি জীবন রক্ষার তাকীদে নিজের সহায়-সম্বল, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ফেলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, নিজের ভুলের খেসারত বা পাপের শাস্তি স্বরূপ সেই জীবনকেই তিনি হাসি মুখে তাদের হাতেই উৎসর্গ করে দিলেন।

মূসা (আঃ) খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। একদিন বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে তাঁর দেওয়া বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে'? মূসা (আঃ)-এর জানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বললেন, 'আমিই সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। আল্লাহ তা'আলা তাঁর

নৈকট্য লাভকারী বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই মূসা (আঃ)-এর এ জওয়াব তিনি পসন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করাই তাঁর উচিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন কে বেশী জ্ঞানী। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর ঐ জওয়াবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে অহি নাযিল হ'ল যে, 'দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী'। মূসা (আঃ) তখন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং অনুশোচনা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি অধিক জ্ঞানী হ'লে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা আমার উচিত। হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। এরপর আল্লাহ তাকে খিযিরের সন্ধান পাওয়ার কৌশল বলে দিলেন। তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং অনেক অজানা জ্ঞান অর্জন করলেন। যে ঘটনা পবিত্র কুরআন এবং বুখারী ও মুসলিমে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা থেকেও আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি মূসা (আঃ) নিজে তাঁর ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথে অনুতপ্ত হ'লেন এবং আরো জ্ঞান অন্বেষণের আশায় খিযির (আঃ)-এর নিকটে যাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করলেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) একদিন যোহর অথবা আছর ছালাত আদায় করলেন। তিনি দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করে দিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদের মধ্যে এলোপাতাড়ি রাখা একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়ালেন যেন তিনি খুবই রাগান্বিত। ইত্যবসরে যারা ব্যস্ত ছিলেন তারা মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ছালাত বুঝি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে। লোকদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মত ছাহাবীগণও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যুল ইয়াদাইন সাহস করে রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি ভুলে গেছেন, না ছালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে?' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ، 'আমি ভুলও করিনি এবং ছালাত সংক্ষেপও করা হয়নি'। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করলে তারা সকলে বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি সকলকে নিয়ে বাকী ছালাত আদায় করে সহো সেজদা দিয়ে ভুল সংশোধন করে নিলেন।[৩] এমনি ঘটনায় অন্য একটি হাদীছের শেষাংশে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ– 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেরূপ তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুল করি, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৪]

এ ঘটনা থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়, যুল ইয়াদাইনের প্রশ্নের উত্তরে নবী (ছাঃ) যে কথা বললেন, তখন তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি যে, তিনি ছালাত কম করেছেন। কিন্তু সকলের নিকটে শুনে তিনি যখন নিশ্চিত হ'লেন যে, তিনি দুই রাক'আত আদায় করেছেন, তখন তিনি বিন্দুমাত্র সংশয়, সংকোচ প্রকাশ না করে সাথে সাথে তাঁর ভুল সংশোধন করে নিলেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন, আমি সমস্ত নবীদের সরদার। সুতরাং আজকে যা করেছি করেছি, আগামী কাল থেকে আবার নিয়ম অনুযায়ী ছালাত আদায় করব।

ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে (১৩-২৩হিঃ) বিবাহে মহিলাদের মোহর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হচ্ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করলেন। তিনি বললেন, 'সাবধান! তোমরা বিবাহে মহিলাদের মোহর নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এটা (মোহর বেশী নির্ধারণ করা) যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আল্লাহর নিকটে পরহেযগারীর সহায়ক হ'ত, তাহ'লে তোমাদের নবীই (ছাঃ) এ ব্যাপারে অগ্রগামী হ'তেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর ১২ উকিয়া (৪৮০ দেরহাম)-এর বেশী নির্ধারণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।[৫] রাষ্ট্র প্রধানের ফরমান শুনে সকলের মেনে নেওয়ার কথা। কিন্তু ওমর (রাঃ)-এর কথা শুনে জনৈকা মহিলা দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে ওমর! থামুন, আল্লাহ যা প্রদান করতে চান, আপনি কি তা হ'তে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন? এই বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً–

'তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা হ'তে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না' *(নিসা ২০)*। উক্ত মহিলার কথা শুনে ওমর (রাঃ) এই বলে তাঁর সিদ্ধান্ত

৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৭, 'সিজদায়ে সহো' অধ্যায়।*

৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬, 'সিজদায়ে সহো' অধ্যায়।*

৫. *হাদীছ ছহীহ, আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২০৪।*

Contents

প্রত্যাহার করে নেন যে, 'একজন মহিলা সঠিক বলেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে'।[৬]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ছাহাবী যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) বলে গেছেন, 'আমার পরে কেউ নবী হ'লে সে হ'ত ওমর'।[৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'যদি ওমর (রাঃ)-এর ইলম এক পাল্লায় রাখা হয় এবং জগদ্বাসী সকলের ইলম অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে ওমর (রাঃ)-এর ইল্মের পাল্লা ভারী হবে'।[৮] এই ওমর (রাঃ) এমন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বিভিন্ন সময়ে নবী করীম (ছাঃ)-কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন। তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি নাযিল করে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শকেই সমর্থন করা হয়েছে। সেই ওমর (রাঃ) পর্যন্ত নিজের রায়কে বাদ দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে অহি-র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১হিঃ) ওমর (রাঃ)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া এ ধরনের পনেরটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, যে সকল ব্যাপারে পূর্বে তাঁর হাদীছ জানা ছিল না। কিন্তু পরে জানতে পেরে নিজের রায়কে বাদ দিয়ে হাদীছের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।[৯]

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩হিঃ) ইরাকের কূফায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে তালাক দেয়। এমতাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মায়ের সাথে অর্থাৎ পূর্বের শ্বাশুড়ীর সাথে বিয়ে সিদ্ধ হবে কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন 'এতে আর দোষ কি'? একথা শোনার পর লোকটি উক্ত মহিলা (শ্বাশুড়ী)-কে বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তানও লাভ করে। অতঃপর ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) মদীনায় ফিরে এসে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উক্ত ব্যক্তির বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পেরে কূফায় ফিরে আসেন এবং ঐ ব্যক্তিকে খোঁজ করেন। কিন্তু তাকে না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের লোকদের ডেকে বললেন, আমি যে ব্যক্তিকে তার শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার ফৎওয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি।[১০] এটাই ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য। এমনিভাবে বিশ্লেষণ করলে অন্যান্য ছাহাবী এবং বিভিন্ন যুগের মহান মনীষীদের আদর্শে এই বৈশিষ্ট্যের বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদেশের বেশিরভাগ মুসলমান সুনির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী। তাছাড়া মুসলিম পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন পীর ও তরীকাপন্থীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সে কারণে ঐ সকল ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষগুলো স্ব স্ব অনুসৃত মাযহাব বা তরীকার বাতলে দেওয়া পদ্ধতির অন্ধ অনুসারী হয়ে ধর্মীয় বিষয়াদি পালন করে থাকে। ধর্মের নামে প্রচলিত প্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি হ'লেও এদেশে মূলতঃ একটি মাযহাবের অনুসারীই বিদ্যমান। কিন্তু পীর ও ত্বরীকাপন্থীদের অভাব নেই। ১৯৮১ সালের সরকারী এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এদেশে ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীর রয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল, এক পীরের সাথে অন্য পীরের কোন প্রকার মতের মিল নেই। সুতরাং সংগত কারণেই সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আক্বীদা ও আমলের মধ্যে কোন প্রকার মিল নেই। তবে একথা সত্য যে, যারা পীর বা তরীকাপন্থী তারা সকলেই মাযহাবপন্থী। কিন্তু সকল মাযহাবপন্থী পীর বা তরীকাপন্থী নয়। অনেক মাযহাবপন্থী আছেন যারা পীর বা তরীকাপন্থীদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে ভ্রান্ত মনে করেন। এক্ষেত্রে আসল কথা হ'ল দুনিয়াতে আমরা যে যে পন্থীই হই না কেন, পরকালে কিন্তু সবাই এক পন্থী হব। কেননা সেখানে নানাপন্থী বা বহুপন্থী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ঐখানে শুধু এক পন্থীরাই সফল হবে। আর তারা হ'ল অহিপন্থী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বনী ইসরাঈলরা ছিল বাহাত্তর দলে বিভক্ত আর আমার উম্মত হবে তিহাত্তর দলে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি মাত্র দল ছাড়া বাকী সবাই হবে জাহান্নামী। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দল কোন্টি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে আদর্শের উপরে আছে, সেই আদর্শের অনুসারীরাই'।[১১] সুতরাং সেই কঠিন ভয়াবহ পরীক্ষার দিনে আমরা যাতে সকলেই সফলভাবে পাশ করতে পারি সে লক্ষ্যেই আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কাজ করে যেতে হবে। কে কোন মাযহাব বা তরীকায় জন্মগ্রহণ করেছি, সেটাকে বড় মনে না করে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আমাদের সকলকে সমস্ত মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলামনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহী-র অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৬. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃ: ৭৬, গৃহীতঃ ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর'০৫ সংখ্যা, পৃ: ৫।*

৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৮, 'মানাক্বিব' অধ্যায়।*

৮. *ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ১৩৮।*

৯. *তদেব।*

১০. *তদেব, পৃ.১৩৯।*

১১. *ছহীহ তিরমিযী, হা/২১২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*

ধূমপানঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, প্রতিরোধে করণীয়

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপানঃ

আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইসলাম ধূমপানকে মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা করেছে। যা নেশার উদ্রেক করে ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন সব কিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং এর পরকালীন পরিণতি হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[1] বর্তমানে যারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, মূলতঃ তারা এপথে ধাবিত হয় ধূমপানের মাধ্যমে।[2] ধূমপানে অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্যেরও অপূরণীয় বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হয়। আল্লাহ তা'আলা অর্থের অপচয় ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি এ দু'টির কোনটির অনুমতি প্রদান করেননি। সম্পদের প্রকৃত মালিক হ'লেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষ তার আমানতদার মাত্র। আমানত রাখা অর্থ-সম্পদ আমানতদার তার ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে ভোগ করার অধিকার রাখে।[3] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহকেই সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে,

إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ–

'রাজ্য আল্লাহ্‌রই! তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকার করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য' *(আ'রাফ ১২৮)*।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, اللّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ– 'আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব একমাত্র আল্লাহ্‌রই' *(ইবরাহীম ২)*।

কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে,

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ–

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন' *(বাক্বারাহ ২৮৪)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহকেই সম্পদের প্রকৃত মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে সাথে এসব সম্পদ আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাও বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً– 'তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৯)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ 'তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন প্রাণী সমূহের জন্য' *(আর-রহমান ১০)*।

বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। মানুষ এই পৃথিবীতে বিশ্ব প্রতিপালকের খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। খলীফা বা প্রতিনিধি মালিকের সম্পদ তত্ত্বাবধান করবে এবং তাঁর নির্দেশমত প্রয়োজনীয় খাতে তা ব্যবহার করবে। অপব্যবহার বা বিনষ্ট করার ও অপচয় করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। আল্লাহপাক বলেন, وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ– 'তোমরা অপব্যয় কর না। কারণ তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না' *(আন'আম ১৪১)*।

তিনি আরো বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ–

'হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৩১)*।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً– إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْراً–

'আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ২৬-২৭)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো হ'তে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন সম্পদ বিনষ্ট করার এমনকি অপচয় বা

* *প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামীদপুর আল-হেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর।*

১. *নাসাঈ হা/৫৬৭২; মিশকাত হা/৪৯৩৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
২. *মসজিদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১০৫।*
৩. *ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৭৯।*

অপব্যয় করার অধিকার কারো নেই। অথচ মাদক ও তামাক সেবনের ফলে অনেক অর্থের অপচয় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধূমপায়ীরা এক বিশাল অংকের অর্থ ধূমপানে ব্যয় করে। এর ন্যূনতম হিসাব হচ্ছে, দিনে ১০/= টাকা করে খরচ করলে মাসে ৩০০/= টাকা এবং বছরে ৩,৬০০/= টাকা ব্যয় হয়। দশ বছরে ৩৬,০০০/= টাকা ব্যয় হয়। এভাবে ধূমপায়ীদের বহু টাকা অনর্থক ব্যয় হয়। ধূমপানের মাধ্যমে শত সহস্র টাকা অপচয় হচ্ছে, যা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না।

ধূমপানে অন্যের কষ্ট হয়ঃ

ধূমপানে মুখে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এতে ফেরেশতারা কষ্ট পায় এবং ধূমপায়ীর আশ-পাশের লোকদের কষ্ট হয়। অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) কাঁচা পিয়াজ-রসুন বা অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত ফল ও লতা-গুল্ম সম্পর্কে বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَيَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ–

‘এ দুর্গন্ধযুক্ত বৃক্ষ হ’তে আহার করে কেউ যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। কারণ যেসব দুর্গন্ধে মানুষ কষ্ট পায়, সে সকল দুর্গন্ধে ফেরেশতাগণও কষ্ট পেয়ে থাকেন’।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ اكل ثَوْمًا أُوْ بَصلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ– ‘যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন অথবা পিয়াজ আহার করবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং সে যেন তার ঘরে থাকে’।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ব্যক্তির মুখে পিয়াজ, রসুনের গন্ধ পেলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে বাকীতে (মদীনার কবরস্থানে) দিয়ে আসা হ’ত।[৬]

আর বর্তমান যুগের ধূমপানের বিশ্রী ও উৎকট দুর্গন্ধ যদি তিনি পেতেন, তাহ’লে তাদেরকে কতদূরে দিয়ে আসতেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ রসুন-পিয়াজের গন্ধের তুলনায় ধূমপানের দুর্গন্ধ অনেক বেশী। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করতে বলেছেন, তা করা এবং যা বর্জন করতে বলেছেন, তা ত্যাগ করা অতীব যরূরী। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ–

‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হ’তে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর’ *(হাশর ৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুকে ঘৃণা করতেন এবং উম্মতকে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর ধূমপানে দুর্গন্ধ হয় বিধায় তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্ষতিকর জিনিস মাত্রই হারামঃ

বিশ্বের প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাবিদদের মতে, ধূমপানে হৃৎপিণ্ডে মারাত্মক ব্যাধি হয়। এতে হাঁপানী, ক্ষয়, কাঁশির প্রকোপ, শরীরের শিরা-উপশিরায় ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াসহ বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম হয়। ফলে অতি অল্প বয়সেই ধূমপায়ী মৃত্যু মুখে পতিত হয়, যা আত্মহত্যার শামিল। ইসলাম আত্মহত্যাকে সমর্থন করে না। সুতরাং আত্মহত্যার কার্যকারণ ধূমপানকেও ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু। যে সব জিনিস মানুষের জীবন ধ্বংসকারী ও ক্ষতিকর, তা তিনি হারাম করে দিয়েছেন। বিষ বা প্রাণনাশক দ্রব্যকে এজন্যই হারাম করা হয়েছে। আত্মঘাতী ও প্রাণসংহারক যাবতীয় কর্মকাণ্ডকেও ইসলামে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً– ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু’ *(নিসা ২৯)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– ‘তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিজেও ক্ষতির স্বীকার হবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না’।[৭] কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপান একটি ক্ষতিকর, নিন্দনীয়, অপসন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। তাই ক্ষতিকর সমস্ত বস্তুই হারাম। তা নৈতিক, আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।[৮]

ধূমপান প্রতিরোধে উন্নত দেশের দৃষ্টান্তঃ

গোটা বিশ্ব ধূমপানের ব্যাপকতায় এখন আতঙ্কগ্রস্ত। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের স্বেচ্ছাসেবী ও

৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ ‘ছালাত’ অধ্যায়।*
৫. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৪১৯৭।*
৬. *মুসলিম, হা/৫৬৮।*
৭. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০ ‘আহকাম’ অধ্যায়।*
৮. *অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃঃ ৫২।*

সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা সমূহ ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে নেতৃত্বদানকারী ধনী দেশ আমেরিকায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮ বছরের নীচে কারো নিকট সিগারেট বা তামাক বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধূমপানকে সরকারীভাবে নিরুৎসাহিত করার পর সে দেশে ধূমপানের হার কমে গেছে। নিম্নে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হ'ল-

		১৯৬০	১৯৮৫
ক	পুরুষ	৫৩%	৩৩%
খ	মহিলা	৩৪%	২৮%

সম্প্রতি সে দেশের সরকার ৭৫০০ সরকারী ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কর্মচারী সমিতিগুলো সরকারের এ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সেনা ছাউনিগুলোতে ধূমপান নিষিদ্ধ করা যায় কি-না সে ব্যাপারেও আমেরিকা সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে খবর বেরিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সরকারও অনুরূপভাবে সরকারী ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এভাবে বিভিন্ন দেশে ধূমপান নিরোধের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে।[৯] কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় ৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ। ধূমপান নিরোধের জন্য এ দেশে রাষ্ট্রীয় আইন থাকা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগের অভাবে দিন দিন ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এই শ্লোগান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

ধূমপান প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাবনাঃ

উপরে ধূমপান সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ধূমপান প্রতিরোধে আমাদের করণীয় দিকগুলি উল্লেখ করা হ'ল।

(১) ধূমপান যে বিষপান, আর বিষপান অর্থই মৃত্যু এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

(২) ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং সকল প্রকার অনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।

(৩) 'ধূমপান ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম' এই চরম সত্য ও কল্যাণকর উক্তি বাস্তবে পরিণত করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম, মুওয়াযযিন, খাদেম সহ গোটা আলেম সমাজ জুম'আর খুৎবা, দুই ঈদের খুৎবা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। এই পাঁচ লক্ষ মসজিদের ইমাম এবং মুওয়াযযিনের সংখ্যাও গড়ে প্রায় দশ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি ধূমপান নিরোধে কাজ করেন, তাহ'লে অবশ্যই ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস পেতে বাধ্য।

(৪) পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষক ধূমপান করেন। মানুষ গড়ার কারিগররাই যদি ধ্বংসাত্মক অভ্যাসে রত থাকেন, তাহ'লে ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। তাই শুধু শিক্ষকতা নয় সকল চাকুরী বিধিতে ধূমপান নিষিদ্ধ করা এবং ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতী প্রয়োজন।

(৫) এ দেশের বহু ছাত্র-ছাত্রী ধূমপানের সাথে জড়িত। তাই ধূমপায়ীর সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তিবিধিতে ধূমপান নিষিদ্ধ উল্লেখ করা এবং ভঙ্গ করলে ছাত্রত্ব বাতিল করার কার্যকরী বিধান চালু করা।

(৬) ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ডাক্তারগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ জনগণ ডাক্তারের কথা বেশী শোনে। তারা যা বলেন, জনগণ তা বিশ্বাস করে ও তা মেনে চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল আমাদের দেশের ডাক্তাররা নিজেরাই ধূমপানে অভ্যস্ত। ফলে রোগীরা নিষেধাজ্ঞা শোনার পরও ধূমপান করতে থাকে। কারণ ডাক্তার নিজেই ধূমপান করেন। তাই ডাক্তারদেরকে আগে ধূমপান পরিহার করতে হবে, তাহ'লে রোগীরাও পরিহার করবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ মানতে বাধ্য থাকবে। আমাদের দেশের রোগীরা ঔষধ নেয়ার পর ডাক্তারদের জিজ্ঞেসও করে থাকে যে, কোন পথ্য নিষিদ্ধ কি-না? তাই ডাক্তারগণ যদি প্রেসক্রিপশনটা রোগীর হাতে তুলে দিয়ে বলে দেন যে, 'ধূমপান করবেন না' তাহ'লে এই কথাটি ধূমপান প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৭) প্রচার মিডিয়াতে বিড়ি-সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। সম্প্রতি সরকার রেডিও-টেলিভিশনে বিড়ি-সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দিলেও রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরের রাস্তার মোড়গুলোতে বিশাল সাইন বোর্ড টানিয়ে বিড়ি-সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। এমনিভাবে বিভিন্ন শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালাকে বিড়ি-সিগারেট পান করিয়ে তাদের তৃপ্তি পাওয়ার দৃশ্যযুক্ত বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হয়। বিজ্ঞাপনের এ পদ্ধতিগুলোও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক।

৯. *মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম,* পৃঃ ৩৩।

(৮) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের উপর রেডিও, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচার করা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম সহ বিভিন্ন প্রকার আলোচনা অনুষ্ঠানে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সকলকে জানানো দরকার।

(৯) বিভিন্ন প্রকার পোষ্টার, লিফলেট, বুকলেট প্রচার করে ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

(১০) তামাক সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান বন্ধ করা।

(১১) ধূমপানসহ যাবতীয় কুঅভ্যাস থেকে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা দেড় হাযার বছর আগে প্রশিক্ষণ স্বরূপ ছিয়াম দিয়েছেন। তাই ধূমপান মুক্ত মাস হিসাবে আমরা রামাযান মাসে ধূমপান মুক্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে পারি। কারণ ধূমপান শুধু মুসলমানরা করেন না অমুসলমানরাও ধূমপান করে। এ অভিযানের মাধ্যমে সন্ধ্যার পরেও যেন (অর্থাৎ ইফতারের পরেও যেন) মুসলমান সহ আপামর জনসাধারণ ধূমপান করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা।

(১২) ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ধূমপান বা তামাক মুক্ত দিবস বা সপ্তাহ পালন কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যেখানে সরকারী প্রতিনিধি সহ সহযোগীরা দেশের স্বার্থে কাজ করবেন। এক্ষেত্রে সহযোগীদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। যেমনিভাবে পলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য ০-৫ বছরের শিশুদেরকে দেশের সর্বত্র একই দিনে টীকা দেওয়া হয়। এখানে সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে বেসরকারী ব্যক্তিরাও দেশের স্বার্থে ন্যূনতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। ঠিক ধূমপান বা তামাক মুক্ত দিবস বা সপ্তাহে যাতে দেশের কোন জনতার মুখ দিয়ে আগুনের ধোঁয়া বের না হয়, তার ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

(১৩) তামাক চাষের জমিগুলোতে তামাকের পরিবর্তে আলু বা গমের চাষ কিংবা কৃষিবিদদের পরামর্শে যে ফসলে কৃষকরা লাভবান হবে, তা চাষের ব্যবস্থা করা। যদিও তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় আইন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ আইনের বাস্তবায়ন নেই। তাই তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য সরকারকে কঠোর হ'তে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যেলাগুলোর সরকারী কর্মকর্তাগণ এটাকে প্রতিহত করার জন্য জোর তদারকি করবেন।

(১৪) বিড়ি-সিগারেট তৈরীর ফ্যাক্টরী স্থাপন ও লাইসেন্স প্রদান স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা।

(১৫) তামাক ও সিগারেট শিল্পের সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(১৬) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যুব ও কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে তথা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যক্রমে ধূমপানের কুফল সম্পর্কিত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা। যাতে তরুণ-তরুণী ও যুবসমাজের মধ্যে ধূমপান সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ধূমপান পরিহার করা শুধুমাত্র মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। আর শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই তা ত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে এ মরণ নেশা ত্যাগ করতে না পারলে, এর মাধ্যমে মানুষ এক পর্যায়ে মাদকাসক্ত হবে, যা জাতির যুবচরিত্র ধ্বংস করবে। বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্রতম দেশে প্রতি বছর হাযার হাযার কোটি টাকা বিদেশী দাতা দেশ সমূহ হ'তে ঋণ নিতে হয় এবং বড় একটি অংশ চিকিৎসা খাতে ব্যয় করতে হয়। কারণ ধূমপানের ফলে যক্ষ্মা রোগ হয়। আর এই মরণ ব্যাধি থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। অথচ দেশের আপামর জনসাধারণ আত্মহত্যার শামিল ধূমপান পরিহার করলে দেশের কোটি কোটি টাকা অপচয় রোধ হবে। ফলে বিদেশী অমুসলিম দাতাগোষ্ঠীর কাছে ঋণের জন্য চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন পড়বে না।

তাই আসুন! তওবা করে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করি এবং ধূমপান পরিহার করে সুখী-সুন্দর, নিরাপদ জীবন গড়ে তুলি। আর সমাজকে নিরোগ ও অপরূপ সাজে সাজিয়ে তুলি। এটাই হোক আমাদের সবার দৃঢ় প্রত্যয়। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

মুসলিম জাগরণ সফলতা লাভের মূলনীতি

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন

*অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম**

[বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সেই জাগরণকে টুটি চেপে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা আল্লাহ্র নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে’ (ছফ ৮)। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের মাঝে যে নবজাগরণের হাওয়া লেগেছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত দিকনির্দেশনা। যাতে তা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত ‘সোজা পথ’ থেকে বিচ্যুত না হয়। এ লক্ষ্যেই সঊদী আরবের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে ওছায়মীন (১৯২৭-২০০১ খৃঃ) রচনা করেন ‘আছ-ছাহওয়া আল-ইসলামিইয়াহ যাওয়াবিত ওয়া তাওজীহাত’ (الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات) শীর্ষক অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থটি। এ গ্রন্থকে তিনি দু’টি অংশে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশ ‘যাওয়াবিতুন মুহিম্মাতুন লিনাজাহিছ ছাহওয়া আল-ইসলামিইয়াহ’ (ضوابط مهمة لنجاح الصحوة الإسلامية) শিরোনামে তিনি মুসলিম জাগরণ সফলতা লাভের আবশ্যিক ১০টি মূলনীতি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মুসলিম জাগরণ সম্পর্কে ৯৯টি প্রশ্নোত্তর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাগরণ প্রত্যাশী ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ আপামর মুসলিম জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অংশের অনুবাদ উপর্যুক্ত শিরোনামে সুধী পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হ’ল।- অনুবাদক]

প্রথম মূলনীতিঃ কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমাদের জানা মতে মুসলিম জাগরণ সকল মুসলিম দেশে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এই জাগরণ কুরআন ও সুন্নাহ্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কেননা তা (মুসলিম জাগরণ) যদি এর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহ’লে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সদৃশ জাগরণ হবে, যা হয়ত গড়ার চেয়ে ভাঙবেই বেশী। কিন্তু যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ্র মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ’লে মুসলিম উম্মাহ ও অন্যদের মাঝে এর কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

আমাদের সকলের ঐ দীর্ঘ ঘটনা জানা যেখানে আমরা দেখি যে, আবূ সুফইয়ান কাফের অবস্থায় সিরিয়ায় এসে তৎকালীন রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবস্থা তথা আল্লাহ্র ইবাদত, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ, উত্তম চরিত্র, আচার-আচরণ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা পালন প্রভৃতি ইসলামী শরী‘আত আনীত বিধি-বিধান উল্লেখ করেছিল। তখন হিরাক্লিয়াস আবূ সুফইয়ানকে বলেছিলেন,

إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَاتَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ–

‘তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে (জেনে রাখ!) তিনি অচিরেই আমার এ দু’পায়ের নীচের জায়গার অধিকারী হবেন’ (অর্থাৎ সিরিয়া বিজয় করবেন)।[১]

রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত ধর্মের প্রতি তখনও সমগ্র আরবের লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; বরং তিনি তখনও মক্কা থেকে (মদীনায়) হিজরত করেননি এবং মক্কা বিজয়ও করেননি, এমতাবস্থায় কে কল্পনা করতে পারে যে, হিরাক্লিয়াসের মত প্রতাপশালী বাদশাহ এ ধরনের কথা বলবেন, ‘তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তাহ’লে (জেনে রাখ!) তিনি অচিরেই সিরিয়া বিজয় করবেন’!

হিরাক্লিয়াস যে বিষয়ের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন তা কি সংঘটিত হয়েছিল, না হয়নি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হিরাক্লিয়াসের অধীনস্থ এলাকা তথা সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, না করেননি? তিনি [রাসূল (ছাঃ)] মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত সিরিয়া বিজিত হয়নি। তাহ’লে এমতাবস্থায় কিভাবে তিনি সিরিয়া অধিকার করেছিলেন? নবী করীম (ছাঃ) তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, তার উপস্থিতির মাধ্যমে নয়। কারণ তাঁর দাওয়াত এ পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং মূর্তিপূজা ও শিরকের মূলোৎপাটন করেছিল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর দাওয়াত ও শরী‘আতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন সিরিয়া বিজয় করেছিলেন।

আমরা বলব, মুসলিম উম্মাহ যদি আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে প্রকৃত অর্থে প্রত্যাবর্তন করত, যদি মুসলিম শাসক ও জনসাধারণ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে ফিরে আসত এবং তারা মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে এবং কাফেরদেরকে শত্রু রূপে গ্রহণ করত, তাহ’লে তারা সমগ্র পৃথিবীর মালিক হ’ত। জাতীয়তাবাদ বা ব্যক্তিত্ব অথবা নির্দিষ্ট গোত্রের দিকে সম্পৃক্ততার কারণে তারা বিজয়ী হ’ত না; বরং আল্লাহ্র দ্বীন (প্রচারের দায়িত্ব) পালন করার কারণে তারা বিজয়ী হ’ত। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দ্বীনকে (ইসলাম) সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

---

* এম.এ (শেষ বর্ষ), আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/৭ ‘অহির সূচনা’ অধ্যায়, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কিভাবে অহি আসা শুরু হয়েছিল’ অনুচ্ছেদ।

Contents

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ–

'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন' *(ছফ ৯)*। যারা এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদেরকে বিজয়ী করা এই দ্বীনকে বিজয়ী করার আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! মুসলিম যুবকরা বর্তমানে যে নবজাগরণের নেতৃত্ব দিচ্ছে তা যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহ'লে তা প্রলয়ংকরী ঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করবে, যা গড়ার চেয়ে ভাঙবেই বেশী বলে আশঙ্কা জাগে। কিন্তু যদি বলা হয়, 'কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি কি'? (তাহ'লে জবাবে আমরা বলব) **কুরআন মাজীদের দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে-** যখন মুসলমানেরা কুরআন মাজীদ গবেষণা অতঃপর উহার আনীত বিধানের প্রতি আমল করতে আগ্রহী হবে, (তখনই কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়া সহজ হবে)। কেননা আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ–

'এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ' *(ছোয়াদ ২৯)*।

● 'যাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে'। আর আয়াতসমূহ অনুধাবন করা অর্থ বুঝার দিকে পৌঁছিয়ে দেয়।

● 'এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ'। আর উপদেশ গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে কুরআনের (বিধি-বিধানের) প্রতি আমল করা।

এই অর্থ বা এই তাৎপর্য বুঝানোর জন্যই কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন যেহেতু এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু তা অনুধাবন করা ও উহার অর্থ জানার জন্য কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়া অতঃপর উহার আনীত বিধানকে বাস্তবায়ন করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্র কসম! এর মাঝেই নিহিত আছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَايَشْقَى– وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى–

'যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়' *(ত্বহ ১২৩-২৪)*।

সুতরাং দরিদ্র হ'লেও মুমিনের চেয়ে আপনি কস্মিনকালেও কাউকে স্বচ্ছল, প্রশস্ত হৃদয় সম্পন্ন এবং আত্মিক প্রশান্তির অধিকারী পাবেন না। মুমিনই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশস্ত হৃদয় সম্পন্ন ও প্রশান্তির অধিকারী। মহান আল্লাহ্র বাণী পাঠ করুন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব' *(নাহল ৯৭)*।

'পবিত্র জীবন' কী? তা কি অধিক ধন-সম্পদ? নাকি অধিক সন্তান-সন্ততি? না দেশে শান্তি-নিরাপত্তায় বসবাস করা? না, (পবিত্র জীবন এগুলোর কোনটিই নয়); বরং পবিত্র জীবন হচ্ছে প্রশস্ত হৃদয় ও আত্মিক প্রশান্তি। এমনকি মানুষ (মুমিন) যদি খুব দুঃখ-কষ্টেও নিপতিত থাকে, তবুও সে আত্মিক প্রশান্তি ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ–

'ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুতঃ ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা কেবলমাত্র মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হ'লে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর'।[২]

কাফের যদি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে কি সে ধৈর্যধারণ করতে পারে? না; বরং সে চিন্তিত হয় এবং দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনো সে আত্মহত্যা করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু মুমিন ধৈর্যধারণ করে এবং প্রশস্ততা ও আত্মিক প্রশান্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্যের স্বাদ আস্বাদন করে। সেকারণ তার জীবন হয় পবিত্র এবং মহান আল্লাহ্র বাণী- 'আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব'- তার জীবনীশক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

সমকালীন মিসরের প্রধান বিচারপতি হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর জীবনী রচয়িতা কতিপয় ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কর্মস্থলে আসতেন এমন গাড়িতে চড়ে, যেটিকে ঘোড়া অথবা খচ্চর টেনে আনত। একদিন তিনি মিসরে এক এহুদী তেল বিক্রেতার

২. *মুসলিম হা/২৯৯৯ 'আধ্যাত্মিকতা ও মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, 'মুমিনের সকল কাজই কল্যাণকর' অনুচ্ছেদ।*

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আর সাধারণত তেল বিক্রেতাদের পোষাক হয় ময়লাযুক্ত)। ইত্যবসরে ইহুদী এসে গাড়ীর বহর থামিয়ে হাফেয ইবনু হাজারকে বলল, তোমাদের নবী (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ'।[৩] অথচ তুমি মিসরের প্রধান বিচারপতি হয়েও এই গাড়ীর বহর নিয়ে চলছ এবং এই নে'মত ভোগ করছ। আর আমি (ইহুদী) দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্যে আছি। জবাবে হাফেয ইবনু হাজার বললেন, যদি তোমার কথামত আমি বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকি, তবুও তা জান্নাতের নে'মতের তুলনায় জেলখানা রূপে বিবেচিত হবে। আর তুমি যে দুর্ভোগের মধ্যে আছ, তা জাহান্নামের শাস্তির বিবেচনায় জান্নাত রূপে গণ্য হবে। একথা শুনে তৎক্ষণাৎ ইহুদী বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল' এবং সে ইসলাম গ্রহণ করল।

কাজেই মুমিন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি কল্যাণের মধ্যে আছেন। তিনিই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হয়েছেন। আর কাফের অকল্যাণের মধ্যে আছে। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(আছর ১-৩)*।

সুতরাং কাফেরেরা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ধ্বংসকারীরা এবং ভোগ-বিলাসে উন্মত্তরা যদিও সুদৃঢ় প্রাসাদ ও সুরম্য-হরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং দুনিয়া তাদের জন্য পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়, তবুও বাস্তবে তারা জাহান্নামে রয়েছে। এমনকি কতিপয় সালাফী বিদ্বান বলেছেন,

لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه با لسيوف–

'যদি রাজা-বাদশাহ ও তাদের সন্তানেরা জানত যে, আমরা কী অবস্থায় রয়েছি, তাহ'লে তারা আমাদেরকে তরবারী দিয়ে প্রহার করত'।

৩. *মুসলিম হা/২৯৫৬ 'আধ্যাত্মিকতা ও মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত' অনুচ্ছেদ।*

পক্ষান্তরে মুমিনরা আল্লাহ্‌র সাথে মোনাজাত ও তার যিকিরে আনন্দিত হয়। তারা আল্লাহ্‌র ফায়ছালা ও ভাগ্যলিপিকে অবনতমস্তকে মেনে নেয়। যদি তারা বিপদাপদে নিপতিত হয়, তাহ'লে ধৈর্যধারণ করে এবং আনন্দিত হ'লে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দুনিয়াদারদের তুলনায় তারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। কেননা আল্লাহ্‌র বর্ণনা অনুযায়ী তাদের (দুনিয়াদারদের) গুণ হচ্ছে-

فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ–

'উহার (ছাদাক্বার) কিছু তাদেরকে দেয়া হয় হ'লে তারা পরিতুষ্ট হয়, আর কিছু তাদেরকে না দেয়া হ'লে তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষুব্ধ হয়' *(তওবা ৫৮)*।

বন্ধুরা! আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, যাতে আমরা তার দিকে ফিরে যাই, উহা অনুধাবন করি এবং উহার বিধি-বিধানের প্রতি আমল করি।

আর সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছেঃ

আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাত আমাদের কাছে প্রমাণিত ও সংরক্ষিত আছে। ফালিল্লা-হিল হামদ। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপিত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম কোনটি তার ছহীহ সুন্নাহ ও কোনটি তার উপর মিথ্যা আরোপকৃত (জাল) তা বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীছ সুস্পষ্ট ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। যে কেউ সম্ভব হ'লে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তা অনুধাবন করতে পারে। আর সেই যোগ্যতা না থাকলে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু যদি কেউ বলে, আমরা অনেক লোককে মাযহাবী গ্রন্থসমূহের অনুসরণ করতে দেখি এবং তারা বলে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী! আমি তমুক মাযহাবের অনুসারী!! এমনকি আপনি কোন ব্যক্তিকে কোন ফৎওয়া প্রদান করে বলবেন যে, নবী করীম (ছাঃ) এরূপ বলেছেন। তখন সে বলবে, আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আমি মালিকী মাযহাবের অনুসারী, আমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী, আমি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী... ইত্যাদি?! এমতাবস্থায় আপনি (লেখক) কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার যে কথা বলছেন সে ব্যাপারে কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন?

এর জবাবে আমরা তাদেরকে বলব, আমরা সবাই বলি, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত (প্রকৃত) উপাস্য কেউ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কি? ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ হচ্ছে-

طاعته فيما أمر، واجتناب مانهى عنه وزجر، وتصديقه

فيما أخبر، وأن لايعبد الله إلابما شرع– 'তিনি [রাসূল (ছাঃ)] যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা, যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন ও ধমক দিয়েছেন তাথেকে বিরত থাকা, যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্র ইবাদত করা'। 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ এটাই।

যদি কেউ বলে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী, আমি তমুক মাযহাবের অনুসারী, তাহ'লে আমরা তাকে বলব, এটা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথা। সুতরাং অন্য কারো কথার দ্বারা তার বিরোধিতা কর না। এমনকি মাযহাবের ইমামগণও তাদের অন্ধ তাকলীদ করতে নিষেধ করে বলেছেন, متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه 'হক্ব প্রকাশিত হ'লে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক'।

সুতরাং যে ভাই অমুকের অথবা তমুকের মাযহাবের দোহাই পেড়ে আমাদের বিরোধিতা করে তাকে বলব, তুমি ও আমরা সবাই এ মর্মে সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবী হচ্ছে, আমরা রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করব না। আর সুন্নাহ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। তবে একথার দ্বারা আমি ফক্বীহ ও মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম রচিত গ্রন্থাবলীর দিকে ফিরে যাওয়ার গুরুত্বহীনতা বুঝাচ্ছি না; বরং উপকৃত হওয়ার জন্য এবং দলীলভিত্তিক মাসআলা উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানার জন্য তাদের গ্রন্থাবলীর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এজন্য যারা ওলামায়ে কেরামের কাছে শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করে না, তাদেরকে আমরা অনেক ক্রটি-বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত হ'তে দেখি। কারণ তারা যেকোন বিষয়ে যতটুকু গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার তার চেয়ে হালকা দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ- তারা ছহীহ বুখারী অধ্যয়ন করে তাতে যে হাদীছ রয়েছে তার আলোকে ফৎওয়া দেয়। অথচ হাদীছের মধ্যে আম, খাছ, মুতলাক, মুকাইয়াদ ও মানসূখ রয়েছে। কিন্তু তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। ফলে কখনো কখনো তা বিরাট পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোদ্দাকথা, আমরা আমাদের জাগরণকে দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করব। তাহ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। এ দু'টির উপর কারো কথাকে প্রাধান্য দেব না। তিনি যেই হোন না কেন।

[চলবে]

Contents

চিকিৎসা জগত

ক্যান্সার প্রতিরোধে ভিটামিন ‘সি’

নিয়মিত ভিটামিন ‘সি’ খেলে ক্যান্সারের হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায়, তেমনি ধূমপানের ক্ষতি থেকেও শরীরকে রক্ষা করা যায় । সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ‘সি’ কোষকে ক্যান্সারে রূপ নিতে বাধা দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ভিটামিন সি’র এন্টি অক্সিডেন্ট ভূমিকাই এখানে মূখ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের ডাঃ ম্যারিওন ডায়েটেরিচ এবং তার সহকর্মীরা ৬৭ জনের উপর গবেষণা শেষে উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন। গবেষণায় অংশ নেয়া স্বেচ্ছাসেবীদের সকলেই ছিলেন অধূমপায়ী। তাদের তিন ভাগে বিভক্ত করে কাজ শুরু করা হয়। তাদের এক গ্রুপকে বলা হয় অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহ কোন ভিটামিন না খেতে। এমনকি ভিটামিন সি’র প্রাকৃতিক উৎস ফল ও শাকসবজি খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়। এরপর এক গ্রুপকে প্রতিদিন ৫০০ মি.গ্রা. করে ভিটামিন ‘সি’ খেতে বলা হয় দু’মাস। এদেরকে ভিটামিন সি’র পাশাপাশি ভিটামিন ‘ই’ এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট আলফা লিপোয়িক এসিড খেতে বলা হয়। তৃতীয় গ্রুপকে দেয়া হয় ডামি পিল। নির্দিষ্ট সময় পর সবার রক্ত পরীক্ষা করা হয়। কোষ নষ্ট হওয়ার বা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস’র নির্দেশক আইসোপ্রোস্টেপের মাত্রা দেখা হয়। দেখা যায়, যারা ভিটামিন ‘সি’ খেয়েছেন তাদের রক্তে এ বিশেষ উপাদান ডামি পিল খাওয়াদের তুলনায় ১১ শতাংশ কমে গেছে। দ্বিতীয় গ্রুপের ক্ষেত্রে কমেছে ১২ শতাংশ। ডাঃ ম্যারিওন বলেছেন, এ গবেষণা থেকে আরো বোঝা গেল যে, পরোক্ষ ধূমপায়ীদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ভিটামিন ‘সি’।

‘বার্কলে স্কুল অব পাবলিক হেলথ’-এর অধ্যাপক গ্লাডিস ব্ল্যাক বলেছেন, এ গবেষণা পরোক্ষ ধূমপায়ীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করল। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকতে তাই খাওয়া উচিত ভিটামিন ‘সি’। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে তিন মিলিয়ন আদিবাসী পরোক্ষ ধূমপানের মুখোমুখি হয়। নিজে ধূমপান না করলেও তারা থেকে যায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে। অধ্যাপক ব্ল্যাক বলেছেন, গবেষণায় দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত না হ’লেও যাদের পরোক্ষ ধূমপান প্রতিরোধের উপায় নেই, তারা আগাম ব্যবস্থা হিসাবে ভিটামিন ‘সি’ ট্যাবলেট বা ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি খেতে পারেন।

তাছাড়া উক্ত গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, ভিটামিন ‘সি’ ক্যান্সারে আক্রান্তের ঝুঁকিও কমিয়ে দিচ্ছে। কয়েক বছর আগে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর গবেষণায় জানা যায়, ভিটামিন ‘সি’ ধূমপায়ীদের ফুসফুসের রোগ আক্রান্তের ঝুঁকি কমায়। তবে দীর্ঘদিন ধূমপান করলে এ সুবিধা পাওয়া যাবে না। তখন এমনিতেই ক্যান্সারসহ নানা রোগে আক্রান্তের আশংকা বেড়ে যায়। সুতরাং ক্যান্সার থেকে রক্ষা পেতে ধূমপান বর্জন আবশ্যক। সেই সাথে প্রয়োজন ভিটামিন ‘সি’ ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ।

দেহগঠনে প্রোটিনযুক্ত খাবার

আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান অ্যামাইনো এসিড। এই অ্যামাইনো এসিড থাকে প্রোটিনের মধ্যে। তাহ’লে প্রোটিন হচ্ছে এক ধরনের অ্যামাইনো এসিড, যা দেহ গঠন ও কোষকলা তৈরীতে সাহায্য করে। সেজন্যই প্রোটিনের এত কদর, এত গুরুত্ব। প্রোটিন প্রধানতঃ দু’রকমের। (১) প্রাণিজ প্রোটিন। যেমনঃ দুধ, ডিম, মাছ, গোশত ইত্যাদি। (২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। যেমনঃ চাল, ডাল, শিম, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি। শরীর গঠনের জন্য মোট ২২ রকমের অ্যামাইনো এসিড লাগে। ২২ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে মানুষের শরীর থেকে তৈরী হয় ১৩ রকমের অ্যামাইনো এসিড। বাকি ৯ ধরনের অ্যামাইনো এসিড শরীর তৈরী করতে পারে না। এগুলো খাবারের মাধ্যমে শরীরে আসে। এই ৯টি অ্যামাইনো এসিডকে ‘এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড’ বলা হয়। ডিম, মাছ, গোশত আর দুধে অর্থাৎ প্রাণিজ প্রোটিনে সবগুলো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড থাকে। সেজন্যই এসব খাবারকে ফার্স্ট ক্লাস কমপ্লিট প্রোটিনের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে চাল, গম, ডাল, শাকসবজি ও ফলে সবক’টি এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তাই এসব নিরামিষ খাবার-দাবারকে এতদিন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবারের পর্যায়ে ফেলা হ’ত। প্রাণিজ প্রোটিনের মূল্য বেশী হওয়ায় বিধাতা গরীবদের জন্যও অল্প মূল্যে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দেখা গেছে, দু’তিনটি নিরামিষ খাবার ঠিক মাত্রায় একত্রিত করে রান্না করলে এতে ফার্স্টক্লাস প্রোটিন সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- চাল ও ডাল একসঙ্গে খিচুড়ি খেলে বা ডাল-ভাত-সবজি একত্রে খেলে তা কোন অংশেই মাছ-ভাত বা গোশত-ভাতের চেয়ে কম হবে না। একইভাবে সয়াবিনের তরকারী, অন্যান্য সবজি ও রুটি খেলে উচ্চমানের প্রোটিনই শরীরে যাবে। পুষ্টিমান বিচার করে দেখা গেছে, গোশত ও মসুর ডালের পুষ্টিমূল্য প্রায় সমান সমান। সব থেকে মজার ব্যাপার হ’ল- মাছ-গোশতের চেয়ে দুধের নেট প্রোটিন ইউটিলাইজেশন বা NPU অনেকটাই বেশী। যেমন- মাছ ও গোশতের NPU যথাক্রমে ৭৮ ও ৭৬, সেই তুলনায় দুধের ৮৫। বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন খাবারের মধ্যে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের প্রোটিন উৎকৃষ্ট। দুধ থেকে তৈরী দই অত্যন্ত উপকারী। দইয়ের প্রোটিন সহজেই হজম হয়। আমাদের অন্ত্রে কোন ক্ষতিকর জীবাণু প্রবেশ করলে দই সেগুলোকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ রাখতেও দইয়ের জুড়ি নেই। তাই দইয়ের প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। সুতরাং আমাদের প্রতিদিনই ১ কাপ পরিমাণ দই খাওয়া উচিত, যা দীর্ঘ এবং নিরোগ জীবন লাভে সাহায্য করবে। সয়াবিন থেকেও দুধ, দই, ছানা ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, যার পুষ্টিমান গরুর দুধ, দইয়ের কাছাকাছি।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

বাউকুল ও আপেল কুলের চাষ

অম্ল-মধুর মিষ্টি স্বাদের জন্য প্রায় সব বয়সের মানুষের কাছে কুল একটি প্রিয় ফল। দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন জাতের কুলগাছ দেখা যায়। আর এই জাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল নারিকেলি, কুমিল্লাকুল, থাইকুল ইত্যাদি। এগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাউকুল ও আপেলকুল। সুস্বাদু, সুমিষ্ট, রং, রস, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও মাধুরী মেশানো দৃষ্টিনন্দন এই ফলটিকে নির্দ্বিধায় বলা চলে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় ফল সম্ভারের মধ্যে এক অভিনব অলংকৃত সংযোজন। বাউকুল ও আপেলকুল চাষাবাদের মাধ্যমে বসতবাড়ির পতিত স্থানগুলো ব্যবহারের পাশাপাশি আমাদের ফলের চাহিদা পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব।

জলবায়ু ও মাটিঃ কুলগাছ সাধারণত অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। এর পারিপার্শ্বিক উপযোগিতাও বেশ ভাল। তবে সাধারণত শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু কুলচাষের জন্য উপযোগী। দো-আঁশ মাটি বাউকুল ও আপেলকুল চাষের জন্য সর্বোত্তম। পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস এ কুল চাষের জন্য অতি প্রয়োজন।

জাত বিশুদ্ধতাঃ ভাল ফলন পেতে হ'লে অবশ্যই সংগৃহীত চারা/কলমের জাতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হ'তে হবে। এজন্য বিশ্বস্ত উৎস থেকে বাউকুল কিংবা আপেলকুলের চারা বা কলম সংগ্রহ করতে হবে।

চারা রোপণঃ কুল বাগানের জন্য ১০-১২ ফুট দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ১২-১৫ দিন আগে কলম/চারার আকৃতি অনুসারে সাধারণত ২.৫´×২.৫´×২.৫´ আকারে গর্ত করে ২৫ কেজি গোবর/কম্পোস্ট, ২০০-২৫০ গ্রাম টিএসপি সমপরিমাণ এমওপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০-১৫০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। গোবর/কম্পোস্ট এবং উপরোক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার গর্তের উপরি ভাগের মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এর দুই সপ্তাহ পর বাউকুল বা আপেলকুলের চারা/কলম রোপণ করতে হবে। চারা/কলম রোপণের পর থেকে নতুন কুঁড়ি/পাতা গজানো পর্যন্ত গাছের দিকে একটু বেশী খেয়াল রাখতে হবে। রোপণকৃত গাছ বা চারা যেন পশু-পাখি কিংবা অন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত না হয়। কলমের ক্ষেত্রে কলম সংযোজন করার স্থানের নীচে অর্থাৎ আগের মাতৃগাছের কোন কুশি/পাতা যেন না গজায়। গজালে সেগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে।

সারঃ আপেলকুল ও বাউকুল গাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হ'লে অবশ্যই বছরে দুই বার গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, সমপরিমাণ টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি সার দিতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। পূর্ণবয়স্ক গাছের জন্য ৩০-৩৫ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার দিতে হবে। দুপুরে যে জায়গা পর্যন্ত গাছের ছায়া পড়ে, সে জায়গায় গাছের গোড়া থেকে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে বাকি জায়গার মাটি কুঁপিয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে উপরোক্ত পরিমাণ সার মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচঃ সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হ'লে পরিমাণমতো পানি সেচ দিতে হবে এবং অতিবৃষ্টি বা বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাইঃ কুলগাছে সাধারণত ফলের মাছি, পোকা, শুঁয়া পোকা শাঁসযুক্ত পাকাকুলের মধ্যে ঢুকে শাঁস খেতে খেতে আঁটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেক সময় আক্রান্ত ফল পচে যায়। শুঁয়া পোকা কচি পাতা থেকে শুরু করে বয়স্ক পাতা খেয়ে অনেক সময় গাছকে নিস্পত্র করে দেয়। লাক্ষাপোকা কচি বিটপে প্রথমে আক্রান্ত করে, পরে সাদাটে লাল পোকাগুলো (লাক্ষা) দ্বারা শাখা-প্রশাখা আক্রান্ত হয়ে শুকাতে থাকে। উপরোক্ত পোকাগুলো দমনে ডেসিস/সিমবুশ প্রতি ১০ লিঃ পানিতে ২৫ মিলি হারে প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া ডাইমেক্রন বা সেবিনও ব্যবহার ফলপ্রসূ হয়। আর সাদা মাছি পোকা দমনে প্রতি লিঃ পানিতে ১০ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার স্প্রে করলে কার্যকারিতা বেশী হয়। কুলগাছে পাউডারি মিলাডিউ ও ফলের পচন রোগ দমনে এক ভাগ বোর্দো মিশ্রণ বা বাম্পানিয়ন প্রতি লিটার পানিতে দুই গ্রাম ভালভাবে মিশিয়ে প্রতি সাত থেকে দশ দিন পরপর দুই-তিনবার স্প্রে করতে হবে।

কুলগাছে বর্তমানে যে রোগটি মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, তা হ'ল শুটি বা মোল্ড রোগ। অর্থাৎ পাতা ও কাণ্ডে কালো কালো দাগ। এটি দমনে ডিটারজেন্ট পাউডার (১০ গ্রাম/১লি. পানি) দিয়ে পাতা ও কাণ্ড ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাইঃ ভাল ফলন পেতে হ'লে অবশ্যই প্রতিবছর কুল সংগ্রহের পর অর্থাৎ মার্চের শেষের দিকে চার-পাঁচ ফুট উচ্চতায় মূল কাণ্ড রেখে বাকি ডালপালা কেটে, কাটা অংশে আলকাতরা দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। এতে করে প্রচুর পরিমাণ নতুন কুঁড়ি বের হবে।

ফলনঃ ভাল যত্ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাউকুল বা আপেলকুলের বাগান থেকে বছরে হেক্টরপ্রতি ৮-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

টবে/অর্ধড্রামে চাষঃ মাটির তৈরী টবে কিংবা অর্ধড্রামে লাভজনকভাবে সফলতার সঙ্গে বাউকুল কিংবা আপেলকুল চাষ করা যায়। এজন্য সমপরিমাণ মাটির সঙ্গে গোবর বা কম্পোস্ট সার ভালভাবে মিশিয়ে চারা/কলম লাগাতে হবে। এতে কোন রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না। তবে লাগানো চারা/কলমে নতুন কচি পাতা বের হয়ে তা পরিপক্ক হওয়ার পর দুই-তিনটি ট্যাবলেট সার (সিলভার ম্যাক্স বা সিলভামিক্স ফোর্ট) গাছের গোড়া থেকে পাঁচ-সাত সেমি দূরে মাটির পাঁচ-সাত সেমি গভীরে পুঁতে দিতে হবে এবং টবে বা ড্রামে বাউকুল/আপেলকুল চাষে সবসময় পরিমাণমতো পানি সেচ ও প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশন করতে হবে।

কবিতা

তিনটি লিমেরিক

- ডঃ মাহফুযুর রহমান আখন্দ
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘুষখোর

ঘুষ ঘুষ জ্বর বয় ঘুষখোর ভাবনায়
অর্থের লোভটাই নিয়ে গেল পাবনায়
পাগলের গারদে
বলে ঘুষ আরো দে
অবশেষে সব গেলো ডাক্তারী খাজনায়।

ভাল মানুষ

বুদ্ধ ধ্যানে চলেন তিনি বুদ্ধিজীবি
দ্বন্দ্ব করে ছন্দে চলেন যুদ্ধজীবি
মানুষ মারার ধ্যান করেন
ঝগড়া ভাল জ্ঞান করেন
তবু তিনি ভাল মানুষ শুদ্ধজীবি।

ধান্দুক

ঝাঁঝ সরিষার তৈল মেখে কান্দে যারা কান্দুক
কান্দে কান্দে পোটলা বান্ধে নিজের মত বান্ধুক
মুখে কথার খই ফোটে
পোড়া ভাগ্যে দই জোটে
ওরা আসল অসৎ মানুষ বর্ণচোরা ধান্দুক।

***

মিথ্যার পরিণাম

- মুহাম্মাদ আবুল কাশেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

বন্দী খাঁচায় সুখ পাখীরা
ফেলছে চোখের জল,
স্বপ্নে আঁকা ফুলশয্যা
কোথায় গেল বল।
ভাবলি নারে দিন ফুরাবে
আসবে মহাকাল,
পিছে আছে মহাশক্তি
ঘটাইবে জঞ্জাল।
আমরাতো নই দেশদ্রোহী
দেশকে ভালবাসি,
মিথ্যা মামলা জুড়ে দিয়ে
করতে চাইলি দোষী।
গযব ডেকে আনলি তোরা
ভাবলি নাকো আগে,
সোনার হরিণ পুষলি তোরা
খাইল নেকড়ে বাঘে।
গুজব করে আনলি গযব
মিথ্যা সত্য বলে,
নিরপরাধ মানুষ ধরে
পুরে দিলি জেলে।
মোদের নেতা ডঃ গালিব
যাইনি আমরা ভুলে
আল্লাহ চাইলে আনব তারে
জেলের তালা খুলে।
ভুল করেছে বন্দী করে
জোট সরকারের দল
সুখসাগরে সোনার তরি
গেল রসাতল।

***

হে মানব

- হাবিলদার মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান
পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী।

মানব মনের চক্ষু খোল
যমদূত যে গিয়েছে ধায়,
শত দ্বার প্রতি রোজ
চেয়ে কেবল হুকুমের প্রতীক্ষায়।
পাইলে সে অনুমতি
ঘটাইবে যে দুর্গতি
ধ্বংস করিবে জানে,
রক্ত দিবে মিশে
পেশী ফেলিবে খসে
বিলীন করিবে মাটির সাথে।
তোমার রবি শশী
ভূ-তলে পড়িবে খসি,
স্বপ্ন হইবে পদতল
টাকা পয়সা গাড়ি-বাড়ী
ভবে থাকিবে পড়ি
মানুষ খুঁজিবে কর্মফল।
পুত্র, কন্যা আপনজন
কাঁদিবে তারা কিছুক্ষণ
পিছে পড়িবে এ ধরণী
যাকে দেখ প্রাণ খুলে
সেও একদিন যাবে ভুলে
সঙ্গী কেবল মানিলে ধর্মের বাণী।

***

ক্ষমতা

- মীযান বিন আব্দুল মান্নান
মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

সুপার শক্তি মহাশক্তি
ছিল যুগে যুগে
তাদের পতন হয়েছে কিন্তু
এই ধরণীর বুকে।
ক্ষমতার বড়াই কর না ভাই
পতন কিন্তু হবে
কুল কিনারা না পেয়ে
ঝাপ দিতে হবে জলে।
সেদিন আর থাকবে না
সাহায্য করার কেউ
চারিদিকে থাকবে শুধু
সমুদ্রের ঢেউ।
দুষ্টু লোকের দুষ্টমী
ফুরাবে একদিন
তাদের কিন্তু হবে দিতে
বকেয়া সব ঋণ।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের (স্বদেশ) সঠিক উত্তর

১। জুয়েল আইচ।

২। সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৩। রাজশাহী।

৪। শাহাবাগ, ঢাকা।

৫। ঢাকা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে পরমাণু বলে।

২। সমুদ্রের পানির নীচ দিয়ে চলাচলকারী এক ধরনের ডুবোজাহাজ।

৩। শব্দের তীব্রতা মাপার যন্ত্র।

৪। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি অল্প সময়ে ছবি ও লেখা পাঠানোর যন্ত্র।

৫। এটি এক প্রকার ঔষধ, যা অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে রোগীকে অজ্ঞান করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)

১। সর্বপ্রথম কে জান্নাতের দরজা খুলবেন?

২। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?

৩। সপ্তম আকাশে অবস্থিত 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা প্রান্ত সীমার বরই গাছের ফল ও পাতা কি ধরনের?

৪। ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কখন এবং কোথায় আসবেন?

৫। জান্নাতবাসীদের মধ্যে নবী-রাসূলগণের পরে কাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। বরফ পানিতে ভাসে কেন?

২। কাঁচা ফল পাকাতে কি ব্যবহৃত হয়?

৩। কোন হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়?

৪। তারা মিটমিট করে কেন?

৫। কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়?

** **সংগ্রহেঃ আব্দুর রশীদ***
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নশিপুর, গাবতলী, বগুড়া ৫ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মারকাযের সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আহসান হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি শিশু-কিশোরদেরকে উন্নত শিক্ষাগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ে আদর্শ নাগরিক হওয়ার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুর রাকীব এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন উক্ত মারকাযের সোনামণি সহ-পরিচালক ঈসা ওমর। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে, হাফিয ছাদীকুল ইসলাম।

নান্দিয়ারপাড়া, ধুনট, বগুড়া ২৬ জুন মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব মৃত সুলাইমান সরকারের বাড়ীতে মহিলা ও সোনামণিদের নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ শামীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি উপস্থিত মহিলাদেরকে উম্মাহাতুল মোমিনীনের ন্যায় আদর্শবতী হওয়ার এবং তাদের সন্তান-সন্ততিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রতি আহ্বান জানান। উপস্থিত সোনামণিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত। তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ বাবু সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মুহাম্মাদ রুবেল সরকার।

সুখ চাই

যাকওয়ান হুসাইন
সোনাতলা, বগুড়া।

চাই না হানাহানি চাই না মারামারি
চাই শুধু সুখ,
আজ কেন মোরা ইসলাম হারা
কুরআন থেকে বিমুখ।
কুরআনের আদর্শে
গড়তে হবে জীবন,
আল্লাহ্‌কে মানতে হবে
ভয় করতে হবে সারাক্ষণ।
আল-কুরআনকে সাথে নিয়ে
চলতে হবে পথ।
আত-তাহরীক সাহায্য করবে
এতে নেই কোন দ্বিমত।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশে প্রথম বুদ্ধিমান রোবট আবিষ্কার

মানুষের কথা বুঝতে পারে এমন একটি বুদ্ধিমান রোবট তৈরী হয়েছে বাংলাদেশে। রোবটটি মানুষের নির্দেশ শোনার সাথে সাথে তা মেনে চলে। তবে তাকে নির্দেশ দিতে হয় ইংরেজীতে। নির্দেশ শোনার সাথে সাথে এটি নির্দেশিত কাজে মন দেয়। মুখে নির্দেশ না দিলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। এছাড়া রোবটটি নিজে নিজে ছবি উঠাতে পারে এবং তা মাদার কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিতে পারে। যে কোন ধরনের অংক লিখে সামনে দিলে তার সমাধান দিতে পারে চট করে। রোবটটির কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটি তৈরী করতে সময় লেগেছে ছয় মাস। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ ধরনের 'ইন্টেলিজেন্স' রোবটের দারুণ কদর রয়েছে। উদ্ভাবিত রোবটটির নাম দেয়া হয়েছে 'স্কিম এইচ'। উদ্ভাবক চার বন্ধুর নামের প্রথম অক্ষর থেকে রোবটটির নামকরণ করা হয়েছে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের একদল মেধাবী ছাত্রের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল এটি। বাংলাদেশে এর আগে 'মেকানিক্যাল' রোবট আবিস্কৃত হ'লেও এই প্রথম 'ইন্টেলিজেন্স' রোবট আবিস্কৃত হ'ল। চারজন ছাত্র এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্পের চার ছাত্র সবাই কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে অধ্যয়নরত। তারা হচ্ছেন- মুহাম্মাদ মিফতাউদ্দীন, কামরুল হাসান কনক, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ ও মুহাম্মাদ আল-ইমরান। এ রোবটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ১৫ হাযার টাকা।

সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা-কলকাতা নিয়মিত ট্রেন চলাচল শুরু

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে শুরু হবে ঢাকা-কলকাতা সরাসরি যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস। সপ্তাহে একদিন করে চলবে দু'দেশের ট্রেন। বাংলাদেশ পাবে দু'দেশের টিকিট বিক্রির মোট রাজস্বের শতকরা ৭৫ এবং ভারত পাবে ২৫ শতাংশ। দু'দেশের প্রতি ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা হবে ৩৮০ জন। ঢাকা-কলকাতা ট্রেনের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে শোভন চেয়ার ৮ ডলার, এসি স্নিগ্ধা ১২ ডলার এবং এসি স্পিলার ২০ ডলার।

গত ৯-১০ জুলাই দু'দিনব্যাপী দু'দেশের প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে শেষ হয়। রেলভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এটিকেএম ইসমাঈল এবং ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ.ই. আহমাদ।

এদিকে ভারত-বাংলাদেশ সরাসরি ট্রেন চলাচলের স্বার্থে বর্তমান যমুনা সেতুর পাশেই সম্পূর্ণ পৃথক একটি রেল সেতু নির্মিত হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়। ভারত-বাংলাদেশ সরাসরি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে সরাসরি কন্টেইনার ট্রেন চালুর উদ্দেশ্যেই এই নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই সন্ধ্যা ৬-টায় 'মৈত্রী' ট্রেন ভারতের স্বরাষ্ট্র, রেল, শুল্ক, সীমান্তরক্ষী ও গোয়েন্দা সংস্থা মিলে ৩০ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে এসে পৌঁছে। সেখানে তাদেরকে স্বাগত জানান যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শফীক আহমাদ, রেলওয়ের ডিজি বেলায়েত হোসেন সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

জাপান বাংলাদেশকে ২ হাযার কোটি টাকা ঋণ দেবে

জাপান বাংলাদেশে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২৯ কোটি ১০ লাখ ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২ হাযার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসায়ুকি ইনো গত ২৭ জুন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদের সঙ্গে তার দফতরে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ প্রতিশ্রুতি দেন। ইনো বলেন, নতুন হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৩৬০ মেগাওয়াট উন্নয়ন প্রকল্প (পর্যায়-১), ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প ও পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন ঋণ প্যাকেজের আওতায় তার সরকার এ ঋণ দেবে।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ৭শ' কোটি টাকা ঋণ দেবেঃ

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৭শ' কোটি টাকার (১০০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ দেবে। এ ব্যাপারে গত ২৩ জুন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার সুপারিশ

বাংলাদেশকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী অনেক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তা শিল্প পার্কও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়বে। যা 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গৌল' (এমডিজি) লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। বিশ্বব্যাংকের মতে, দেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। গত ৪ জুলাই স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত 'অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ বাংলাদেশের জন্য যথার্থ কি'? শীর্ষক সেমিনারে শিল্প উপদেষ্টা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী এ কথা বলেন। বিশ্বব্যাংক, আইএফসি ও বিনিয়োগ বোর্ড যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

Contents

পাসপোর্টের মেয়াদ দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ১০ বছর মেয়াদী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পাসপোর্টের নবায়ণ ঝামেলা এড়াতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৬৪ পৃষ্ঠার এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৪৮ পৃষ্ঠার পাসপোর্ট দেয়া হবে। গত ৪ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাসপোর্ট ইস্যু সহজীকরণ সংক্রান্ত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে স্বরাষ্ট্র সচিব আব্দুল করীম সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি আরো জানান, ১৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ছাড়াও আরো ১৭টি যেলা থেকে পাসপোর্ট ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যেলা প্রশাসনের পক্ষে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এই পাসপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যাংকের মাধ্যমে পাসপোর্ট ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ব্যাংক এ কাজের জন্য ২০০ টাকা ফি আদায় করবে।

মোবাইলে বাংলা অভিধান!

দেশীয় আইটি ফার্ম 'বেঙ্গল আইটি নেট'-এর এক অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন মোবাইল ফোনের জন্য বাংলা অভিধান 'হাতের মুঠোয় বাংলা'। খুব শীঘ্রই হাযার পৃষ্ঠার অতিপরিচিত সুবিশাল বাংলা অভিধানটি চলে আসছে আপনার মোবাইলে। সফটওয়্যারটির ব্যবহার প্রচলিত অভিধান বই-এর চেয়ে অনেক বেশী সহজ এবং মজার। সফটওয়্যারটির অন্যতম সুবিধা হচ্ছে আপনার মোবাইল ফোনে বাংলা ফন্ট না থাকলেও আপনি বাংলা দেখতে পারবেন খুব সহজে। অফিস-আদালত এমনকি চলার পথে এটি আপনার সাথে থাকবে। যে কোন Java Eanble মোবাইল সেটেই সফটওয়্যারটি চলবে। বেঙ্গল আইটি. নেট-এর উদ্ভাবিত এ সফটওয়্যারটিই দেশে এ ধরনের প্রথম সফটওয়্যার।

আইভরিকোষ্টে ২৫০ বাংলাদেশী পুলিশের শান্তিরক্ষা পদক লাভ

আইভরিকোষ্টে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলিশের ২৫০ জন শান্তিরক্ষীকে জাতিসংঘ 'শান্তিরক্ষা পদক' প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি আইভরিকোষ্ট মিশনের বোয়াকে ক্যাম্পাসের ব্যান এফপিইউ-১ সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদক দেয়া হয়। জাতিসংঘ পুলিশের বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার ওয়েল এ মুট এ পদক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের মহা-পরিদর্শক (আইজিপি) নূর মুহাম্মাদ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে কসোভো, লাইবেরিয়া, কঙ্গো, সূদান, তিমুরসহ বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে ৭৮৮ পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছে।

এদিকে সম্প্রতি আইভরিকোষ্টের লাজাক্রো গ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার রফীককে আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হয়েছে সম্মানিত 'কিং' (রাজা) পদবী। শান্তিরক্ষায় সেনাবাহিনীর সাহসী ভূমিকা ও মানবসেবায় মুগ্ধ হয়ে গ্রামের কিংয়ের নির্দেশে এই আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। আইভরিয়ানদের কাছে গ্রামের 'কিং' (রাজা) হ'ল সর্বেসর্বা। তাদের ভাষায় কিংয়ের হুকুমের বাইরে এখানে গাছের পাতাও নড়ে না। কিংয়ের নির্দেশেই আইন বলে মানেন আইভরিকোষ্টের গ্রামবাসী। কিং পদবী ইচ্ছা করলেই কাউকে দেয়া যায় না। গ্রামবাসীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রামের কিং কাউকে এই পদবীতে সম্মানিত করার ক্ষমতা রাখেন।

ছয় মাস ইলিশ রফতানী নিষিদ্ধ

আগামী ৬ মাস ইলিশ মাছ রফতানী ও মজুদ করা যাবে না। ইলিশ মাছের দাম কমানো এবং এর চাহিদা মেটাতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত ৪ জুলাই মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ উপদেষ্টা ডঃ সিএস করিম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় জানানো হয়, বাজারে ইলিশের সরবরাহ যথেষ্ট থাকলেও দাম কমছে না। অবৈধ পথে প্রচুর ইলিশ পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হচ্ছে। স্থানীয় বাজারে দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। সভায় উপদেষ্টা ব্যবসায়ীদের ইলিশের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার আহ্বান জানান।

ডাক্তারদের ফী নির্ধারণ করে দেয়া হবে

এখন থেকে আর লাগামহীনভাবে ফী নিতে পারবেন না চিকিৎসকরা। প্রত্যেক চিকিৎসকের ফী নির্ধারণ করে দেয়া হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী নির্ধারিত অংকের বেশী ভিজিট নিলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হবে। গত ১০ জুলাই জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এএসএম মতীউর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের ফী নির্ধারণ করার জন্য ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করে চিকিৎসকদের ফি নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন হচ্ছে

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অভিন্ন আইন তৈরী হচ্ছে। এ আইনে ক্যাম্পাসের ভেতরে শিক্ষক রাজনীতি সীমিত করার বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, ডীনসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির নির্বাচন নিরুৎসাহিত করা হবে। নির্বাচনের পরিবর্তে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এসব পদে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হবে। গত ১৫ জুলাই শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা উপদেষ্টা সভা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, আইনের খসড়া তৈরী হচ্ছে। চূড়ান্ত হওয়ার পরে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। এরপরই তা বাস্তবায়ন করা হবে।

Contents

বিদেশ

মেক্সিকোর স্লিম হেলু বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের

পরপর বেশ ক'বছর মাইক্রোসফ্টের জনক বিল গেটস ছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের। 'ফর্বস' ম্যাগাজিনের জরিপে এবার লেবানিজ বংশোদ্ভূত মেক্সিকোর অভিবাসী নাগরিক কার্লোস স্লিম হেলু তাকে টপকে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর আসনটি দখল করেছেন। মেক্সিকোর ধনকুবের কার্লোস স্লিমের টেলিকমিউনিকেশন ফার্ম 'আমেরিকা মোবিল'-এর সম্পদ রকেটের গতিতে গেটসকে ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া স্লিম ল্যাটিন আমেরিকার বৃহত্তম মোবাইল ফোন কোম্পানির ৩৩ শতাংশ শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করেন। তার সম্পদের পরিমাণ ৬৭.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফবর্স ম্যাগাজিনের দাবী স্লিম এবং গেটসের সম্পদের ব্যবধান প্রায় নয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে বিল গেটস দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন।

গর্ডন ব্রাউন ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ১০ বছর ক্ষমতাসীন থাকার পর গত ২৭ জুন পদত্যাগ করেছেন। বাকিংহাম প্যালেসে এক প্রাইভেট বৈঠকে তিনি রাণী এলিজাবেথের কাছে তার পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন। টনি ব্লেয়ার পার্লামেন্টের সদস্যপদেও ইস্তফা দিয়েছেন। তার মন্ত্রীসভার দীর্ঘকালের অর্থমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঐ দিনই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৭ বছরে এই প্রথম ব্রিটেনের কোন প্রধানমন্ত্রী সাধারণ নির্বাচন ছাড়াই এই পদে বরিত হ'লেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পরের দিন ২৮ জুন গর্ডন ব্রাউন তার মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন ডেভিড মিলিব্যান্ড (৪১), অর্থমন্ত্রী আলিষ্টেয়ার ডার্লিং (৫৩), পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এলান জনসন, বিনিয়োগ ও পেনশন মন্ত্রী হ'লেন পিটার হেইন। এ মন্ত্রীসভায় দুই ভাই এড ও ডেভিড মিলিব্যান্ড এবং স্বামী-স্ত্রী এড বলস ও ইভেট্রে কুপার মন্ত্রীপদ পেলেন। নয়া মন্ত্রীসভায় ৫ জন মহিলা পূর্ণমন্ত্রী রয়েছেন। এরা হচ্ছেন- টেস জোরেল, ইভেট্রে কুপার, ব্যারোলেস স্কটল্যান্ড ও বেডারলি হেগস।

বিশ্বের নতুন সপ্তাশ্চর্য

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নতুন সাত আশ্চর্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের স্টেডিয়ামে গত ৭ জুলাই রাতে অনুষ্ঠিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে প্রায় ১০ কোটি ভোটে নির্বাচিত সাত আশ্চর্যের এই নাম ঘোষণা করা হয়। এই সাত আশ্চর্যে স্থান পেয়েছে চীনের মহাপ্রাচীর, জর্ডানের পেট্রা সিটি, ব্রাজিলের খৃষ্ট অনুশোচনা মূর্তি, পেরুর ইনকা সাম্রাজ্যের মাচুপিচু, মেক্সিকোর জায়া সভ্যতার চিচেন ইতজা পিরামিড, রোমের অপেরা হাউস ও আগ্রার তাজমহল। 'দ্য নিউ সেভেন ওয়ান্ডারস ফাউন্ডেশন' নামের সুইজারল্যান্ডের একটি সংগঠন এই ভোটাভুটি পরিচালনা করে। সারাবিশ্ব থেকে উৎসুক মানুষ ইন্টারনেট, সেলফোন এবং টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে এই ভোটাভুটিতে অংশ নেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ১০ বছরে ২শ' কোটি মানুষ দেশান্তরিত হবে

২৫ দেশের ২০০ পরিবেশ বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত একটি গবেষণা টিমের প্রতিবেদনে আগামী ১০ বছরে বিশ্বের প্রায় দুই বিলিয়ন তথা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দেশান্তরিত হবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের এ ভয়াবহতা অব্যাহত থাকলে গরীব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হবে ৫ কোটি লোক। ২৮ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে উপরোক্ত গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা রিপোর্টে আরো বলা হয়, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এ মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ভূমির খুব বেশী ব্যবহার এবং অটেকসই সেচ কার্যক্রম পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মাটির উৎপাদনশীলতার অবনতি ঘটার প্রধান কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়, বনাঞ্চলকে শুষ্ক এলাকায় পরিণত করতে উৎসাহিত করার মত নয়া কৃষিরীতি হচ্ছে একটি সাদাসিধে ব্যবস্থা, যা বায়ুমণ্ডল থেকে আরো কার্বণ অপসারণ করতে পারে এবং মরুকরণের হাত থেকে অধিবাসীদের বাঁচাতে পারে।

আয়ারল্যান্ডে প্রথমবারের মত কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র নির্বাচিত

আয়ারল্যান্ডে প্রথম বারের মত রোতিমি এতবারি নামের একজন নিগ্রো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি গত ৭ বছর আগে নাইজেরিয়া থেকে অভিবাসী হিসাবে সেখানে গমন করেছিলেন। একটি ধর্মপ্রচারক দলের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের লাওইস কাউন্টিতে। অল্প দিনের মধ্যে সেখানে তিনি তার স্ত্রী ও পরিজনকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ২০০৪ সালে রোতিমি লাওইস কাউন্টির লোকাল নির্বাচনে কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর তিনি সেবা ও সততার জন্য অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গত ২৮ জুনের নির্বাচনে রোতিমি কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

বিশ্বের মোট সম্পদের এক চতুর্থাংশ ৯৫ লাখ ধনীর দখলে

সারা বিশ্বে ধনীদের সম্পদের পরিমাণ গত বছরের চেয়ে ১১% বেড়েছে। এর ফলে ধনীদের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭.২ ট্রিলিয়ন ডলারে। বিগত ৭ বছরের মধ্যে গত বছরই সবচেয়ে বেশী সম্পদ গড়েছেন ধনীরা। 'মেরিল লিন্স এন্ড ক্যাপজিমেলি গ্রুপ' কর্তৃক বিশ্বব্যাপী পরিচালিত এক জরিপে আরো জানা যায়, গত বছর সারা বিশ্বে ৯৫ লাখ লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের মালিক। তাদের বাড়ীর মূল্যকে এর সাথে যুক্ত করা হয়নি। জরিপে আরো জানা যায়, সারা বিশ্বে যত ধন-সম্পদ রয়েছে, তার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে ৯৫ লাখ ধনীর দখলে।

গুয়ান্তানামোর বন্দীরা আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট তার পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এখন কিউবার গুয়ান্তামো-বে কারাগারে বন্দীদের আপীল শুনানীর জন্য

গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। ফলে বিনা বিচারে সন্দেহজনকভাবে ঐ কারাগারে আটকে রাখা শত শত বন্দী এখন তাদের আটকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে আদালত তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। হোফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক এবং বন্দীদের পক্ষের আইন উপদেষ্টা এরিক ফ্রিডম্যান বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন গুয়ান্তানামো বে-এর বন্দীদের জন্য বড় ধরনের বিজয়। উল্লেখ্য, এখানে বর্তমানে ৩৭৫ জন বন্দী প্রায় ৬ বছর ধরে আটক রয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস অব আফ্রিকা গঠনে আফ্রিকার নেতৃবৃন্দের মতৈক্য

আফ্রিকান ইউনিয়নের ৫৩টি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন গত ৩ জুলাই শেষ হয়েছে। সম্মেলনে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে অধিকাংশ রাষ্ট্রই একমত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। দীর্ঘ মেয়াদে এই সরকার গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। সম্ভাব্য সরকার কি ধরনের হবে সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। সেটা কি 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা'র মত হবে, নাকি 'ইউরোপীয় ইউনিয়নে'র মত হবে সে ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ মনে করেন, তারা অন্য কোন ইউনিয়নের নকল করবেন না। আফ্রিকা মহাদেশের বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তারা একক সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা করবেন।

আক্রায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ঘানার প্রেসিডেন্ট জন কাফোর বলেন, তারা ৪টি কমিশন গঠন করেছেন। এসব কমিশন তাদের রিপোর্ট রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি কমিটির কাছে পাঠাবে। কমিটি রিপোর্টের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ পেশ করবে। আগামী বছরের জানুয়ারীতে আফ্রিকান ইউনিয়নের পার্লামেন্টের সাধারণ অধিবেশনে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ইউরোপীয়দের ছুটি বেশী

মার্কিনীদের চেয়ে ইউরোপীয়রাই বেশী ছুটি ভোগ করে। ইউরোপীয় রাষ্ট্র ফিনল্যান্ডের কর্মচারীরাই বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ছুটি পায় বছরে ৬ সপ্তাহ। এরপর রয়েছে ফ্রান্সের কর্মচারীরা। সম্প্রতি 'ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন ইনস্টিটিউটে'র এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যেখানে কর্মচারীদের সংবিধিবদ্ধ কোন ছুটি নেই। বাস্তবে তারা ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক কম ছুটি ভোগ করে।

তেল সম্পদের জন্য ইরাকে অভিযান চালানো হয়

-অস্ট্রেলীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রেনদান নেলসন স্বীকার করেছেন যে, ২০০৩ সালে ইরাক অভিযানের পেছনে ছিল তেল সম্পদ। এ বিষয়টি এখন সারাবিশ্বের লাখ লাখ লোকের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। বিবিসি'র দেয়া তথ্যানুযায়ী নেলসন ঘোষণা করেন যে, ইরাকে অস্ট্রেলীয় সৈন্যদের জড়িত করার প্রধান কারণ ছিল তেল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা। নেলসন এক রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, স্পষ্টত শুধু ইরাকই নয়; বরং মধ্যপ্রাচ্যের গোটা এলাকা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে জ্বালানি বিশেষ করে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সকলকে এখন ভাবতে হবে ইরাক থেকে আগাম সৈন্য সরিয়ে নিলে কি ফল হ'তে পারে। নেলসনের এই স্বীকৃতি অস্ট্রেলীয় সরকারের কোন কর্মকর্তার কিংবা পশ্চিমা কোন নেতার তরফ থেকে প্রথম স্বীকৃতি যে, ইরাক অভিযানের ক্ষেত্রে তেল সম্পদই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দুর্নীতির দায়ে চীনে সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

দুর্নীতির দায়ে চীনের রাষ্ট্রীয় খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের সাবেক প্রধান ঝেং জিয়াও ইউ'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। চীনের 'সুপ্রীম পিপলস কোর্টে'র অনুমোদনের পর গত ১০ জুলাই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। শত শত ওষুধের অনুমতিদানের বিনিময়ে সাড়ে ৮ লাখ ডলার ঘুষ নেয়ার দায়ে গত মে মাসে ঝেং দোষী সাব্যস্ত হ'লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। উল্লেখ্য, অনুমতি দেয়া ওষুধের মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। ঝেং তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। কিন্তু জুনের মাঝামাঝি তার আপিলের শুনানির পরপরই তা খারিজ করে দেয়া হয়। ঝেংকে ২০০৫ সালে বরখাস্তের পর পর চীনা সরকার ঐ সংস্থায় তার কার্যকালে অনুমতি দেয়া হয় এরূপ প্রায় এক লাখ ৭০ হাযার মেডিকেল লাইসেন্স যরূরী ভিত্তিতে পর্যালোচনার নির্দেশ দেয়।

বিশ্বের সবচেয়ে মোটা মানুষ ম্যানুয়েল ইউরিব

বিশ্বের সবচেয়ে মোটা মানুষ হিসাবে ৫৬০ কিলোগ্রাম (১ হাযার ২৩৪ পাউন্ড) ওযনবিশিষ্ট এক মেক্সিকান নাগরিক গিনেজ বুকে নাম লেখাতে যাচ্ছে। ২০০ কিলোগ্রাম (৪১০ পাউন্ড) ওযন কমাবার পরও ম্যানুয়েল ইউরিব এই রেকর্ড গড়তে যাচ্ছেন। তিনি এএফপিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বিশ্বের মোটা মানুষ হিসাবে গিনেজ বুকে নাম ওঠায় আমি আনন্দিত এবং আমার ওযন কমাতেও আমি খুশী'।

প্রতিভা পাতিল ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট

ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রতিভা পাতিলকে দেশটির ১৩তম প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত ঘোষণা করেছে। ভারতের ক্ষমতাসীন জোটের মনোনয়ন লাভের আগে ৭২ বছর বয়সী প্রতিভা পাতিল রাজস্থান রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর গত ছয় দশকের মধ্যে তিনিই হ'লেন ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। বিরোধী প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট ভৈর সিং সেখোয়াতকে হারিয়ে তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তিনি দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছেন। তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এদিকে গত ২৫ জুলাই ভারতের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রতিভা পাতিল পার্লামেন্টে শপথ গ্রহণ করেছেন।

Contents

মুসলিম জাহান

লাল মসজিদ ট্র্যাজেডি

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের লাল মসজিদ কমপ্লেক্সের ইমাম আব্দুর রশীদ গাযীর সঙ্গে ৯ জুলাই সরকারী প্রতিনিধিদের সমঝোতা আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর সেদেশের সেনাবাহিনী মসজিদ ভবনে 'অপারেশন সাইলেন্স' নামে ঝটিকা অভিযান চালায়। উল্লেখ্য, আব্দুর রশীদ গাযী অস্ত্র বিরতি এবং তাদের কাউকে আটক করা হবে না শর্তের প্রেক্ষিতে আত্মসমর্পনে সম্মত হন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এসব শর্ত নাকচ করে দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে মোট ১০২ জন নিহত ও ২৪৮ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১১ জন সেনা সদস্য রয়েছে। এ সংঘর্ষে আব্দুর রশীদ গাযীও নিহত হয়েছেন। প্রায় ৫০ জন মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করা হয় এবং ২৭ শিশুসহ প্রায় ১শ' জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাছাড়া চূড়ান্ত অভিযানের পূর্বে সেনাবাহিনী সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলি করলে ১ হাযার ছাত্র নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অভিযানের সময় সেনাবাহিনী পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

উল্লেখ্য, গত ৩ জুলাই মাদরাসার অন্তত দেড়শ' ছাত্র মসজিদের নিকটবর্তী একটি পুলিশ চেকপোষ্টে হামলা করলে সহিংসতা শুরু হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐদিন থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী মসজিদ কমপ্লেক্সকে অবরোধ করে রাখে এবং মসজিদের ইমাম আব্দুল আযীয ও ডেপুটি ইমাম আব্দুর রশীদ গাযীকে তাদের দলবল নিয়ে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু আব্দুর রশীদ গাযী আত্মসমর্পণ না করে শহীদ হওয়ার ঘোষণা দেন। ফলে তার সাথে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর জেনারেল মোশাররফ চূড়ান্ত হামলার নির্দেশ দেন। অবশেষে ১১ জুলাই মসজিদ কমপ্লেক্স সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ঘটনার যবনিকাপাত ঘটে। তাছাড়া লাল মসজিদের ইমাম আব্দুর রশীদ গাযী ও তার অনুসারীরা কিছুদিন ধরে পাকিস্তানে শরী'আহ ভিত্তিক শাসন কায়েমের দাবী করে আসছিলেন।

এদিকে এই হামলার ঘটনায় গোটা পাকিস্তানের জনগণ ফুঁসে উঠেছে। উপজাতীয়রা এ হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। প্রতিদিন সেখানে হাযার হাযার লোক এ ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে মিছিল-সমাবেশ করছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রতিনিয়ত সহিংসতা ঘটছে। বিস্ফোরিত হচ্ছে বোমা। নিহত হচ্ছে অসংখ্য লোকজন।

মধ্যপাচ্যের সর্বাধিক জনবহুল শহর দুবাই

সংযুক্ত আরব আমীরাতের দ্রুত বিকাশমান দুবাই মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক জনবহুল নগরী। দুবাইয়ের বিতর্কিত টোল সড়ক চালুর প্রাক্কালে ৩০ জুন প্রকাশিত এক জরিপ থেকে একথা জানা যায়। গালফ ট্যালেন্ট ডট কম পরিচালিত এ জরিপ মতে, দুবাইয়ে কর্মজীবীদের প্রতিদিন যাতায়াতে গড়ে প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ব্যয় হয়। জরিপে বলা হয়, অপেক্ষাকৃত কম বাসা ভাড়ার জন্য যারা প্রতিবেশী শারজা শহরে বাস করেন প্রতিদিন যাতায়াতে তাদের গড়ে ২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ব্যয় হয়। মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি প্রধান শহরে ৫ হাযার কর্মজীবীর উপর এই জরিপ চালানো হয়। জরিপে আরো দেখা যায়, দুবাইয়ে গাড়ী পার্কিং-এর মারাত্মক সমস্যা রয়েছে।

বেলুচিস্তানে বন্যা ও বৃষ্টিতে ২ লাখ লোক গৃহহারা

পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে বন্যা ও প্রবল বৃষ্টিতে ৬০ জন মারা গেছে এবং ২ লাখ লোক হয়ে পড়েছে গৃহহীন। ত্রাণ কমিশনার আলী গুল কুর্দ জানান, ১০টি যেলার শত শত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। প্রায় ১৫ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৯০ ভাগ ফসল বিনষ্ট, বহু গবাদি পশু মারা গেছে এবং ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন মারা গেছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড় 'ইয়েমীন' বেলুচিস্তানের উপকূলীয় এলাকা এবং দক্ষিণ সিন্ধু প্রদেশে আঘাত হানে। ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নৌবাহিনীর বোট, হেলিকপ্টার এবং বিমান উপদ্রুত এলাকায় খাবার, তাঁবু, কম্বল ও ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। নৌবাহিনী, সেনা ও বিমান বাহিনী উপকূলীয় শহর গদর, পাসনি এবং ওরমারায় কাজ করছে।

ইরানে জ্বালানি রেশনিংয়ের সাফল্য

বিশ্বের চতুর্থ তেলসমৃদ্ধ দেশ ইরানে সম্প্রতি জ্বালানি তেলের রেশনিং পদ্ধতি চালু হওয়ার ইতিবাচক ফল ফলতে শুরু করেছে। ব্যক্তিগত গাড়ীগুলোর চালক মালিকেরা দিনে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি তেলই পাবে, তাই কোনভাবেই বেশী তেল ক্রয় কিংবা ব্যবহার করতে পারছে না। এর প্রেক্ষিতে পেট্রোল ব্যবহার বেশ হ্রাস পেয়েছে। প্রতিদিন সে দেশে বেঁচে যাচ্ছে ৬ মিলিয়ন লিটার জ্বালানি তেল।

ইসরাঈল ফিলিস্তীনে শতাধিক মসজিদ ধ্বংস করেছে

ইসরাঈল ফিলিস্তীনে শতাধিক মসজিদ ধ্বংস করেছে। ইসরাঈলের 'হারেৎজ' পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী জেনারেল মোশে দায়ান যখন তরুণ লেঃ কর্ণেল ছিলেন তখন তিনি মসজিদগুলো গুঁড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে হোসাইন (রাঃ) মসজিদও রয়েছে। পত্রিকাটি আরো জানায়, মাজদালে (বর্তমানে আসক্বালানে) মাশহাদ নবী

Contents

হোসাইন মসজিদ, যেখানে হাসান (রাঃ)-কে দাফন করা হয় বলে ইতিহাসে উল্লেখ হয়েছে, সেটিও ধ্বংস করা হয়। ১১ শতকের এই ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতেও ইসরাঈল কুণ্ঠিত হয়নি। মাশহাদ নবী মসজিদটি সীমান্ত অভিযানের নামে ইচ্ছা করে ধ্বংস করা হয়। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় ইয়াভনেই এবং অপরটি পার্শ্ববর্তী ভূমধ্যসাগরীয় নগরী আশদদে। ফিলিস্তীনে যে ১৬০টি মসজিদ ছিল ইসরাঈল সেখানকার গ্রামগুলো দখলে নেয়ার পর মাত্র ৪০টি মসজিদ অবশিষ্ট রয়েছে। ইসরাঈলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইসলামের আরও অনেক পবিত্র স্থান সে সময় ধ্বংস করা হয়।

রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসকারী প্রথম দেশ আলবেনিয়া

আলবেনিয়া হচ্ছে বিশ্বে রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসকারী প্রথম দেশ। ১৩ জুলাই রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (ওপিসিডব্লিউ) হেগ-এ তাদের সদর দফতর থেকে একথা জানিয়েছে। ওপিসিউব্লিউ'র এক বিবৃতিতে বলা হয়, রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূল সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ১৮২টি দেশের অন্যতম দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এই দেশ ১৬ দশমিক ৭ মেট্রিকটন অস্ত্র ধ্বংস করেছে।

দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ ল্যাব নির্মাণ করবে মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া সরকার গত ১৫ জুলাই জানিয়েছে, তারা একটি পরমাণু পর্যবেক্ষণ ল্যাব স্থাপন করবে। এ ল্যাবরেটরির নাম দেয়া হয়েছে দক্ষিণ এশীয় পরমাণু পর্যবেক্ষণ ল্যাব। এ ল্যাবরেটরির কাজ হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরমাণু গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করা। এটি নির্মাণ করতে ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার ব্যয় হবে। নির্মাণে সময় লাগবে কমপক্ষে ৩ বছর। ল্যাবরেটরীতে কাজ করবেন মালয়েশিয়ার ৬৬ জন বিজ্ঞানী।

তুরস্কে ইসলামপন্থী একেপি পার্টির নিরঙ্কুশ বিজয়

প্রায় সাড়ে ৭ কোটি সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তুরস্কের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। একেপি পার্টি ৫৫০ আসনের তুর্কী পার্লামেন্টে ৩৪১টি আসন পেয়েছে। অপর দিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (সিএইচপি) ১১২টি আসন, ডানপন্থী ন্যাশনালিষ্ট অ্যাকশন পার্টি (এমএইচপি) ৭০টি আসন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৭টি আসন লাভ করে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পার্লামেন্ট বার বার ব্যর্থ হওয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী এরদোগান আগাম নির্বাচন নে। ৪ কোটি ২০ লাখ ভোটার ৫৫০ টি পার্লামেন্ট আসনের জন্য ভোট দেন। ১৪টি দল এতে অংশ নেয়।

মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের হুমকির মুখে এক জটিল সন্ধিক্ষণে একেপি পার্টির বিজয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে তুর্কী জনগণের ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের বিজয়।

পাকিস্তানে অপসারিত প্রধান বিচারপতি পুনর্বহাল

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট অপসারিত প্রধান বিচারপতি ইখতিফার মুহাম্মাদ চৌধুরীকে পুনর্বহাল করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের আনীত অসাদচরণের অভিযোগ বাতিল করে দিয়েছেন। গত ২০ জুলাই সুপ্রীম কোর্টের ১৩ সদস্যের বিচারক প্যানেল এই রায় দেন। প্রেসিডেন্ট মোশাররফ এই রায় মেনে নিয়ে বলেছেন, 'সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সম্মান করা হবে ও মেনে চলা হবে'। উল্লেখ্য, বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরীকে গত ৯ মার্চ সাসপেন্ড করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি তার পুত্রের জন্য পুলিশ বিভাগে চাকরি পেতে এবং নিজের জন্য সুযোগ-সুবিধা পেতে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। মোশাররফের সাসপেনশন আদেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি চৌধুরীর আপীলের উপর ৪৩ দিনের শুনানি শেষে ১০-৩ ভোটে বিচারক প্যানেল চৌধুরীর পক্ষে রায় দেন।

এই রায় পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল মোশাররফের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজনৈতিক আঘাত এবং বিচার বিভাগের জন্য অনন্য সাধারণ বিজয় বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা। ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন তিনি। এর ফলে আগামী নির্বাচনে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভিডিও গেম খেললে পড়াশুনা ও হোমওয়ার্কের আগ্রহ কমে যায়

যেসব কিশোর-কিশোরী ভিডিও গেম খেলে না, তাদের তুলনায় যারা ভিডিও গেম খেলে তারা পড়াশুনা ও হোমওয়ার্কে কম সময় দেয়। গত ২ জুলাই প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। ভিডিও গেম খেলে এরকম কিশোর-কিশোরীরা পড়াশুনায় ৩০ শতাংশ এবং হোমওয়ার্কে ৩৪ শতাংশ কম সময় ব্যয় করে। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এক রিপোর্টে একথা বলা হয়। সমীক্ষাটি চালানো হয় ১ হাযার ৪শ' ৯১ জন কিশোর-কিশোরীর উপর।

কাগজের মতো পাতলা মনিটর

সম্প্রতি টিভি ও মোবাইল ফোনের জন্য কাগজের মতো পাতলা মনিটর তৈরী করেছে সনি কর্পোরেশন। ২.৫ ইঞ্চি পর্দাটি মাত্র ০.৩ মিলিমিটার (০.১ ইঞ্চি) পুরু, যা ইচ্ছামতো বাঁকানোও যায়। পর্দাটি আরো বড় ও মজবুত এবং উৎপাদন খরচ কমানোর প্রচেষ্টাতেই তারা এখন অধিক জোর দিচ্ছেন।

বিদ্যুৎ লাইনে সৌরবিদ্যুৎ সঞ্চালন পদ্ধতি উদ্ভাবন

দেশে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে সৌরবিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'রুফটপ গ্রিড-কানেকটেড পিভি পাওয়ার সিষ্টেম' নামক প্রকল্পের আওতায় তারা এটা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন।

খেজুর থেকে জ্বালানি!

ওমানী একটি কোম্পানী পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে খেজুরের নির্যাস থেকে গাড়ীতে ব্যবহারের জন্য জৈব জ্বালানি তৈরীতে সফল হয়েছে। ওমানে এখন ৩০টিরও বেশী গাড়ী খেজুর থেকে তৈরী জৈব জ্বালানির সাহায্যে চালানো হচ্ছে। মুহাম্মাদ আল-হারেছী এই জ্বালানির উদ্ভাবক। হারেছী বলেছেন, যানগুলোর ৮৫ শতাংশ এই জৈব জ্বালানি দিয়ে ও ১৫ শতাংশ পেট্রোলের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনকে কনভার্ট করার প্রয়োজন হয় না।

মহাকাশে হোটেল তৈরী!

বিশ্বের প্রথম মহাকাশ হোটেলের সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রাশিয়া গত ২৮ জুন জেনেসিস-২ নামের একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। চিন্তাটি লাসভেগাস হোটেলের মালিক ও মার্কিন ধনকুবের রবার্ট মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি ২০১১ সাল নাগাদ হোটেলের নির্মাণ কাজ শুরু করতে আগ্রহী। এতে খরচ পড়বে আনুমানিক ৫০ কোটি ডলার।

টয়লেটের মূল্য দুই কোটি ডলার!

মহাকাশে মলমূত্র ত্যাগ করার মূল্য অনেক। মহাকাশে ব্যবহারোপযোগী টয়লেট তৈরীর খরচের বহর দেখে শেষ পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি ডলার (১৯ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে একটি টয়লেট সিষ্টেম কিনতে বাধ্য হ'ল নাসা। এই পরিমাণ টাকা দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মিউনিসিপ্যাল ট্রিটমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব। এই টয়লেটটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ ষ্টেশনের মার্কিন অংশে স্থাপন করা হবে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ ষ্টেশনে বর্তমানে একটি টয়লেট রয়েছে। এটি রাশিয়ার অংশে। ষ্টেশনের রুশ ও মার্কিন সব নভোচারীই এই একটি টয়লেটই এতদিন ব্যবহার করে আসছিল। স্পেস টয়লেট পৃথিবীর প্রচলিত টয়লেটের মতো দেখতে হ'লেও এর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ওযনহীন অবস্থায় নভোচারীরা যাতে ঠিকমত বসতে পারেন সেজন্য লেগ স্ট্র্যাপ এবং উরু বার রয়েছে। আরো রয়েছে বায়ু চাপের মাধ্যমে মলকে বের করে নেয়ার সাকশন ডিভাইস। এগুলো আলাদা ট্যাংকে জমা হয়। নভোচারীদের ব্যক্তিগত ফানেল রয়েছে মূত্র সংগ্রহের জন্য। এগুলো হোস পাইপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সংগৃহীত মূত্র আলাদা ট্যাংকে জমা হয়। কোন কার্গোশিপ মাল খালাস করে ফিরে যাওয়ার সময় মলমূত্রের বর্জ্য ট্যাকগুলো সেখানে তুলে দেয়া হয়।

ভিটামিন 'সি'তে সর্দি সারে না

প্রচলিত একটি ধারণা হ'ল, নিয়মিত ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করলে সর্দি-কাশি হয় না। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ১১,৩৫০ জন লোককে দৈনিক ২০০ মিলিগ্রাম করে ভিটামিন 'সি' সেবন করিয়ে ৩০ বার গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, ভিটামিন 'সি'-এর কারণে তাদের সর্দি-কাশির খুব একটা প্রশমিত হয়নি। তবে যারা খুব পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তারা যদি নিয়মিত এই ভিটামিন খান তাহ'লে তাদের সর্দি-কাশির প্রকোপ অনেক কম হয়।

হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারে রোবটের সফল ব্যবহার

লন্ডনের সেন্ট মেরি হাসপাতালে একটি রোবট হাত গত ২১ জুলাই সাফল্যের সঙ্গে হৃদযন্ত্রের জটিল অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছে। অস্ত্রোপচারের সময় হৃদযন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করার জন্য সরু তার ও নল (টিউব) স্থাপনের ব্যাপারে রোবটটি শল্যবিদদের সাহায্য করে। এ কাজটি করা মানুষের জন্য কিছুটা দুরূহ। কম্পিউটারের জয়ষ্টিক দিয়ে 'সেনসেই' নামের রোবটটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যাতে এটি যথাযথভাবে তার স্থাপন করতে পারে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান, হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারে রোবটের ব্যবহার রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি অনেটা হ্রাস করবে। এ পর্যন্ত ২০ জনেরও বেশী রোগীর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারে রোবট ব্যবহার করা হয়েছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

পঞ্চগড়, ১২ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব পঞ্চগড় যেলার ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম ও পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। তাবলীগী সভায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা, ১৩ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত সিংগা বারইপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সদস্য জনাব মাওলানা লুৎফর রহমান।

বগুড়া ১৪ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ ফজর বগুড়া গাবতলী থানার অন্তর্গত নশিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী।

যুবসংঘ

জালিবাগান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৬ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর জালিবাগান হাফিযিয়া মাদরাসায় এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। রহনপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুখতার বিন আব্দুল কাইউমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক্ব, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল কবীর বিন আব্দুল ওয়াহিদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জালিবাগান মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ।

বেনিচক, চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৬ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বেনিচক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ। উক্ত তাবলীগী সভায় কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করেন জনাব মুহাম্মাদ আল-মানছূর।

জগৎপুর, কুমিল্লা ১৩ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর জগৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতিবাজদের পরিণাম' বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক ও যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জা'ফর ইকরাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে দুর্নীতি একটি কলঙ্ক, একটি ব্যাধি। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে দুর্নীতিকে শুধু নিরুৎসাহিতই করা হয়নি; বরং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতির ছোবল থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হ'লে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বক্তাগণ বলেন, শতকরা ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে হ'লে আলেম সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আলেমগণ জেগে উঠলে দুর্নীতি এদেশ থেকে উচ্ছেদ হ'তে বাধ্য। তাঁরা মিথ্যা মামলায় আলেম সমাজকে হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে মিথ্যা অভিযোগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। দেশে যেহেতু যরূরী অবস্থা চলছে, সেহেতু যরূরী ভিত্তিতে সাজানো ও হঠকারিতামূলক মামলা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ মামলাবাজদের অতিদ্রুত আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানাই।

বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে তারা বলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোট সরকার যেমন একের দোষ অন্যের কাধে চাঁপিয়েছিল। তার ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে এই সরকারের নিরপেক্ষতাও প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে পারে। সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শতভাগ উদারমনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আজকের দিনে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

একদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান-পিপাসুদের মিলনকেন্দ্র ছিল। যার জন্য শিক্ষার্থীরা দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞানার্জন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমায়েত হ'ত। কিন্তু আজকাল বিদ্যা শিক্ষা করার যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা হয় না; বরং যা হয় তা দেখলে মানুষ লজ্জা পায়। কোথায় সে জ্ঞান পিপাসুরা, যারা পড়া-লেখা করে বড় হ'তে চায়, আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হ'তে চায়? এ রকম ছাত্র যে একেবারেই নেই, সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

বর্তমানে ছাত্রদের শালীনতা ভদ্রতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের সামনে সব সুস্পষ্ট হবে। যেমন বর্তমানে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হ'লে একজন আর একজনকে বলে, 'আস-সালামু আলাইকুম' কেমন আছিসরে ....বাচ্চা (অর্থাৎ গাধা বা অন্য কিছু)। এছাড়া তারা এমন এমন ভাষা বা শব্দ বলে, যা শুনতেও লজ্জা লাগে। বিশেষ করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতেই এরকম বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বাড়িতে কিছু আদব-কায়দা শিখেছে অথবা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে শিখেছে, তাদের এ ধরনের ভাষা হওয়া উচিৎ নয়।

আর একটি দৃষ্টান্ত হ'ল- একদিন শিক্ষক ক্লাশ নিতে গিয়ে শহীদদের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করছেন, তখন এক ছাত্র (শিক্ষককে ব্যঙ্গ করে) বলছে, এখন থেকে আমি বেশী বেশী করে সিগারেট খেয়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়ে যাব। এ সময়ে আরেকজন ছাত্র প্রশ্ন করল, ওস্তাদ আত্মহত্যাকারী কি শহীদ হয়?

এ ধরনের ছাত্রদের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকাই ভাল। কারণ (১) বিদ্যালয় তাদেরকে ধর্মীয় বা আধুনিক শিক্ষা যা শিখাতে চায় তা তারা শেখে না। (২) অন্য যেসব ছাত্র কিছু শিখতে চায়, তাদের উপর এদের অসৎ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। ফলে তাদের পড়ালেখার অত্যন্ত ক্ষতি হয়। আজকাল বিদ্যাপীঠগুলোতে যা ঘটছে, তা লিখতে গেলে কলেবর বেড়ে যাবে এবং সময়ও সংকুলান হবে না। কাজেই সংক্ষেপে কিছু সমস্যার কথা বলে ইতি টানছি।

১। **মাদকের ছড়াছড়িঃ** বিদ্যালয়গুলোতে আমরা সিগারেটের অবর্ণনীয় ছড়াছড়ি দেখছি। শুধু তাই নয় ফেন্সিডিল, হিরোইন ও কোকেন সহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে। তারা বলে যে, ধূমপান তো ইসলাম হারাম করেনি! তাহ'লে কি তারা বলতে চাচ্ছে যে, যে জিনিস বা বস্তু ব্যক্তি ও সমাজকে ধ্বংস করে তা ইসলামী শরী'আতে হালাল করা হয়েছে?

২। **পরীক্ষায় নকল করাঃ** সারা বছর পড়ালেখা না করে পরীক্ষার সময় নকল করে। যারা নকল করে না বা করতে জানে না, তাদেরকে ঠাট্টা করে বলে, আরে এরা সব সেকেলে। অধিকাংশ ছাত্র প্রায় সব বিষয়েই নকল করে থাকে। তারা বোধ হয় জানে না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'ধোঁকাবাজরা আমার উম্মত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। যারা নকল করে, তারা নিজেদেরকে, তাদের অভিভাক ও শিক্ষকমণ্ডলী সবাইকে ধোঁকা দেয়। ছাত্রদের ভালভাবে পড়ালেখা করে এবং প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দেয়া ভাল, না নকল করে বদনাম কুড়িয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে ধোঁকাবাজদের দলভুক্ত হওয়া ভাল?

৩। **দেয়ালে ও টেবিলে লেখাঃ** নোটবুক আছে, তারপরেও টেবিলের উপর ও দেয়ালে মন্দ দলের নাম লিখে সে দলে তার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা, বিভিন্ন ধরনের গালি-গালাজ লেখা, কোন কোন খেলোয়াড়ের নাম ইত্যাদি লেখার উদ্দেশ্য কি? আরো অনেক সমস্যা আছে, যা বলার মত নয়। এসব হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা। যেখান থেকে আদর্শ মানুষ তৈরী হবে, সুনাগরিক বের হবে, সেসব মানুষ গড়ার কারখানাগুলোর অবস্থা যদি এই হয় তাহ'লে এ জাতি উন্নতি লাভ করবে কিসের বলে?

বর্তমান আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এ অবস্থা হওয়ার পরও তারা সবাইকে আহ্বান জানায় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে নযর দেয়ার। তারা বলে, আপনারা আসুন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে যান। মনে রাখবেন, আমাদের বিদ্যালয় কিন্তু খুবই ভাল ও উন্নত মানের। অতএব আমাদের দেশের ভাল বলে কথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে মন্দগুলোর অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখুন।

[সাপ্তাহিক 'আল-ফুরক্বান' ১১ জুন '০৭ ৪৪৬ সংখ্যা অবলম্বনে]

- আব্দুছ ছামাদ সালাফী,
প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। অনেক ত্যাগ ও দীর্ঘ যুদ্ধের বিনিময়ে এই মাতৃভূমি আমরা স্বাধীন করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীন-সার্বভৌম এই দেশ আজ দুর্নীতিবাজদের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। এক একজন রাঘব বোয়াল দুর্নীতির মাধ্যমে হাযার হাযার কোটি টাকার

মালিক বনেছে। জনগণ যাদেরকে সেবক মনে করত তারাই যে জনগণের সম্পদ লুটকারী তা জানা ছিল না সহজ-সরল এ দেশবাসীর। তারা এই দেশটিকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। দেশে যরূরী অবস্থা জারি ও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দুর্নীতিবাজদের আসল চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ফলে তোলপাড় হয় সারা দেশে। ধরা পরে মন্ত্রী-এমপি-আমলা-বন রক্ষক সহ অগণিত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। বেরিয়ে আসে দেশী ও বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত এদের হাযার হাযার কোটি টাকা ও বিলাসবহুল জীবনের অজানা কাহিনী। অথচ ক্ষমতায় থাকতে তাদেরই গলাবাজী ছিল বেশী। তাদের কার্যকলাপে মনে হয় এদেশটি যেন পরিবারতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের এক লীলাভূমি। তাদের হাযারো অপকর্মের খবর কেউ কোনদিন ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারেনি। ধরা পড়ার পরই কেবল দেশবাসী জানতে পেরেছে যে, অর্থ লুণ্ঠনকারী, জঙ্গীবাদের মদদদাতা, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, দুর্নীতিবাজ ইত্যাদি হচ্ছে তাদের আসল পরিচয়। দলীয় সরকারের শাসনামলে তারা ছিল দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। তাদের দোষ-ত্রুটিও যেন তখন ছিল স্বীকৃত। তারা যা বলত বা করত সবই ছিল আইন। তাই তারা দেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড করলেও গ্রেফতার হয়নি।

অপরদিকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের উপরেই নেমে এসেছে জেল-যুলুম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, মুসলিম বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এদেশে যখন জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটে তখনই তিনি এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি প্রমাণ করেছেন জঙ্গীবাদের পথ ইসলামের সঠিক পথ নয়। অথচ বিগত জোট সরকারের রোষাণলে পড়ে তিনি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন। তাঁর উপর ১১টি মামলা চাঁপানো হয়। মামলাগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও ২/১টি মামলায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁর নাম চার্জসীটভুক্ত করে তাঁকে যারপর নাই হয়রানি এবং কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হলুদ সাংবাদিকতায় নিয়োজিত কিছু সাংবাদিকের মিথ্যা কাহিনী সে সময় আরো বেশী ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল। আজ সাংবাদিক ভাইদের নিকটে আমাদের প্রশ্ন- আপনারা বলুন তো বর্তমানে যে সমস্ত দুর্নীতিবাজ ধরা পড়েছে, যারা দেশ ও জাতির সম্পদ লুটপাট করে অবৈধভাবে সম্পদের পাহাড় গড়েছে, বিভিন্ন দেশে যাদের বিলাসবহুল বাড়ী রয়েছে, তাদের প্রকৃত রূপ আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারিনি কেন? আপনাদের লেখায় তাদের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির ছিটেফোঁটাও বেরিয়ে আসেনি কেন? এর রহস্যইবা কি? অথচ আপনাদের রচিত মিথ্যা কাহিনীর কারণেই কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে এদেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদকে, যার ব্যাংক ব্যালেন্স বলতে কিছু নেই। মাথা গোঁজার মত নেই নিজস্ব কোন বসতবাড়ী। এই খ্যাতিমান সমাজ সেবক দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা সহ বহু জনকল্যাণকর কাজ করেছেন। নিজের জন্য তিনি কিছুই করেননি। তাঁর সম্পর্কে এ,টি,এন বাংলার ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেছিলেন, 'ডঃ গালিবের সবগুলো বই আমি পড়েছি। তাতে জঙ্গীবাদের কোন প্রমাণ আমি পাইনি। তিনি একজন উঁচুমানের লেখক। তিনি একজন মযলূম ব্যক্তি। আল্লাহ মযলূম ব্যক্তির দো'আ কবুল করে থাকেন। সরকারের উচিত তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া। তা না হ'লে আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসবে'। হয়তো তাঁর সেদিনের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ পাক কবুল করেছেন। কেননা জোট সরকার যেভাবে ডঃ গালিবকে অপমান করেছিল, তারচেয়ে বর্তমানে আটককৃত রাজদুলালেরা বেশী অপমানিত হচ্ছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমের বিরুদ্ধে যেভাবে ডাকাতি ও বোমাবাজীর মামলা করা হয়েছে, তা কোন মতিভ্রষ্ট লোকও বিশ্বাস করবে না। পরিশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমার একান্ত আবেদন অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে এদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

** আব্দুস সাত্তার*
রাণীনগর, নওগাঁ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৮১)ঃ 'জাইশুল খাবত' কারা? তাদের পরিচয় কি? তাদের নাম 'জাইশুল খাবত' হ'ল কেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
বরিশাল সদর, বরিশাল।

উত্তরঃ 'জাইশ' অর্থ দল, বাহিনী এবং 'খাবত' অর্থ গাছের পাতা। 'জাইশুল খাবত' অর্থ গাছের পাতাখোর বাহিনী। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উক্ত বাহিনী গাছের পাতা ঝেড়ে খেয়েছিল বলে উক্ত বাহিনী 'জাইশুল খাবত' নামে পরিচিত। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল আড়াইশত। খাদ্যাভাতে প্রতিদিন তারা মাত্র একটি করে খেজুর খেতেন। খেজুর শেষ হয়ে গেলে তারা গাছের পাতা চিবিয়ে খেতেন *(তিরমিযী, আবূদাঊদ)*। এ প্রসঙ্গে জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমি খাবত বাহিনীর অভিযানে শরীক ছিলাম। আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। এক সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্রের ঢেউ বিরাট এক মাছ উপরে তুলে দিল। এত বড় মাছ আমরা কোন দিন দেখিনি। একে বলা হয় 'আম্বর'। আমরা এই মাছ অর্ধমাস পর্যন্ত খেলাম। আবু ওবায়দা (রাঃ) তার হাড় সমূহ হ'তে একটি হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। (মাছটি এত বড় ছিল যে) একজন উট সওয়ারী অনায়াসে তার নীচ দিয়ে অতিক্রম করল। অতঃপর মদীনায় ফিরে আমরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, 'তোমরা খাও! আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে এটি পাঠিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৪)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৮২)ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, আমি একজন কুরআনের হাফিযাকে বিবাহ করব। জনৈক বক্তা বলেন, নিজে কুরআনের হাফিয না হ'লে, কোন হাফিযাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। প্রশ্ন হ'ল উক্ত বক্তার বক্তব্য কি সঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আল-আসাদ
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এমনকি তা বিবেক সম্মতও নয়। কেননা কোন নারী কুরআনের হাফেযা হ'লে সে নিজে কুরআনের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া বিবাহ করার জন্য কুরআন ও হাদীছে এরূপ কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি। কাজেই কোন হাফেযাকে বিবাহ করার জন্য নিজেকে কুরআনের হাফেয হ'তে হবে এমন ধারণা আদৌ ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পসন্দমত তোমরা দুই-দুই, তিন-তিন, চার চারজনকে বিবাহ কর' *(নিসা ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮৩)ঃ কোন ব্যক্তির সন্তানের আক্বীক্বার জন্য যদি তার কোন নিকটাত্মীয় টাকা প্রদান করে, তাহ'লে তা দ্বারা আক্বীক্বা করলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আসীফ
খুলনা।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজন টাকা প্রদান করলে তা দ্বারা সন্তানের আক্বীক্বা দেওয়া যায়। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই হাসান এবং হোসাইন (রাঃ)-এর আক্বীক্বা দিয়েছিলেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৫ সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া সামর্থ্যবান কাউকে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে, তা গ্রহণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৮৪)ঃ খাদ্য গ্রহণ করতে বসার সুন্নাতী পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
ও
এহসানুল হক
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ খাওয়ার ব্যাপারে দুই হাঁটু মাটিতে বিছিয়ে পায়ের পাতার উপরে বসে খাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি বকরী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার সময় তিনি দুই হাঁটু বিছিয়ে বসেছিলেন। জনৈক বেদুঈন তাঁকে বলল, এ কেমন বসা?

তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, অহংকারী ও সীমালংঘনকারী হিসাবে সৃষ্টি করেননি' *(তাবারাণী, ফাৎহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫২)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি হেলান দিয়ে খাই না' *(বুখারী হা/৫৩৯৮; ফাৎহুলবারী ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫১)*। উদ্ধৃত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খাদ্য গ্রহণের সময় এমনভাবে বসতে হবে যেন বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়। কোন অবস্থাতেই যেন অহংকারী মনোভাব প্রকাশ না পায়। সেই সাথে কোথাও ঠেস বা হেলান দিয়েও বসা যাবে না। উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রেখে মানুষ তার সুবিধাজনক যে কোন পদ্ধতিতে বসে খেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৫/৩৮৫)ঃ আমাদের মসজিদের মেহরাবের কিছু অংশ কবরের উপর পড়েছে। এমতাবস্থায় এই মসজিদে ছালাত হবে কি? না হ'লে করণীয় কি?

- আব্দুল মালেক
চরমালগাঁও, শরীয়তপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় কবর স্থানান্তরিত করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২২৫০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের উপরে বসা ও কবরের উপরে ছালাত আদায় করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। এক্ষণে কবর খুড়ে প্রাপ্ত হাড় হাড্ডিগুলি যত্ন সহকারে অন্যত্র দাফন করে তারপর উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় উক্ত মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৬/৩৮৬)ঃ আমি একজনকে সালাম দিলাম। সে সালামের জবাব দানের পর পাল্টা আমাকে সালাম দিল। এভাবে সালাম দেওয়া কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবু হাসান
পালিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। তবে জবাব দেওয়ার পর পুনরায় সালাম প্রদানের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এমন অভ্যাস পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল- সালামের জবাব দেওয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩০)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৮৭)ঃ শরীরের অবয়ব প্রকাশ পায় এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে নারী-পুরুষ ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

- মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরদার রোড
ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ পুরুষ হোক বা মহিলা হোক পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করার কারণে যদি তার সতর প্রকাশ পায়, তাহ'লে তা দ্বারা ছালাত শুদ্ধ হবে না। তবে সতর প্রকাশ পায় না এমন পোশাকে ছালাত হয়ে যাবে *(আ'রাফ ৩১)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল এবং হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর *(ফাতাওয়া উছায়মিন ১২/২৬৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৮৮)ঃ অসুস্থতাজনিত কারণে জনৈক ব্যক্তি কিছুদিন ছালাত আদায় করতে পারেননি। কিন্তু তিনি সুস্থতা লাভের আগেই মারা যান। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া ছালাতের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কি?

- সুলতান নাছিরুদ্দীন
দঃ কাযিরচর, মুলাদী, বরিশাল।

উত্তরঃ ছুটে যাওয়া ছালাতের কাফ্ফারা আদায় করার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। জ্ঞান থাকা অবস্থায় যদি অসুস্থ ব্যক্তি ছালাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহ'লে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীরা দো'আ ও ইস্তেগফার করবে। আর অজ্ঞান অবস্থায় ছালাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করবেন না' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৮৯)ঃ মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য জনসেবামূলক বিজ্ঞপ্তি যেমন- 'পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে' ইত্যাদি প্রচার করা যাবে কি?

- আযহারুল ইসলাম
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা শুনতে পায় সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে ওটা ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এজন্য নির্মাণ করা হয়নি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে শরী'আত সমর্থিত জনকল্যাণমূলক কাজের ঘোষণা দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (১০/৩৯০)ঃ যাকাত পাওয়ার হকদার কোন দরিদ্র নিকটাত্মীয়কে জানিয়ে যাকাত দিলে নিতে চায় না। তাই তাকে না জানিয়ে যাকাত প্রদান করা হ'লে যাকাত আদায় হবে কি?

- ইসমাঈল
ফেনী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যদি যাকাতের হকদার হয় এবং অন্যের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করে থাকে, এমন ব্যক্তিকে না জানিয়ে যাকাত দেওয়া যাবে। এতে যাকাত প্রদানকারীর যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। তবে যাকাতের হকদার যাকাত গ্রহণ করতে আগ্রহী না হ'লে, কৌশল অবলম্বন করে তাকে যাকাত প্রদান না করাই ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে যাচনা হ'তে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে বেঁচে থাকার উপায় করে দেন এবং যে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে কারো

মুখাপেক্ষী না করেই রাখেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৯১)ঃ আমি ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঔষধ খাই। এটি কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নযরুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাগঞ্জ।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এরূপ কোন হাদীছ নেই। ঔষধ হোক বা অন্য খাদ্য হোক খাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৯২)ঃ অযূর পরে যদি শিশু মায়ের দুধ পান করে, তাহ'লে কি অযূ নষ্ট হয়ে যাবে?

- আব্দুল হক্ব
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পাখয়ানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হ'লে অযূ ভঙ্গ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৬)*। সেই সাথে শুয়ে নিদ্রা গেলেও অযূ ভঙ্গ হয়ে যায় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৮)*। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে অযূ ভঙ্গ হয় না। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত কারণে অযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৯৩)ঃ এক্বামত চলাকালীন সময়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাতার সোজা কিংবা টাখনুর নীচে কাপড় আছে কি-না ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শিহাবুদ্দীন
রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ এক্বামত চলাকালীন সময়ে নয়; বরং এক্বামতের পরে ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে, দু'জনের মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে বলতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৫ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। উল্লেখ্য যে, টাখনুর উপর কাপড় পরিধানের বিষয়টি কেবলমাত্র ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৯৪)ঃ সূরা তওবার ১০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কুবাবাসীদের প্রশংসা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, কুবাবাসীরা ঢিলা ও পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত বলে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম
সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কুবাবাসীরা পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করত। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন, 'সেখানে কতগুলি লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন' *(তওবা ১০৯)*। প্রকাশ থাকে যে, এক শ্রেণীর বিদ'আতী মনে করে, যারা ঢিলা ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। অথচ তা মোটেই ঠিক নয়। এই মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বাযযার, বুলূগুল মারাম হা/১০৪, ১০৫)*। উল্লেখ্য যে, পানি থাকাবস্থায় ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু পানি দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২)*। তবে পানি না পেলে ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬)*। পানি ও ঢিলা দু'টি একত্রে ব্যবহার করতেন না।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৯৫)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ার হুকুম কি? ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোন আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করা যাবে কি?

- জি.এম. ছফেদ আলী
অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, অথচ 'কুরআনের মা' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। সূরা ফাতিহার পর একাধিক সূরাও পড়া যায় *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৪/৫০১ পৃঃ)*, আবার একটি সূরাকে দু'টি অংশে ভাগ করেও পড়া যায় *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৮৬৩, সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে কোন বৃহৎ আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৯৬)ঃ যাদের কাছে নবী-রাসূল আগমন করেননি এবং ইসলামের দাওয়াতও পৌঁছেনি। তারা কি জাহান্নামে যাবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

- সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, যাদের নিকটে নবী-রাসূল আগমন করেননি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের একটি বিশেষ পরীক্ষা নিবেন। পরীক্ষায় যারা সফলকাম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা সফলকাম

Contents

হবে না, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। পরীক্ষার ধরন হচ্ছে- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশরের মাঠে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিবেন যে, আমি যা নির্দেশ দিব তা-কি তোমরা পালন করবে? অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, যাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। যারা তাঁর নির্দেশ পালন করে সেখানে প্রবেশ করবে, তারা মূলতঃ জান্নাতের সুখময় স্থানে অবস্থান করবে। আর যারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সেখানে প্রবেশ করা হ'তে বিরত থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(আহমাদ, বায়হাক্বী, তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮; সূরা বানী ইসরাঈল ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। নাছীরুদ্দীন আলবানী 'আস সুন্নাহ' কিতাবের হাশিয়ায় বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৯৭)ঃ হজ্জের দিন বা আরাফার দিনে আল্লাহ যত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, শুক্রবারে কি তার চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া হয়? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
রাণীনগর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আরাফার দিনে অধিক মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪, 'আরাফায় অবস্থান' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু জুম'আর দিনে মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে জুম'আর দিনে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তাকে কবরের ফিৎনা থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৬৭)*। উল্লেখ্য যে, জুম'আর দিন ইবাদতগত দিক দিয়ে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর থেকে উত্তম *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬৩, সনদ ছহীহ, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৯৮)ঃ তিন রাক'আত বিতর ছালাত দুই বৈঠকে আদায় করলে সঠিক হবে কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- জাহাঙ্গীর আলম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত নিয়ম ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিতর ছালাত মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করে পড়ো না। অর্থাৎ মাগরিবের ছালাতের মত দু'রাক'আতের পরে তাশাহুদের বৈঠক করো না' *(বায়হাক্বী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ পদ্ধতি হচ্ছেঃ একটানা তিন রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করবে *(ইবনু আবী শায়বা, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল ২/১৫০ পৃঃ)*। অথবা তিন রাক'আত বিতরের ক্ষেত্রে প্রথমে দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং পুনরায় এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৯৯)ঃ কুরআন ও হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং এর দ্বারা দুনিয়াবী উপকার লাভ করা যায় কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আকবার আলী
মেন্দিপুর পূর্বপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং এর দ্বারা দুনিয়াবী উপকার লাভ করা যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী আরবের কোন এক গোত্রের নিকট গমন করেন। এসময় তাদের নেতাকে সাপে দংশন করেছিল। ঐ গোত্রের লোকেরা তখন ছাহাবীদেরকে বলল, আপনাদের নিকটে কোন ঔষধ বা ঝাঁড়-ফুঁককারী আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করোনি, এজন্য আমরা ঝাঁড়-ফুঁকের বিনিময়ে কিছু নির্ধারণ না করা পর্যন্ত ঝাঁড়-ফুঁক করব না। তখন তারা তাঁদের জন্য একপাল ছাগল নির্ধারণ করল। অতঃপর একজন ছাহাবী সূরা ফাতিহা পড়ে দংশনের স্থানে থুথু দিলে লোকটি ভাল হয়ে গেল। তারা ছাগলগুলি নিয়ে আসলে অন্যান্য ছাহাবীগণ বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এগুলি গ্রহণ করব না। অতঃপর তাঁরা এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) হাসলেন এবং বললেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং আমাকেও একটি অংশ দাও' *(বুখারী, হা/৫৭৩৬, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪০০)ঃ পশুর বাচ্চা প্রসবের পর ঐ বাচ্চা যদি কুরবানীর নিয়ত করা হয়, অতঃপর কিছুদিন পর যদি তা ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহ'লে উহা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর যদি ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহ'লে তা দ্বারা কুরবানী করাতে কোন অসুবিধা নেই *(মীর'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৪)*। তবে তা বিক্রি করে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ (২১/৪০১)ঃ আল্লাহ তা'আলাকে শুধুমাত্র 'আল্লাহ' বলে ডাকা যাবে কি?

- আওলাদ মিয়া
কলাতলী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ইত্যাদি শব্দযোগে বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, শুধুমাত্র 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে ডাকার মত ব্যক্তি

অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না মর্মে ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছটি এসেছে তা বায়হাক্বীর সূত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রয়েছে। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মত ব্যক্তি যমীনে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। শুধুমাত্র 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে আল্লাহকে ডাকা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী মিশকাত ৩/১৪২৭ পৃঃ টীকা নং ১)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪০২)ঃ গাভীর বাচ্চা প্রসবের কয়দিন পর হ'তে দুধ খেতে হয়? এ বিষয়ে শরী'আতে কোন বিধি নিষেধ আছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মনছুর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে শরী'আত কোন সীমা নির্ধারিত নেই। দুধ পানের বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন। যার যখন ইচ্ছা হবে, সে তখন পান করতে পারে। কারণ এটা মূলতঃ রুচির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাচ্চা প্রসবের পর থেকেই দুধ পান করতে পারে, এ ব্যাপারে কোন শারঈ বিধি নিষেধ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৪০৩)ঃ কোন কোন ইমাম বলেন যে, গীবত করা যেনার চেয়ে বেশী পাপ। এটা কি সঠিক?

- গোলাম আযম
দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(হেদায়াতুর রুয়াত ৪র্থ খণ্ড, হা/৪৮০১)*। তবে গীবত এক জঘন্য পাপ। আল্লাহ তা'আলা একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতকারীকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩)*। উল্লেখ্য, গীবত 'হাক্কুল ইবাদের' অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। সেকারণ যার গীবত করা হবে, তার নিকট থেকেই ক্ষমা নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪০৪)ঃ ছালাতের শেষে ইস্তেগফারের তাৎপর্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, তা ছালাত শেষে পঠিত যিকর-ইস্তেগফারের দ্বারা মোচন হয়ে যায়। তাছাড়া এটি দো'আ কবুলের এবং আল্লাহ্র ক্ষমা প্রাপ্তিরও গুরুত্বপূর্ণ সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে পঠিতব্য বেশ কিছু তাসবীহ-তাহলীলের কথা বলেছেন এবং এর ফযীলত সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামকে জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহু আকবার (১ বার)। আসতাগফিরুল্লা-হা' (তিন বার) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯)*। 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' (১ বার) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*। সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) এবং আল্লাহু আকবার (৩৪ বার) অথবা আল্লাহু আকবার (৩৩ বার) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' ১ বার পাঠ করবে। এতে অতীতের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত কোন বাধা থাকে না' *(নাসাঈ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৯৭২)*। এছাড়াও ছালাতের শেষে আরো অনেক মাসনূন দো'আ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৫/৪০৫)ঃ وَمَاجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ উল্লিখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবুল কালাম
সরকারী মাদরাসাই-ই-আলীয়া, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতটি সূরা বানী ইসরাঈলের ৬০ নং আয়াতের অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে প্রদর্শন করিয়েছি, তা মানুষের জন্য ফিতনা বা পরীক্ষা স্বরূপ' *(বানী ইসরাঈল ৬০)*।

আয়াতে উল্লিখিত الرؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্ন, যা মানুষের নিদ্রিত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। তবে আলোচ্য আয়াতে স্বপ্ন উদ্দেশ্য নয়। বরং স্বচক্ষে দর্শনকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, (رؤيا عين) অর্থাৎ স্বচক্ষে দর্শন, যা রাসূল (ছাঃ) মি'রাজ রজনীতে সশরীরের সপ্ত আকাশে অবলোকন করেছিলেন *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনু কাছীর ৯/৩৭)*। তাছাড়া رؤيا দ্বারা স্বপ্ন উদ্দেশ্য হ'লে এটি আশ্চর্যের এবং অস্বীকারের কোন বিষয় ছিল না। কেননা মানুষ হর-হামেশাই অনেক অসম্ভব বিষয় স্বপ্নে দেখে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল বলেই কাফেররা তা অস্বীকার করেছিল। এমনকি অনেক নও মুসলিম মি'রাজ অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সেকারণ মি'রাজের এই অলৌকিক ঘটনা ছিল দুর্বল ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আয়াতে 'ফিতনা' শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭; তাহক্বীক্বে তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম-১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪০৬)ঃ পিপিলিকা মারা যায় কি? অনেকেই কেরোসিন তেল অথবা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পিপিলিকা মারে। এভাবে মারা কি ঠিক?

- আব্দুস সালাম

তালসুড়, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পিপিলিকা মারা ঠিক নয়। তবে যে পিপিলিকা দংশন করে, সেটা মারা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'একদা কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা দংশন করেছিল, ফলে তাঁর নির্দেশে পিপিলিকার গোটা বস্তি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হ'ল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অহি-র মাধ্যমে বললেন, মাত্র একটি পিপিলিকা তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে, যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) চার শ্রেণীর প্রাণী মারতে নিষেধ করেছেন (১) পিপিলিকা (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ (৪) ছোরাদ নামক পাখি *(আবুদাঊদ হা/৪১৪৫)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিপিলিকার অগ্নিদ্বগ্ধ এক বস্তি দেখে বললেন, কে এদের জ্বালালো? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'একমাত্র আগুনের প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া জায়েয নয়' *(আবূদাঊদ হা/৫২৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪০৭)ঃ শুধু ফল গ্রহণের শর্তে আম বাগান ১, ৩, ৫, ৭ বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য লীজ নেওয়া যাবে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
জালিবাগান, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফলবান বৃক্ষের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে ফল পুষ্ট বা লাল হওয়ার পূর্বেও বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কারণ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকা বা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফলবান বৃক্ষের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭১৭)*। এছাড়া আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৬, ২৮৩৬ 'নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪০৮)ঃ গাছের ছায়ার নীচে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- মীযানুর রহমান
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সকল স্থানে ছালাত আদায় করা নিষেধ, গাছের ছায়া সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত যমীনই মসজিদ, তবে গোসল খানা এবং কবর ব্যতীত' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'মসজিদ এবং ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গাছের ছায়ার নীচে ছালাত আদায় করা যায়। উল্লেখ্য যে, সাত জায়গায় ছালাত নিষেধ সম্পর্কিত তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী মিশকাত ১/২২৯ পৃঃ ৭৩৮ নং হাদীছের টীকা-৪ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪০৯)ঃ রক্ত সম্পর্কিত মহিলা পুরুষকে এবং পুরুষ মহিলাকে গোসল করাতে পারে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন। পুরুষ পুরুষকে ও মহিলা মহিলা মাইয়েতকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল করাতে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ)*। আর স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে নির্দ্বিধায় গোসল করাতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, যদি আমার পূর্বে তুমি মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দিব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭ পৃঃ; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪১০)ঃ তিন তালাক কখন কিভাবে দিতে হয়? এবং এর ইদ্দতকাল কতটুকু?

- আব্দুল্লাহ
সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

উত্তরঃ তালাকের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে তিন তুহুরে স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়ে তিনটি তালাক প্রদান করা। কারণ কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তালাক একসাথে না দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে তিনবারে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তালাক দু'বার। অতঃপর হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে অথবা তাকে ভালভাবে ছেড়ে দিবে' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের ইদ্দতে অর্থাৎ তাদের তুহুরে তালাক প্রদান কর' *(তালাক্ব ১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান করলে, ওমর (রাঃ) বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে জানান। এতে রাসূল (ছাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর ঋতু আসলে এবং পবিত্র হ'লে যদি তালাক দিতে চায়, তাহ'লে যেন পাক অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২/৩২৭৫, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতএব একসাথে একাধিক তালাক নয়; বরং তিন মাসে ঋতু শেষে পবিত্র অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে তিনটি তালাক প্রদান করবে। আর এটিই হচ্ছে তালাকের ইদ্দতকাল।

Contents

প্রশ্নঃ (৩১/৪১১)ঃ কোন্ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়? 'জাল্লালা' খাওয়ার ব্যাপারে শারঈ বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যে সকল প্রাণী ময়লা ও নাপাক জিনিস খায় এমন প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ জাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করতে এবং এতে সওয়ার হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১২৬)*। তবে এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম নয়। বিদ্বানগণের মতে ময়লা ও নাপাক বস্তু ভক্ষণের কারণে ঐ প্রাণীর গোশত কিছুটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করতেন। তবে তিনি মুরগীর গোশত খেয়েছেন মর্মেও ছহীহ দলীল রয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) 'জাল্লালা' খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন ঐ প্রাণী বেঁধে রাখতেন' *(ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৫; ফাৎহুল বারী ৯/৫৫৮ পৃঃ)*।

অতএব উপরোক্ত দলীল সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'জাল্লালা' প্রাণী খাওয়া হারাম নয়; বরং ময়লা ও নাপাকী খাওয়ার কারণে সাময়িক অপসন্দনীয় মাত্র। সেকারণ জাল্লালা প্রাণী তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া ভাল। কেননা এতে তার পেটের ময়লাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং নতুন খাদ্য ভক্ষণের কারণে তার গোশতের দুর্গন্ধও বিদূরিত হয়।

প্রশ্নঃ (৩২/৪১২)ঃ আমি একজন দর্জি। আমার দোকানে গ্রাহক প্যান্ট তৈরী করতে আসলে আমি টাখনুর উপরে মাপ নিতে চাই। কিন্তু তারা এতে সম্মত হয় না। বরং তাদের চাহিদামত প্যান্ট তৈরী না করলে আমার দোকানে প্যান্ট তৈরী করবে না বলে জানিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় আমি যদি টাখনুর নিচে প্যান্ট তৈরী করে দেই তাতে আমার কোন গুনাহ হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাছুম বিল্লাহ
কলাতলী টেইলার্স
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে যে পরিমাণ কাপড় থাকবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১২)*। অতীতে জনৈক ব্যক্তি অহংকার বশে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করত। তাকে মাটিতে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মাটির নীচে যেতে থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩)*। এক্ষণে উক্ত গর্হিত কর্মের সহযোগিতা পারতপক্ষে না করাই উচিত। তবে এরূপ উপদেশ প্রদানের পরও যদি গ্রাহক তাকে টাখনুর নীচে প্যান্ট বানিয়ে দিতে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে দর্জির কোন পাপ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(বানী ইসরাঈল ১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪১৩)ঃ উঝারা নাকি সাপ ধরার সময় নূহ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ)-এর দোহাই দেয়, একথা কি সত্য?

- সাইফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সাপ ধরার সময় উঝারা কি বলে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে নূহ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) সাপের কাছে তাদেরকে দংশন না করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আবু লাইলা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়। তাহ'লে তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে নূহ (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দিওনা। যদি এরপরও সাপ ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৩৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে সকল সাপ গৃহে বসবাস করে, সেগুলিকে 'আওয়ামের' বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) এ জাতীয় সাপ মারতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৭)*। এক শ্রেণীর জিন সাপের বা কুকুরের আকৃতি ধারণ করে মানুষের গৃহে বসবাস করে *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪১৪৮)*। অতর্কিতে এদের মারলে ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। তবে সতর্ক করার পর যদি গৃহ হ'তে না যায়, তখন মারলে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪১৪)ঃ বদনজর' কি? মানুষের উপরে কি বদনজর লাগে? এ সময়ে করণীয় কি?

- আব্দুল আহাদ
নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি, সুদর্শন কোন ছেলে-মেয়ে অথবা কারো প্রাচুর্য হিংসা বা খারাপ দৃষ্টিতে দেখাই 'বদ নজর'। বদনজর যেমন সত্য তেমনি এর ক্ষতিও ক্রিয়াশীল *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নজর লাগা বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাক্বদীর পরিবর্তন করতে পারত তবে বদনজরই তা করতে পারত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৩২)*। কোন ব্যক্তির ভাল দেখে কারো মধ্যে এমন হিংসুটে ভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে বরং ঐ ব্যক্তির বরকতের জন্য দো'আ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাইকে দেখে এবং তার অর্থ-সম্পদ দেখে ভাল লাগে, তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির বরকতের জন্য

Contents

দো'আ করে। কেননা বদনজর সত্য' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২)*। কারো উপর বদনজর লাগলে কুরআন দ্বারা অথবা শিরক মিশ্রিত নেই এমন বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদনজর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পিঁড়িবাত হ'লে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদনজর লাগলে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪১৫)ঃ টিকটিকি মারার রহস্য কি? টিকটিকি মারলে নেকী হয় একথা কি সত্য?

- আব্দুল্লাহ আল-মামূন
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে পুড়িয়ে মারার জন্য নমরূদ আগুন জ্বালালে আগুনকে আরো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য টিকটিকি আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। এজন্য টিকটিকি মারার আদেশ দেয়া হয়েছে। উম্মে শারীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারবে তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম হবে, তৃতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম নেকী লেখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারার আদেশ দিয়ে বলেন, এটা ক্ষুদ্র ফাসেক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২০)*। প্রকাশ থাকে যে, টিকটিকির আরবী প্রতিশব্দ 'ওয়াযাগ', যা হাদীছে এসেছে। এটা মানুষের ঘরে ঘরে থাকে, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি করে থাকে। অপরদিকে গিরগিটের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে حِرْبَاءٌ যা বনে-জঙ্গলে থাকে। এটা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এটাকে কোন এলাকায় রক্তচোষা বলে। আবার কোন এলাকায় কাঁকলাস বলে। মানুষকে দেখলে এর গায়ের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ ভুল করে এই গিরগিটি মেরে থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪১৬)ঃ হাশরের দিন সন্তানকে কার নাম ধরে ডাকা হবে? পিতার নাম ধরে, নাকি মাতার নাম ধরে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মান্নান
চকোলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাশরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নাম, পিতার নাম ও বংশ পরিচয় সহ আহ্বান করা হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪১৭)ঃ জিন জাতির কি কোন প্রকার আছে? তারা কোথায় বাস করে। তারা কি মানুষের ক্ষতি করে?

- আহমাদ
নশীপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ পৃথিবীতে তিন প্রকার জ্বিন রয়েছে। তার মধ্যে যারা দুষ্ট জিন তারা মানুষের ক্ষতি করে। আবু ছা'লাবা খোশানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'জিন জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিনের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকার জিন সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকার জিন কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪১৪৮, হাদীছ ছহীহ আলবানী)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মদীনায় অনেক জিন আছে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা এ জিনের কোন একটি দেখতে পাও, তাকে তিন দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দাও। এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে হত্যা কর। কারণ সে শয়তান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪১৮)ঃ কালজিরার উপকারিতা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
কালীবাড়ী, খুলনা।

উত্তরঃ কালজিরার উপকারিতা অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কালজিরার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা ঔষধ হিসাবে কালজিরা গ্রহণ কর। কেননা এতে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৮৬৩)*। সুতরাং কালজিরাকে কোন নির্দিষ্ট রোগের জন্য খাছ করা যায় না। বরং সকল রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কালজিরা সবসময়ই ক্রিয়াশীল।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪১৯)ঃ কুরআন দ্বারা সুন্নাহ এবং সুন্নাহ দ্বারা কুরআন মানসূখ হয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহফূযা আখতার
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরআন দ্বারা সুন্নাহ এবং সুন্নাহ দ্বারাও কুরআন মানসূখ বা রহিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসূখ হয়েছে যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন

মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসে'র দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর যখন ক্বিবলার আয়াত নাযিল হ'ল তখন তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন। এখানে কুরআনের আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল তথা সুন্নাহ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেল *(তাফসীরে কুরতুবী, ২/৬৫-৬৬)*। অপরদিকে সুন্নাহ দ্বারাও কুরআনের আয়াত রহিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে সে যদি কিছু ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত বিধিবদ্ধ করা হ'ল ইনসাফের সাথে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য' *(বাক্বারাহ ১৮০)*। মৃত্যুকালীন উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়তের বৈধতা সম্পর্কিত এই আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, لاوصية لوارث 'উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(তিরমিযী হা/২১২১; নাসাঈ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২৭১২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪২০)ঃ সাপ মারার শারঈ বিধান কি? সকল প্রাণী তাসবীহ পাঠ করে। সাপও কি তার অন্তর্ভুক্ত?

- আব্দুল আহাদ
বেরায়েদ পূর্বপাড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের সাপ মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাপের ভয়ে সাপ না মারল, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪১৪০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমরা সকল প্রকার সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে পিঠে দু'টি কালো রেখা বিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মারবে। কেননা এ সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৭)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন হ'তে আমরা সাপের সাথে লড়াই আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আমরা আর কখনো তাদের সাথে আপোষ করিনি। আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধের ভয়ে সাপ মারবে না,